বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহের জন্য

আইন বিষয়ক ম্যানুয়াল

প্রস্তুত ও প্রকাশনায়

ICNL
INTERNATIONAL CENTER
FOR NOT-FOR-PROFIT LAW

ফেব্রুয়ারি ২০২০

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

COUNTERPART INTERNATIONAL
In partnership for results that last.

UKaid
from the British people

সূচনা

নাগরিক সমাজ হল ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত যা রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও নাগরিক সমাজ জনগনের উদ্বেগ, অগ্রাধিকার এবং সুযোগ সুবিধার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধরণের সংস্থা বা সমিতি স্বাধীনভাবে গঠন করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে, যা নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহ (সিএসও) এর গঠন এবং পরিচালনার ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহ (সিএসও) বলতে বোঝায় প্রধানত: ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ, বিনোদনমূলক এবং স্পোর্টস ক্লাব, বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও), ট্রেড ইউনিয়ন, পেশাদারি দল, কর্মচারী সমিতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, এলাকা ভিত্তিক নাগরিক দলসমূহ, চেম্বার অফ কর্মাস এবং ইন্ডাস্ট্রিজ, আইনজীবী সমিতি এবং স্থানীয় ছোট ক্লাবসমূহ ইত্যাদি।

নীতিগতভাবে, দাতব্য, সামাজিক কাজ বা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনও সিএসওকে সরকারের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে না। তবে, সিএসও কেবলমাত্র কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে যদি তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহে নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে আইনি বৈধতা অর্জন করে। এই ধরনের কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা বা সংস্থার নামে চুক্তি স্বাক্ষর করা; দাতা সংস্থার কাছ থেকে ফান্ড বা তহবিল সংগ্রহ করা; সরকারি সংস্থা এবং দাতাসংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য হওয়া; এবং সরকারি এবং দাতাসংস্থাদের সাথে অফিসিয়ালভাবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করা। নিবন্ধিত হওয়ার আরো সুবিধা হলঃ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ থেকে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং সহায়তা প্রাপ্তিসহ অন্যান্য সহযোগিতার পরামর্শ প্রদান করে; সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সাথে পরিসেবা প্রাপ্তি সংক্রান্ত চুক্তি এবং সহায়তা; নির্দিষ্ট পরিমাণ কর বা ট্যাক্স মওকুফ; প্রশিক্ষণের সুযোগ; কারিগরি সহায়তা; এবং যানবাহন, সরঞ্জাম এবং পণ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পাওয়া যায়। তবে, সকল ধরণের নিবন্ধিত সিএসও এই সব সুবিধাগুলি একসাথে পাওয়ার জন্য যোগ্য হয় না।

সূচিপত্র

অধ্যায় একঃ বাংলাদেশে সিএসও এর ধরণ এবং আইনসমূহ **৮**

প্রথম ভাগঃ সিএসও সর্ম্পকিত আইনসমূহ **১৩**

অধ্যায় দুইঃ বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বৈদেশিক অনুদানসহ (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) **১৪**

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৪

২. নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ১৬

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ২৬

৪. সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ২৭

অধ্যায় তিনঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ **৩০**

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩০

২. নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ৩১

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ৪১

৪. সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ৪২

অধ্যায় চারঃ সমবায় সমিতি **৪৫**

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪৫

২. নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ৪৬

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ৫২

৪. সমিতির নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ৫৩

অধ্যায় পাঁচঃ যুব সংগঠন **৫৫**

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৫৫

২. নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ৫৬

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ৬০

৪. সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ৬১

অধ্যায় ছয়ঃ সোসাইটি বা সমিতি ৬৩

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬৩

২. নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ৬৪

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ৬৯

৪. সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ৭০

অধ্যায় সাতঃ অলাভজনক কোম্পানি ৭২

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৭২

২. নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ৭৩

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ৮১

৪. সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ৮২

অধ্যায় আটঃ ট্রাস্ট ৮৫

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৮৫

২. নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা ৮৬

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ৯০

৪. ট্রাস্টের নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ৯০

অধ্যায় নয়ঃ ওয়াক্‌ফ ৯২

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৯২

২. নিবন্ধন ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ৯৩

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ৯৮

৪. ওয়াক্‌ফ নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ৯৯

অধ্যায় দশঃ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) ১০০

১. সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১০০

২. নিবন্ধন ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ১০১

৩. তহবিলের উৎসসমূহ ১১১

৪. সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ ১১২

দ্বিতীয় ভাগঃ সিএসও এবং এর কার্যক্রমকে প্রভাবিত করা অন্যান্য আইন ১১৪

অধ্যায় এগারোঃ কর আইন ১১৫

অধ্যায় বারোঃ সিএসও এবং এর কার্যক্রমগুলিকে প্রভাবিত করা অন্যান্য জাতীয় আইন এবং নির্দেশিকা ১১৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ১১৮

অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এমএলপিএ, ২০১২) এবং অর্থপাচার প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ ১২০

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ১২৬

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ১২৮

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ১৩০

জাতীয় শুদ্ধাচার বা সততার কৌশল (এনআইএস) ২০১২ ১৩১

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কনভেনশন (ইউএনসিএসি) ১৩২

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ এর এজেন্ডা ১৩৩

যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা ১৩৪

তৃতীয় ভাগঃ সিএসওকে প্রভাবিত করা আন্তর্জাতিক আইন এবং মানদন্ড **১৩৫**

অধ্যায় তেরোঃ নাগরিক সমাজ সংস্থাকে প্রভাবিত করা আন্তর্জাতিক আইন ও নির্দেশিকা **১৩৬**

ইংরেজি শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ ১৪৩

এই প্রকাশনাটি আমেরিকান জনগণের ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং ব্রিটিশ জনগণের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এর কো-আপারেটিভ চুক্তির নম্বর ৭২০৩৮৮১৮সিএ০০০০৩ (প্রোমোটিং অ্যাডভোকেসি এন্ড রাইটস প্রকল্প) এর সহায়তায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল তথ্য ও মতামত কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনালের দায়-দায়িত্ব নয় এবং কোন ভাবেই তা ইউএসএআইডি বা ডিএফআইডি এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের সিএসওসমূহের নিবন্ধন ও পরিচালনার জন্য একাধিক আইন রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, একই সিএসও বিভিন্ন আইন এবং বেশ কয়েকটি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত হতে পারে। এই আইন বিষয়ক বইটিতে বাংলাদেশের সিএসও এর সাথে সম্পর্কিত সর্বাধিক প্রচলিত আইনসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে বাংলাদেশের সিএসওসমূহের সংস্থা পরিচালনার আইনি কাঠামো সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পায়। এই আইন বিষয়ক বইটিতে প্রাসঙ্গিক আইনসমূহকে সহজ ও বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে সংস্থাসমূহ সহজে বুঝতে পারে এবং ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা পেতে পারে।

এই আইন বিষয়ক বইটির উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে সিএসও সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তি এবং যারা সিএসও-তে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য সহজেই পাঠযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিক সমাজ সংস্থার আইনি চিত্রের বিভিন্ন দিক বোঝানো। এই আইন সম্পর্কিত বইটি আইনি পরামর্শক হিসাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়নি। আইন পরিবর্তন হতে পারে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পারে। এই আইন বিষয়ক বইটিতে বর্ণিত আইনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ না হলে কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনাল বা আইসিএনএল উভয়কেই দায়ী করা যাবে না।

দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টেকনিক্যাল রিভিউ প্যানেল (টিআরপি) এর সাথে পরামর্শ এবং ডেস্ক গবেষণার ভিত্তিতে এই আইন বিষয়ক বইটিতে বাংলাদেশের সিএসওসমূহের নিবন্ধন এবং পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণের তুলনামূলক তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমরা নিম্নলিখিত টিআরপি সদস্যদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এই বইটি প্রস্তুত করতে আইসিএনএল এর এই প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান করেছেঃ

- অ্যারোমা দত্ত, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং সংসদীয় সমাজকল্যাণ কমিটির সদস্য;
- ড. সৈয়দ রিফাত আহমেদ, মাননীয় বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

- কে. এস. আবদুস সালাম, মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (অতিরিক্ত সচিব);
- ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন, পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (অতিরিক্ত সচিব);
- ড. বোরহান উদ্দিন খান, অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়;
- সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
- ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

অধ্যায় এক

বাংলাদেশে সিএসও এর ধরণ এবং আইনসমূহ

নাগরিক সমাজ সেক্টর বা খাতকে বিভিন্নভাবে “তৃতীয়” খাত, “স্বেচ্ছাসেবী” খাত, “অলাভজনক” খাত, “দাতব্য” বা “স্বতন্ত্র” খাত এবং “সামাজিক অর্থনীতি” খাত হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। নাগরিক সমাজ গঠনের সংগঠনগুলি হল সমিতি, ফাউন্ডেশন, অলাভজনক কর্পোরেশন, জনকল্যাণমূলক কোম্পানি, উন্নয়ন সংস্থা, কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা, ধর্মীয় ভিত্তিক সংস্থা এবং বিশ্বাস ভিত্তিক সংস্থা, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, পারস্পারিক সুবিধার দল, খেলাধূলার ক্লাব, অ্যাডভোকেসি দল, শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন, দাতব্য সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং পেশাদারী সংস্থা, মানবিক সহায়ক সংস্থা, অলাভজনক সেবাপ্রদানকারী সংস্থা এবং দাতব্য ট্রাস্টসহ বিভিন্ন ধরনের সংস্থাগুলি নাগরিক সমাজ সংস্থায় পরিণত হয়। এক কথায় বলতে গেলে এগুলিকে প্রায়ই বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), অলাভজনক সংস্থা (এনপিও), অথবা নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও) হিসাবে অভিহিত করা হয়।

এই আইন বিষয়ক বইটিতে আইসিএনএল সিএসওগুলির সাথে জাতিসংঘের নীতিমালা বা পলিসি অফ এনগেজমেন্টে অন্তর্ভুক্ত সিএসও (২০০১) এর সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেঃ “সিএসও হল একটি অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা যারা কোন মুনাফা বা ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না।” এই সংজ্ঞা উপরে বর্ণিত সাংগঠনিক অবস্থাগুলির বিভিন্ন ধরণ উদ্দেশ্যেমূলকভাবে প্রকাশ করে। মনে রাখতে হবে যে রাজনৈতিক দলগুলিকে নাগরিক সমাজের এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যদিও তারা উন্নয়ন প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে "এনজিও" শব্দটি প্রায়ই "সিএসও" এর সাথে পরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এই আইন বিষয়ক বইটিতে "সিএসও" বিষয়টিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ হল "এনজিও"কে বাংলাদেশের আইনের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সাংগঠনিক রূপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এনজিও বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (এনজিওএবি) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এর একটি সুনির্দিষ্ট আইনি দিক রয়েছে।

সংস্থার যে ধরণটি কোনও দল বা সংস্থার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত তা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বের পাশাপাশি সংস্থার মিশন ও লক্ষ্য, কার্যক্রমের সুযোগ, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাঠামো এবং তহবিলের উৎসের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থার ধরণসমূহ নিম্নরূপে উল্লিখিত রয়েছে:

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও): এনজিও হল এমন একটি সংস্থা যারা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করতে চায়। অর্থাৎ বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকার থেকে অনুদান গ্রহণের জন্য তাদের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (এনজিওএবি) থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করা প্রয়োজন। একটি সংস্থা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে প্রাথমিক নিবন্ধন (আইনি সত্তা হিসাবে) নিতে পারে এবং স্থানীয় ও বিদেশি উভয় তহবিল গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করতে পারে। অথবা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন আইনি সত্তায় নিবন্ধিত সংস্থা (সোসাইটি, ট্রাস্ট ইত্যাদি) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা: বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার লক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন সংস্থা বা সমিতিগুলি সমাজসেবা অধিদপ্তরে (ডিএসএস) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও, নারীদের দ্বারা পরিচালিত এবং নারীর উন্নয়নের জন্য একটি সংস্থা বা সমিতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে (ডিডব্লিউএ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে।

সমবায় সমিতি: এক দল ব্যক্তি বা সদস্যরা একত্রে পারস্পারিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য একটি সমবায় সমিতি পরিচালনা করতে পারে।

যুব সংগঠন: যুবকদের দ্বারা গঠিত এবং যুবকদের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা যে কোনও সংস্থা বা সমিতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিওয়াইডি) থেকে যুব সংগঠন হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে।

সোসাইটি বা সমিতি: যদি এক দল ব্যক্তি বা সদস্যরা বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শিক্ষা অথবা শিল্পকলা প্রচারের জন্য একটি সদস্য বা সহযোগী সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তবে তারা একটি সোসাইটি বা সমিতি হিসাবে নিবন্ধনভুক্ত হতে পারে।

অলাভজনক কোম্পানি: কোনও ব্যক্তি বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, দাতব্য সংস্থা অথবা অন্য কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য একটি অলাভজনক কোম্পানি গঠন করতে পারে। এই জাতীয় কোম্পানিকে অবশ্যই তার সদস্যদের কোনও মুনাফা প্রদান ছাড়াই কোম্পানির লাভ বা আয় তার উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

ট্রাস্ট: ট্রাস্ট হল যে কোনও সম্পদ বা সম্পত্তির মালিক যিনি নিজের সম্পদ বা সম্পত্তি অন্যের উপকারের লক্ষ্যে উৎসর্গ করে। সেক্ষেত্রে তিনি একটি ব্যক্তিগত ট্রাস্ট (যেখানে ট্রাস্টের সুবিধাটি নির্বাচিত কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে) বা পাবলিক ট্রাস্ট (যেখানে সুবিধাটি বিশদভাবে জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে) গঠন করতে পারে।

ওয়াক্‌ফ: ওয়াক্‌ফ হল স্থাবর বা অস্থাবর যে কোনও সম্পত্তির মালিক, যিনি নিজের সম্পত্তি উপকারভোগীদের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করতে চান। তিনি ইসলামী আইনে ওয়াক্‌ফ গঠন করতে পারে।

মাইক্রোফিনান্স ইনস্টিটিউশন (এমএফআই): ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশের নিবন্ধিত সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট আইনি সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (এমআরএ) থেকে এমএফআই হিসাবে একটি নিবন্ধন নেওয়া উচিত। এমএফআই হিসাবে নিবন্ধন নেওয়ার আগে, সংস্থার অবশ্যই উপরে বর্ণিত একটি সাংগঠনিক ধরণ হিসাবে নিবন্ধন নিয়ে আইনি অবস্থা অর্জন করতে হবে।

উপরে বর্ণিত সাংগঠনিক ধরণগুলো বিভিন্ন আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক তদারকি করা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলি আইনকে অন্তর্ভুক্তির আইন বা ল অফ ইনকর্পোরেশন বলা হয়। এটি এমন একটি আইন যা নিবন্ধন পেতে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে আইনি মর্যাদা পাওয়ার একটি পথ প্রদর্শন করে। অন্যান্য আইনগুলিকে বিশেষ উদ্দেশ্যে আইন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন তাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে জড়িত থাকার মতো কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য তাদের একটি মাধ্যমিক স্তরের নিবন্ধন থাকা প্রয়োজন। তবুও অন্যান্য আইনগুলি এই উভয় ধরণের নিবন্ধনের মধ্যেই পড়তে পারে কারণ তারা আইনি সত্তা হিসাবে প্রাথমিক নিবন্ধনের জন্য এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (যেমন: সমাজকল্যাণ লক্ষ্যসমূহ) অনুসরণ করতে বা প্রাপ্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আইনি সত্তাগুলির একটি মাধ্যমিক স্তরের নিবন্ধন অথবা নির্দিষ্ট ধরণের (যেমনঃ বৈদেশিক অর্থায়ন) তহবিলের প্রাপ্তির লক্ষ্যে উভয়ের জন্য একটি সঠিক পথ নির্দেশ করে।

প্রাসঙ্গিক আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত আইনগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

- বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমগুলি) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬ (এফডিআরএ ২০১৬);
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (ভিএসডব্লিউও ১৯৬১);
- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১;
- যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫;
- সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০;
- কোম্পানি আইন, ১৯৯৪;
- ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২;
- ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২;
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি অ্যাক্ট, ২০০৬ (এমআরএ ২০০৬)।

তদুপরি, অন্যান্য আইন এবং বিধিনিষেধ যা সিএসও'কে সরাসরি লক্ষ্য না করে নাগরিকের অবস্থানকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, সকল নিবন্ধিত সিএসওগুলিকে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আওতায় ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং কর প্রদান করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সিএসওগুলিকে তাদের নিজ নিজ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কাউন্সিল আইন ১৯৯৮ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কাউন্সিলে নিবন্ধন করতে হবে। অতিরিক্তভাবে, সিএসওগুলি অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য সরকারি নীতিমালা, বিধি এবং কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই আইন বিষয়ক বইটি তিনটি প্রধান অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সিএসও সর্ম্পকিত নির্দিষ্ট আইনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে সংক্ষেপে অন্যান্য জাতীয় আইন ও নীতিমালাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা সিএসও এবং তাদের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। শেষ অধ্যায়ে, সিএসওগুলিকে প্রভাবিত করে এমন আন্তর্জাতিক আইন এবং নির্দেশিকাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

সিএসও সর্ম্পকিত আইনসমূহ

অধ্যায় দুই

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বৈদেশিক অনুদানসহ (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম)

বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬ (এফডিআরএ ২০১৬) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যে কোনও সংস্থা অর্থাৎ বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা বা সরকার থেকে অনুদান পাওয়ার জন্য বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬ (এফডিআরএ ২০১৬) এর অধীনে একটি এনজিও হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। একটি সংস্থা এনজিও হিসাবে প্রাথমিক নিবন্ধন (আইনি সংস্থা হিসাবে) পেতে পারে এবং স্থানীয় ও বিদেশি উভয় তহবিল গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। অথবা বিদেশি তহবিল প্রাপ্তির জন্য ইতিমধ্যে নিবন্ধিত আইনি সত্তা (সোসাইটি, ট্রাস্ট ইত্যাদি) হিসাবে এফডিআরএ ২০১৬ এর অধীনে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে।

▶ "এনজিও" কীভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

এফডিআরএ ২০১৬ অনুসারে, "এনজিও" অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (এনজিওএবি) থেকে নিবন্ধিত যে কোনও সংস্থা এবং কোনও বিদেশি দেশের আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা আইএনজিও, যা বাংলাদেশেও এফডিআরএ এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত সংস্থাগুলি বাংলাদেশের যে কোনও ভৌগলিক এলাকায় স্থানীয় বা বিদেশি তহবিল (অনুমোদন সাপেক্ষে) নিয়ে কাজ করতে পারে। সেই অনুযায়ী, নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত সাংগঠনিক ধরণযুক্ত সিএসওগুলিকে বিদেশি তহবিল গ্রহণের জন্য অতিরিক্তভাবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে।

▶ এনজিও'র অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রমগুলি কী কী?

এফডিআরএ ২০১৬ এর ধারা ২.১০ অনুযায়ী "স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম" এর সংজ্ঞা হল নিম্নরূপঃ

- অলাভজনক সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষামূলক কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানি এবং পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন, অবকাঠামো, জনসচেতনতা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও সুশাসন, মানবাধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সমর্থনকারী কার্যক্রম;
- শহর থেকে অনেক দুরে বসবাসকারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং তাদের অধিকার এবং শিশু ও যুবকদের অধিকার রক্ষার সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ এবং তাদের সমান অধিকার এবং সমান অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষতা উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক কার্যক্রম এবং সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম;
- গবেষণা কার্যক্রম;
- বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সুরক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- ভূমি ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অধিকারকে সমুন্নত রাখা; এবং
- সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অন্যান্য যে কোন কার্যক্রম।

নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ এনজিওসমূহের নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এফডিআরএ ২০১৬ এর অধীনে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিদের নিবন্ধন এবং অনুমোদন প্রদান করে।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

দেশি সংস্থার জন্য নিবন্ধন ফি ৫০,০০০ টাকা। বিদেশি সংস্থার নিবন্ধনের জন্য ফি ৯,০০০ ইউএস ডলার বা সমমানের বাংলাদেশী টাকা। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় সংস্থার জন্য নিবন্ধন ফিতে ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রদান করতে হবে।

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

আন্তর্জাতিক এনজিও কর্তৃক তাদের দেশে থেকে আনা কাগজপত্র বা বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সকল কাগজপত্র বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক স্বাক্ষরিত/নোটারী বা সত্যায়িত করার জন্য আন্তর্জাতিক এনজিওগুলিকে (আইএনজিও) সংশ্লিষ্ট ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।

▶ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কতদিন সময় লাগে?

এফডিআরএ ২০১৬ অনুসারে, প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়াসহ একটি নিবন্ধন আবেদন পর্যালোচনা এবং প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য মোট ৯০ কার্যদিবস সময় লাগে। নিবন্ধনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমওএইচএ) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছাড়পত্র প্রয়োজন, যার জন্য সরকারি নির্ধারিত সময় হল ৬০ কার্যদিবস। তবে বাস্তবে সাধারণত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ছাড়পত্র পেতে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগে।

▶ নিবন্ধনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন হয়?

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলিকে অবশ্যই এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের কাছে নিম্নলিখিত নথি বা কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

১. এফডি-১ ফর্ম (প্রধান নির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত) (৯টি অনুলিপি);

২. এনজিও এর গঠনতন্ত্র (৪টি অনুলিপি);

৩. অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত হলে এনজিওর কার্যক্রমের প্রতিবেদন (৬টি অনুলিপি);

৪. প্রধান নির্বাহী স্বাক্ষরিত এনজিওর কর্ম পরিকল্পনা (পদমর্যাদা অনুযায়ী কে কার অধীনে কাজ করে সেই পদবীর তালিকাসহ) (৬টি অনুলিপি);

৫. ৫০,০০০ টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালানের অনুলিপিসহ ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রদানের রশিদ (১টি মূল কপিসহ ৩টি অনুলিপি);

৬. ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে বাড়িওয়ালার সাথে চুক্তির দলিল অথবা অফিসের সম্পত্তির মালিকানার দলিল (৩টি অনুলিপি);

৭. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নির্ধারিত ছক বা সারণী অনুসারে নির্বাহী পর্ষদের সদস্য ও অফিস কর্মীদের বিবরণ (৬টি অনুলিপি);

৮. কার্যনির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনপ্রাপ্ত সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি (৬টি অনুলিপি);

৯. দাতা সংস্থা কর্তৃক অনুদান প্রদানের প্রতিজ্ঞাপত্র (গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত) (৬টি অনুলিপি);

১০. গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত সকল কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জাতীয় আইডি কার্ডের অনুলিপি (৬টি অনুলিপি); এবং

১১. নাম, পিতার নাম, ঠিকানা এবং স্বাক্ষরসহ সাধারণ সদস্যদের তালিকা (৬টি অনুলিপি)।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির নিবন্ধন আবেদন করার জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্রগুলি জমা দিতে হবে:

১. এফডি-১ ফর্ম (বাংলাদেশে প্রধান নির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত) (৯টি অনুলিপি);

২. নিজ দেশে থেকে অন্তর্ভুক্তির প্রত্যায়নপত্র (৩টি অনুলিপি);

৩. এনজিও এর গঠনতন্ত্র (৪টি অনুলিপি);

৪. এনজিও এর কার্যক্রমের প্রতিবেদন (৪টি অনুলিপি);

৫. এনজিও এর কর্ম পরিকল্পনা (চেয়ারপার্সনের স্বাক্ষরিত পদমর্যাদা অনুযায়ী কে কার অধীনে কাজ করে সেই পদবীর তালিকাসহ) (৬টি অনুলিপি);

৬. বাংলাদেশে অফিস খোলার কমিটি বা বোর্ডের সিদ্ধান্ত (৪টি অনুলিপি);

৭. দেশে প্রধান নির্বাহী নিয়োগের চিঠি (৪টি অনুলিপি);

৮. ১৫ শতাংশ ভ্যাট সহ ৯,০০০ ইউএস ডলার জমা দেওয়ার জন্য ট্রেজারী চালানের রশিদের অনুলিপি বা সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা (১টি মূলকপি সহ ৩টি অনুলিপি);

৯. ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে বাড়ীওয়ালার সাথে চুক্তির দলিল;

১০. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত ছক বা সারণী অনুসারে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও অফিস কর্মীদের বিবরণ (৬টি অনুলিপি);

দ্রষ্টব্য: *আইএনজিওর জন্য বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সকল নথি বা কাগজপত্র একজন জাস্টিস অফ পিস/বিচারক কর্তৃক নোটারাইজ করা প্রয়োজন বা বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত হওয়া উচিত।*

যদি নিবন্ধন আবেদনপত্র এবং অন্যান্য সকল কাগজপত্র সঠিক হয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্ম্পকিত বিভাগ থেকে ছাড়পত্র পাওয়া যায়, তবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক আবেদনকারী সংস্থাকে একটি নিবন্ধন সনদ প্রদান করবে। এই সনদের মেয়াদ হবে দশ বছর এবং প্রতি দশ বছরের পর পর তা নবায়ন করতে হবে।

▶ অনলাইনে কি আবেদন জমা দেওয়া সম্ভব?

না, তবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফর্ম (এফডি ১) এবং আবেদনের জন্য বিস্তারিত দিক-নির্দেশিকা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ওয়েবসাইট http://www.ngoab.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

▶ এনজিওগুলির কি কোন অফিস থাকা বাধ্যতামূলক?

হ্যাঁ, নিবন্ধনের যোগ্য হওয়ার জন্য এনজিও এর অবশ্যই যথাযথ ঠিকানা এবং সাইনবোর্ডসহ একটি সুসজ্জিত অফিস থাকতে হবে। অফিস ইজারা নেওয়ার চুক্তিপত্রের অনুলিপি বা অফিসের মালিকানার দলিলের অনুলিপি নিবন্ধনের আবেদনের অংশ হিসাবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দিতে হবে।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে?

নিবন্ধনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমওএইচএ) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। সাধারণত এ প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ছাড়পত্র পেতে প্রায় ৪-৫ মাস সময় লাগে।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার আইনি ভিত্তি কী কী?

আইন অনুসারে, কোন আবেদনপত্র যদি তার উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র বা সংস্থা পরিচালনার কর্ম পরিকল্পনার সাথে সন্তোষজনক না হয় তবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সেই সংস্থার নিবন্ধন আবেদন বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

নিম্নের কয়েকটি কারণে নিবন্ধন আবেদন বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে:

১. নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনটি জমা দেওয়া না হয়।

২. আবেদনটিতে নির্ধারিত সকল তথ্য নেই।
৩. আবেদনটি বোধগম্য নয় বা অস্পষ্ট।
৪. আবেদনটির সাথে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র জমা দেওয়া না হয়।
৫. সংস্থার উদ্দেশ্য এফডিআরএ ২০১৬ তে তালিকাভুক্ত "স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমগুলি" অনুযায়ী মেনে চলছে না;
৬. জমা দেওয়া কাগজপত্রসমূহ আইন দ্বারা নির্ধারিত বিধিসমূহ মেনে না থাকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ছাড়পত্র পেতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে নিবন্ধন আবেদন বাতিল হবে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিবন্ধনের জন্য কোনও আবেদন বাতিল করলে আবেদনকারী সংস্থা বরাবর একটি লিখিত নোটিশ পাঠাবে। সংস্থাটি নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বাতিল নোটিশ আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব বরাবর আপিল করতে পারবে।

▸ নিবন্ধন নবায়ন করার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

হ্যাঁ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর নবায়ন করতে হবে। নিবন্ধন নবায়নের জন্য নিবন্ধনের দশ বছরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাস পূর্বে সনদ নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে মূল নিবন্ধনকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন জমা দেওয়া সকল কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমেটটি ব্যবহার করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে পূর্ণ আবেদন জমা দিতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পর্যায়ের এনজিওর জন্য নিবন্ধন ফি ৩০,০০০ টাকা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওদের জন্য ৬,০০০ মার্কিন ডলার এবং উভয় ক্ষেত্রেই নিবন্ধন ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য।

▶ আর্থিক বিধি-নিষেধ ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানগুলো কী কী?

নিবন্ধনের পাশাপাশি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অবশ্যই প্রতিটি বৈদেশিক অনুদান অনুমোদন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পের তহবিল বিতরণের অনুমোদন বা অর্থ ছাড়পত্র প্রদান করে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর বিভাগীয় এবং জেলা প্রশাসকদের স্থানীয় প্রশাসনের অফিসের মাধ্যমে নিবন্ধিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। সংস্থাগুলিকে অবশ্যই বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অডিট করা আর্থিক বিবরণীসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন সেই সরকারি অফিসগুলিতে জমা দিতে হবে। এছাড়া, নিবন্ধিত এনজিওগুলিকে তাদের কার্যক্রম তুলে ধরার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক (ডিসি)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এর নেতৃত্বে আয়োজিত মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় অংশ নিতে হবে এবং তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রতিবেদনগুলি যাচাই করার পরে, স্থানীয় প্রশাসন আর্থিক ব্যয় এবং কাজ সমাপ্তির প্রত্যায়নপত্র সংস্থাগুলিকে প্রদান করে। প্রকল্প অনুমোদন নিশ্চিত করার জন্য এবং আরও তহবিলের মুক্তি বা অর্থ ছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে অবশ্যই এই প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে।

এনজিওগুলিতে প্রযোজ্য নির্দিষ্ট আর্থিক বিধিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

১) একটি এনজিও বৈদেশিক অনুদান পাওয়ার জন্য কেবল একটি ব্যাংক হিসাব বা অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারে। অনুদান পাওয়ার পরে পৃথক প্রকল্পের জন্য পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি অভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে।

২) প্রতিটি সংস্থা তার অ্যাকাউন্ট বা হিসাব পরিচালনা করবে এবং অ্যাকাউন্টগুলির একটি বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করবে।

৩) স্বীকৃত এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তালিকাভুক্ত অডিট বা নিরীক্ষা ফার্মের মাধ্যমে বার্ষিক আর্থিক অডিট বা নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক। অডিট বা নিরীক্ষার জন্য সংস্থাটিকেই অর্থ প্রদান করতে হবে এবং যার প্রতিফলন প্রস্তাবিত বাজেট এবং ব্যয়ের মধ্যে ধরা থাকবে।

৪) একটি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে, ব্যয়ের রশিদগুলি পাঁচ বছরের জন্য সংস্থার প্রধান অফিসে এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫) একটি এনজিও প্রতিটি অর্থ বছর শেষে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের কাছে বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

৬) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে, কোনও এনজিও কর্তৃক জমা দেওয়া বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদত্ত যে কোনও তথ্যের ব্যাখ্যা চাইতে পারে এবং এক্ষেত্রে সংস্থাটি সেই অনুযায়ী সকল তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

৭) লিখিত সরকারি আদেশের মাধ্যমে অব্যাহতি না দিলে বৈদেশিক অনুদানের অর্থায়নে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি এনজিওকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট একটি বৈদেশিক অনুদান, উৎস এবং এর ব্যবহার হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সম্বলিত একটি ঘোষণাপত্র/প্রতিজ্ঞাপত্র (লেটার অব ইনটেন্ট) জমা দিতে হবে।

৮) প্রতিটি সংস্থা একটি নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সকল বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করবে।

৯) কোনও ব্যাংক তহবিল ছাড়করণের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ব্যতীত কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সুবিধার্থে বৈদেশিক অনুদানের কোন অ্যাকাউন্টের অর্থ ডেবিট করবে না।

১০) বাংলাদেশ ব্যাংক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত বৈদেশিক অর্থের অ্যাকাউন্টের অর্ধ-বার্ষিক বিবরণী প্রেরণ করবে।

১১) বাংলাদেশ ব্যাংক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত যে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় বৈদেশিক অর্থের অ্যাকাউন্টগুলির হিসাব বিবরণী তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রেরণ করবে।

অনুমোদন এবং প্রতিবেদনের জমা দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রয়েছেঃ

ক) একটি এনজিওকে অবশ্যই বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত প্রতিটি প্রকল্পের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নির্দিষ্ট অনুমোদন নিতে হবে। প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলাকালীন (সরকারিভাবে ২১ কার্যদিবস), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত বিবেচনা করে এবং আবেদনকারী সংস্থার পূর্ববর্তী কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যদি সংস্থার প্রকল্প প্রস্তাবনা সম্পর্কে একটি নেতিবাচক মতামত প্রদান করে বা আবেদনকারী সংস্থা সর্ম্পকে যে কোনও ধরণের খারাপ বা নেতিবাচক প্রতিবেদন দেয়, তবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুমোদন প্রদান করবে না এবং প্রকল্পের তহবিল প্রাপ্তি বা অর্থছাড়ের অনুমতি দেবে না। সেইসাথে, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ঐ সংস্থার অ্যাকাউন্ট বা হিসাব রাখা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অনুমোদন ব্যতীত কোনও ব্যাংক সংস্থার কোনও বৈদেশিক তহবিল প্রদান করতে না পারে।

খ) সংস্থাগুলিকে ডিসি বা ইউএনও থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ব্যয়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট বা নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ছাড়পত্রের প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে।

গ) সংস্থাগুলিকে অবশ্যই অনুমোদনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে কার্যক্রমের প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক/বার্ষিক) এবং পূর্ববর্তী বছরের জন্য অডিট করা আর্থিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি কার্যক্রমের কর্ম পরিকল্পনা (কর্মসূচি) এবং আগামী বছরের জন্য বাজেট জমা দিতে হবে। প্রোগ্রাম বা বাজেটের যে কোনও পরিবর্তনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন প্রয়োজন হয়। রিপোর্ট জমা না দেওয়ার জন্য বা সরকারি অনুমোদন ছাড়াই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কোনও সংস্থার কার্যক্রম স্থগিত করতে পারে বা এমনকি সংস্থার নিবন্ধনও বাতিল করতে পারে।

ঘ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, যে কোনও সময়ে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে কোনও সংস্থার হিসাব বা অ্যাকাউন্টের বই এবং অন্যান্য নথিপত্রের তদন্ত শুরু করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এ জাতীয় সকল অ্যাকাউন্ট বা হিসাব এবং অন্যান্য কাগজপত্র জব্দ করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

ঙ) কোনও সংস্থা যদি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন বা অনুমতি ব্যতীত বৈদেশিক তহবিল গ্রহণ করে তবে এফডিআরএ এর অধীনে এটি একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং এনজিও বিয়ষক ব্যুরোর মহাপরিচালক এই সংস্থার উপর গ্রহণকৃত বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণের চেয়ে তিনগুণ পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা রাখে। এছাড়া, মহাপরিচালক দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

চ) অস্থায়ী সম্পত্তি অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর অধিগ্রহণ ও অনুরোধের অধীনে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাংলাদেশের যে কোনও জমি বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের অনুমতি পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে অবশ্যই আবেদন করতে হবে।

ছ) খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনার আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে আলাদাভাবে অনুমোদন নিতে হবে।

প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত আইনগত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

এফডিআরএ ২০১৬ অনুসারেঃ

১) প্রতিটি সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ এবং সাধারণ পর্ষদের উল্লেখসহ সংস্থার গঠন, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিচালনা সম্পর্কিত একটি গঠনতন্ত্র থাকবে।

২) যে কোনও সময় সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হলে ১৩,০০০ টাকা ফি এর সাথে অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট দিতে হবে।

৩) অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া একটি প্রকল্প প্রস্তাবনার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য যে কোনও বিদেশি কর্মী বা পরামর্শক নিয়োগের কথা উল্লেখ করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো একবার কোনও প্রকল্পের মধ্যে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ অনুমোদনের পরে সংস্থাটি অনুমোদিত সময়কালের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ নির্ধারিত ফর্মের (এফডি ৯) মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে বিদেশি ব্যক্তির নিয়োগের (বা অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় বর্ধিতকরণ) জন্য আবেদন করতে পারে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগটি অনুমোদন করবে যদি সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সঠিক থাকে এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য তিনি আবেদনটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নিরাপত্তা ছাড়পত্র পাওয়ার পরে, মহাপরিচালক নির্ধারিত সময়ের জন্য বিদেশি কর্মীদের জন্য একটি ওয়ার্ক পারমিট বা কাজ করার অনুমোদন জারি করবে। বাংলাদেশে কাজের জন্য অর্থ উপার্জনকারী সকল বিদেশি কর্মীরা বাংলাদেশে আয়কর প্রদান করবে।

৪) অনুমোদিত প্রকল্পের বাজেটের অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থার কর্মী বা কর্মকর্তা কর্তৃক বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে একটি সংস্থাকে অবশ্যই ভ্রমণের আগেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অবহিত করতে হবে।

৫) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে কোনও সংস্থার যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দন্ডনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যদি ঐ ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারে যে অপরাধটি তার স্বজ্ঞানে করা হয়নি বা তিনি যথেষ্ট প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

কোনও এনজিও এর কার্যনির্বাহী পর্ষদ (ইসি) বা পরিচালনা পর্ষদে অবশ্যই একজন চেয়ারপার্সন, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষসহ সাত থেকে এগারো জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা (১৮ বছর বা তার বেশি) একটি এনজিওতে সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবে। সুতরাং, নাগরিক নয় এবং নাবালোকদের সংস্থার প্রতিষ্ঠা বা অন্তর্ভুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, সরকারি কর্মকর্তাদের সংস্থার সদস্য (ইসির সদস্য) হতে নিষেধ করা হয়েছে।

তহবিলের উৎসসমূহ

তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধনভুক্তির মাধ্যমে সংস্থাগুলি বিদেশি অর্থায়ন পাওয়া অনুমতি পায়। এছাড়াও, নিবন্ধিত সংস্থাগুলি অনুমোদন ছাড়াই স্থানীয় অনুদান গ্রহণ করতে পারে।

বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য অনুদান গ্রহণের অনুমতিযোগ্য উৎসগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

- রাষ্ট্রীয় তহবিল (জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে);
- দেশি-বিদেশি ব্যক্তি এবং আইনি সংস্থার থেকে প্রাপ্ত অনুদান;
- বাংলাদেশ ভিত্তিক কর্পোরেট ফাউন্ডেশন এবং/অথবা উপহারপ্রাপ্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন;
- আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থা;
- অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আয় যেখানে অর্থের শর্ত হল উপার্জিত আয় কেবল সংস্থার সংবিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয়; এবং
- প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে প্রাপ্ত অর্থায়ন।

সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয় ক্ষেত্রে বিলুপ্তিকে স্বীকৃতি দেয়?

হ্যাঁ, তবে কোনও সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ কেবল এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের অনুমোদনের মাধ্যমে নিজেদের বাদ বা বিলুপ্ত ঘোষণা করতে পারে।

▶ অনিচ্ছায় বিলুপ্তির ক্ষেত্রগুলি কী কী?

যদি কোনও সংস্থা এফডিআরএ ২০১৬ এর ১৪ নং ধারায় সংজ্ঞায়িত কোনও অপরাধ করে তবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের তার নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার রয়েছে; সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই সংস্থার স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম স্থগিত করতে পারে; অথবা প্রদত্ত সংস্থাকে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্যাটি সংশোধন করার জন্য নির্দেশ দেয়। এই অপরাধগুলির মধ্যে রয়েছে:

- এফডিআরএ ২০১৬ এর কোনও বিধান লঙ্ঘন করা বা এফডিআরএ ২০১৬ এর অধীনে জারি করা কোনও বিধি বা আদেশের লঙ্ঘন;
- বাংলাদেশের সংবিধান বা যে কোনও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কোনও বিদ্বেষপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্য করা (অর্থাৎ অবমাননাকর ও নিন্দনীয়);
- কোনও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত বা জঙ্গি এবং/বা সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডের জন্য সহায়তা, অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতার সাথে জড়িত; এবং
- মহিলা ও শিশু পাচারের সাথে জড়িত বা মাদক ও অস্ত্র পাচারে অংশ নেওয়া।

যদি এই আইনের অধীনে কোনও দেশীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হয় বা এর কার্যক্রম স্থগিত হয় বা এর নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তবে মহাপরিচালকঃ

ক) সংস্থার বৈদেশিক অনুদান যে ব্যাংকগুলিতে জমা আছে বা সংস্থার যে কোনও সম্পদ মহাপরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনও সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করার ভার অর্পণ করা হয়েছে সেই ব্যাংকগুলিকে অর্থ প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য একটি আদেশ জারি করবে;

খ) কোনও সংস্থা বিলুপ্ত করতে বা অন্য কোনও কারণে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করতে একজন প্রশাসক নিয়োগ করবে;

গ) এই জাতীয় সংস্থার সকল ঋণ এবং দায়-দায়িত্ব পরিশোধের পরে সংশ্লিষ্ট বিদেশি দাতার কাছে অবশিষ্ট তহবিল বা সম্পদ হস্তান্তরের আদেশ দিবে;

ঘ) যদি এই জাতীয় তহবিল বা সম্পদ বিদেশি দাতার কাছে হস্তান্তর না করা যায় তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাওয়া কোন সংস্থার অনুরূপ উদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্য কোনও সংস্থায় অথবা ধারা (ক) অনুসারে বাকী তহবিল বা সম্পদ সরকারি অ্যাকাউন্টে বা হিসাবে স্থানান্তরের আদেশ দিবে।

▶ বাদ পড়া কোন এনজিও কি আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে আবেদন করতে পারে?

কোনও সংস্থা সংশ্লিষ্ট বাদ দেওয়ার আদেশের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও আদেশের (অর্থাৎ বাদ দেওয়া, শাস্তি, নিবন্ধন ইত্যাদি) বিরুদ্ধে সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (আপিল কর্তৃপক্ষ) বরাবর আবেদন করতে পারবে। আপিল কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই আবেদনটি গ্রহণের তারিখ থেকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। আবেদনকারী যদি সময় সম্প্রসারণের জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষেত্রগুলি উপস্থাপন করে তবে আপিল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ১৫টি কার্যদিবস সময়সীমা বাড়াতে পারে। আপিল কর্তৃপক্ষ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রদত্ত যে কোনও আদেশ বহাল রাখতে, বাতিল করতে বা সংশোধন করতে পারে। আপিল কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে আদালতে কোনও অতিরিক্ত আবেদন করার সুযোগ নেই।

▶ স্বেচ্ছায় নিজেদের বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলুপ্তিকরণ পদ্ধতি কি?

স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও এনজিওর মোট সদস্যের প্রায় তিন পঞ্চমাংস ভাগেরও বেশি সদস্যের সম্মতির মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করতে হবে। আবেদনটি বিবেচনা করার পরে, মহাপরিচালক যদি এটি করা যথাযথ হবে বলে মনে করে বা সন্তুষ্ট হয় তবে সংস্থাটিকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ থেকে বিলুপ্ত করার আদেশ দিতে পারে। এই বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি উল্লিখিত সংস্থাগুলির বাতিল এবং স্থগিত করার প্রক্রিয়া একই ধরণের।

অধ্যায় তিন

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ

সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলি (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে কাজ করা একটি সংস্থা বা সমিতি সমাজসেবা অধিদপ্তরে (ডিএসএস) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে। এছাড়াও, নারীদের নেতৃত্বে এবং নারীর উন্নয়ের লক্ষ্যে কাজ করা কোনও সংস্থা বা সমিতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে (ডিডব্লিউএ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে।

▶ "স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা" কীভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

"স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা" বা "সংস্থা" কে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলি (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর শেষে তফসিলের [ধারা ২ (চ)] মধ্যে উল্লিখিত যে কোনও এক বা একাধিক কল্যাণমূলক সেবা প্রদান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণের চাঁদা, অনুদান বা সরকারি সহায়তার উপর নির্ভরশীল একটি সংস্থা, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

▶ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রমগুলি কী কী?

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলি (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর শেষে তফসিলটিতে ১৫ টি সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের তালিকা দেওয়া হয়েছে যা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত সংস্থাগুলি কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছেঃ শিশু কল্যাণ, যুব কল্যাণ, মহিলা কল্যাণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার জন্য চিত্ত-বিনোদনমূলক কর্মসূচি, নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা, কারামুক্ত কয়েদীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, ভিক্ষুক ও দুঃস্থদের কল্যাণ, রোগীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, বৃদ্ধ এবং দৈহিক অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, সামাজিক কাজে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন।

মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যদিও এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত অনেক সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত। ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অ্যাক্ট (এমআরএ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাগুলিকে মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামগুলিতে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি পৃথক সংস্থা হিসাবে প্রাথমিক নিবন্ধনের পাশাপাশি একটি এমআরএ লাইসেন্সও নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি সংস্থাগুলি এই অধ্যাদেশের অধীনে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবে না।

নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

যে সংস্থাগুলি বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে চায় তারা দুটি পৃথক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ থেকে নিবন্ধন পেতে পারেঃ

- উপরে তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরে (ডিএসএস) নিবন্ধিত হতে পারে।

- মহিলাদের কল্যাণের জন্য প্রকল্প পরিচালনা করতে আগ্রহী নারীদের নেতৃত্বাধীন সংস্থা বা সমিতিগুলি মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে (ডিডব্লিউএ) নিবন্ধিত হতে পারে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধিত সংস্থাগুলি এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সংস্থাগুলি সাধারণত একই আর্থিক এবং প্রশাসনিক বিধিগুলির অধীনে পরিচালিত হয়।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য ফি ৫,০০০ টাকা এবং এর সাথে আরও ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য ফি ২,০০০ টাকা এবং এর সাথে আরও ১৫ শতাংশ ভ্যাট। এই ফিগুলি যে কোনও সরকারি ব্যাংকে প্রদান করতে হবে এবং নিবন্ধনের ফি এবং এর সাথে ভ্যাট প্রদানের প্রাপ্ত ট্রেজারী চালানের রশিদসহ নিবন্ধনের আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

না। আর কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় বা খরচ নেই।

▶ নিবন্ধন আবেদন করার প্রক্রিয়া কি?

সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০৮ সালে বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধন প্রক্রিয়ার পদ্ধতি প্রকাশ করেছে। সংস্থাগুলি ডিএসএসের আওতাধীন জেলা বা উপজেলা সমাজসেবা অফিসগুলিতে (এসএসও) ডিএসএস নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারে।

সংস্থাগুলিকে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার শুরুতে তাদের সংস্থার জন্য তিনটি প্রস্তাবিত নামসহ নির্ধারিত ফরমেটে নাম ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে। এসএসও (জেলা বা উপজেলা) কোনও অনুলিপি/সাদৃশ্য নাম এড়াতে বা দ্বন্দ্ব/বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী নাম এড়ানোর জন্য সংস্থার জন্য একটি নাম নির্বাচন করে এবং নাম ছাড়পত্রের প্রত্যায়নপত্র জারি করে। নাম ছাড়পত্রের প্রত্যায়পত্রগুলির নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈধতা থাকে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তা এসএসও'র মাধ্যমে নবায়নযোগ্য।

নাম ছাড়পত্রের প্রত্যায়পত্র পাওয়ার পরে, সংস্থাগুলি আবেদনপত্রের সাথে নাম ছাড়পত্রের প্রত্যায়নপত্রের অনুলিপি জমা দিয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। প্রাথমিক বাছাই এর পরে উপজেলা সমাজসেবা অফিস প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জেলা সমাজসেবা অফিসের কাছে আবেদনপত্রটি প্রেরণ করে। জেলা সমাজসেবা অফিসগুলি কেবলমাত্র সেই নির্দিষ্ট জেলার ভৌগলিক এলাকায় কাজ করে এমন সংস্থার জন্য নিবন্ধন প্রদান করে। এক বছরের কার্যক্রম সমাপ্তির পরে, সংস্থাগুলি তাদের কাজের ক্ষেত্র বা এলাকা প্রসারিত করার জন্য জেলা সমাজসেবা অফিসে আবেদন করতে পারে, যদিও এক সাথে সর্বোচ্চ পাঁচটি জেলা যুক্ত করা যায় এবং সংস্থাকে অবশ্যই তাদের নিজেস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কমপক্ষে ৫০০,০০০ টাকার সঞ্চয় গচ্ছিত আছে উল্লেখপূর্বক প্রমাণ হিসাবে দাখিল করতে হবে এবং মূল নিবন্ধিত জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক একটি অনাপত্তিপত্রের প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধনের প্রক্রিয়টি মূলত সমাজসেবা অধিদপ্তরের মত একই রকম। তবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য নাম ছাড়পত্রের আবেদনপত্র এবং নিবন্ধন আবেদনপত্র অবশ্যই জেলা বা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

▶ নিবন্ধন আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

নাম ছাড়পত্রের প্রত্যায়নপত্র পাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় হল দুই কার্য দিবস। আইন অনুসারে, সরকার (সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) ২০ কার্যদিবস সময়কালের মধ্যে একটি নিবন্ধন আবেদনের উপর পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাস্তবে, নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সাত মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

▶ নিবন্ধনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন হয়?

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সিএসওগুলির নিবন্ধনের জন্য সমাজসেবা অফিসসমূহে নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

১) নির্ধারিত ফরমেটে (ফর্ম বি) নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্র;

২) সংস্থার নাম ছাড়পত্রের প্রত্যায়নপত্র;

৩) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্ধারিত ফরমেটে সংস্থার স্মারকলিপি বা চিঠি;

৪) নাম, পেশা, পদবী এবং বর্তমান ঠিকানা উল্লেখসহ কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যদের তালিকা (অবশ্যই বিজোড় সংখ্যা হতে হবে);

৫) কার্যনির্বাহী পর্ষদ অনুমোদিত সভার লিখিত কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি এবং সংস্থার স্মারকলিপি;

৬) কার্যনির্বাহী পর্ষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের সত্যায়িত ছবি;

৭) সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত নাম, পিতামাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, পেশা এবং বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানাসহ সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের তালিকা;

৮) প্রস্তাবিত সংস্থার কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতির তালিকা;

৯) সংস্থার অফিসের আসবাপত্রের তালিকা;

১০) সংস্থার তহবিলের উৎসসমূহ সম্পর্কিত তথ্য;

১১) অফিসের জমির দলিলের অনুলিপি;

১২) আয় এবং ব্যয়সহ সম্ভাব্য বাজেট;

১৩) ইউনিয়ন কাউন্সিল/ওয়ার্ড কমিশনারের সুপারিশপত্র;

১৪) কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যরা একই পরিবারের নয় মর্মে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যায়নপত্র; এবং

১৫) সংস্থার সদস্যদের কর্তৃক স্বাক্ষরিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক গৃহীত শপথের অনুলিপি;

সকল কাগজপত্রের মূলকপি বা অফিস সত্যায়িত অনুলিপি জমা দেওয়া উচিত।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্রগুলি জেলা বা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাছে জমা দিতে হবেঃ

১) নির্ধারিত ফরমেটে (ফর্ম এ) নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র;

২) জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশপত্র;

৩) নিবন্ধন ফি প্রদানের ট্রেজারী চালানের রশিদ;

৪) ভাড়া চুক্তিপত্রের অনুলিপি (৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে বাড়িওয়ালার সাথে ইজারা চুক্তির দলিল) বা সংস্থার অফিসের মালিকানার দলিল;

৫) নিবন্ধনের আগে পূর্ববর্তী স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের প্রমাণ;

৬) সংস্থার নামে নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/হিসাব, যা সংস্থার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের যে কোনও দুই ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়;

৭) সংস্থার গঠন, নাম নির্বাচন, অনুমোদিত নির্বাহী পর্ষদ এবং সংস্থার স্মারকলিপি অনুমোদনের সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি;

৮) সাধারণ সদস্যের নাম ও ঠিকানার তালিকা (সর্বনিম্ন ৩৫ সদস্য);

৯) কার্য নির্বাহী পর্ষদের সদস্যদের প্রত্যেকের নাম, পেশা, পদবী এবং বর্তমান ঠিকানার তালিকা;

১০) সংস্থা কর্তৃক "যৌতুক নিব না, যৌতুক দিব না" সম্পর্কিত লিখিত প্রতিশ্রুতি;

১১) সংস্থার প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধন, জন্ম নিবন্ধন এবং বাল্য বিবাহ নির্মূলকরণ তালিকাভুক্ত করা উচিত;

১২) সংস্থা কর্তৃক পানি, পয়:নিস্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি (WASH) উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ;

১৩) বিভিন্ন নিবন্ধন বই রক্ষণাবেক্ষণ যেমন: ভর্তি রেজিস্টার, সদস্য নিবন্ধন বই, সঞ্চয় রেজিস্টার, ক্যাশ বই, দর্শনার্থী বই, নোটিশ বই, সভার কার্যবিবরণী বা রেজুলেশন বই ইত্যাদি। পরিদর্শন কর্মকর্তা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সংস্থার অফিস পরিদর্শনকালে এই রেজিস্টার বইগুলি যাচাই বাছাই করবে;

১৪) আবেদনপত্রের সাথে সংস্থার গঠনতন্ত্রের সত্যায়িত তিনটি অনুলিপি (নির্ধারিত ফরমেট অনুসারে) জমা দেওয়া।

▶ অনলাইনে কি আবেদনপত্র জমা দেওয়া সম্ভব?

না, তবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্ম (ফর্ম বি) এবং পাশাপাশি বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ আবেদনের দিক নির্দেশনা, ডিএসএস এর ওয়েবসাইট http://www.dss.gov.bd/. থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফর্ম (ফর্ম এ), এবং পাশাপাশি বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ আবেদনের দিক নির্দেশনা, ডিডব্লিউএ এর ওয়েবসাইট http://www.dwa.gov.bd/site/forms/e725349c-196d-49b3-8433-a624e81ac2e5/ থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

▶ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির কি অফিস থাকা বাধ্যতামূলক?

হ্যাঁ, একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে অবশ্যই নিবন্ধনের যোগ্য হওয়ার জন্য উপযুক্ত ঠিকানা এবং সাইনবোর্ডসহ একটি সুসজ্জিত অফিস থাকতে হবে। অফিস ইজারার চুক্তি বা অফিসের মালিকানার দলিলের একটি অনুলিপি নিবন্ধন আবেদনের সাথে রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন সাইনবোর্ড যাচাই করা হবে।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোনও অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে?

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধনের জন্য, জেলা সমাজসেবা অফিসের উপ-পরিচালক, বা তার মনোনীত কোনও কর্মকর্তা আবেদনকারীর সংস্থার তদন্ত করবে এবং তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে। তারপর জেলা সমাজসেবা অফিস নিবন্ধনের শর্তাবলী সমৃদ্ধ একটি চিঠিসহ নিবন্ধনের প্রত্যায়নপত্র প্রদান করবে।

সংস্থাগুলির আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য একটি ব্যাংক হিসাব বা অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হতে পারে, যদিও এটি আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার আইনি ভিত্তি কী কী?

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলি (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর অধীনে নিবন্ধন আবেদন বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

১. নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনটি জমা দেওয়া না হয়।
২. আবেদনটিতে নির্ধারিত সকল তথ্য নাই।
৩. আবেদনটি বোধগম্য নয় বা অস্পষ্ট।
৪. আবেদনটির সাথে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র জমা না দেওয়া।
৫. সংস্থার উদ্দেশ্যগুলি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট তাফসিলে উল্লেখিত কার্যক্রম অনুযায়ী বা মেনে চলছে না;
৬. জমা দেওয়া দলিলগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় বিধিসমূহ মেনে না থাকে।

নিবন্ধন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ - সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে অবশ্যই আবেদনপত্র বাতিলের যথাযথ কারণসহ তার সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং কীভাবে তা সংশোধন করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করতে হবে। সেই সাথে এই সমস্যা বা ভুলের ক্ষেত্রে তারা একটি সংশোধিত আবেদন জমা দেওয়ার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করবে।

যদি সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করে তবে আবেদনকারী সংস্থা প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উচ্চ আদলতে আপিল করতে পারবে। উচ্চ আদলতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এই আইনের অধীনে নিবন্ধন বাতিল করা যে কোনও সংস্থা তারপরও উপরে উল্লিখিত অন্য যে কোনও আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা বা নিবন্ধন থাকলে তার আইনি অবস্থানটি চলমান থাকবে।

▶ নিবন্ধন নবায়ন করার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন স্থায়ী এবং এর নবায়নের প্রয়োজন নেই। নাম ছাড়পত্রের প্রত্যায়নপত্র কোনও চার্জ ছাড়াই নবায়নযোগ্য।

▶ আর্থিক বিধি-নিষেধ এবং প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানগুলি কী কী?

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলি (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) বিধি ১৯৬২ এর অধীনে, নিবন্ধিত সংস্থাগুলিকে অবশ্যই প্রতি অর্থ বছরের শেষে অ্যাকাউন্টস বা হিসাবের বই প্রস্তুত করতে হবে যা সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট'স কর্তৃক অডিট করা উচিত। অডিট করা অ্যাকাউন্টগুলির প্রতিবেদন আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে জমা দিতে হবে। একটি সংস্থাকে অবশ্যই ক্যাশ বই, লেজার বই, সদস্যদের রেজিস্টার, সভার কার্যবিবরণীর রেজিস্টার, দর্শনার্থীদের বই এবং অন্যান্য কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে [ধারা ৯]।

অধ্যাদেশের ৭ নং ধারায় সংস্থার জন্য নিম্নলিখিত আর্থিক বিধিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

ক) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অডিট করা অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখা;

খ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অডিট করা অ্যাকাউন্টগুলি প্রতিবেদন জমা প্রদান এবং একই সময়ে ও একই নির্ধারিত পদ্ধতিতে জনগণের কাছে সহজলভ্য করা;

গ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হিসাবে/অ্যাকাউন্টসে এই জাতীয় ব্যাংক বা ব্যাংকগুলিতে তার নামে রাখা পৃথক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত সকল তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করা;

ঘ) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কোনও অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টস, রেকর্ড, বা কাগজপত্র জমা প্রদান।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে কোনও সংস্থার নিবন্ধনের জন্য, এর কার্যনির্বাহী পর্ষদ (ইসি) বা পরিচালনা পর্ষদে অবশ্যই চেয়ারপার্সন, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষসহ সাত থেকে এগারো জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধন করতে কোনও সংস্থার কমপক্ষে ৩৫ জন সদস্যের প্রয়োজন। এগুলি ছাড়া, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধিত একটি সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির মতো একই আর্থিক এবং প্রশাসনিক সকল বিধিবিধানের অধীনে পরিচালিত হয়।

কোনও সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন করার প্রক্রিয়া বা দিক নির্দেশনার নিয়মকানুনগুলি নিম্নরূপঃ

ক) একটি সংস্থা অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধিত গঠনতন্ত্রটি সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কাছে জমা দিতে হবে;

খ) সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যদি সন্তুষ্ট হয় যে গঠনতন্ত্রের যে কোনও সংশোধনী এই অধ্যাদেশের বিধান বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তবে এটি উপযুক্ত মনে করলে সংশোধনীটি অনুমোদন করতে পারে;

গ) গঠনতন্ত্র সংশোধনী অফিসিয়ালভাবে অনুমোদনের পরে, সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিশ্চয়তা হিসাবে গঠনতন্ত্রের একটি প্রত্যায়িত সংশোধিত অনুলিপি প্রদান করবে; কোনও নিবন্ধিত সংস্থার গঠনতন্ত্রের কোনও সংশোধন সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা বৈধ হবে না।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা অধ্যাদেশ, ১৯৬১ সরকারকে একটি সংস্থার পরিচালনা কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রদান করে। সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আপিলের কোনও অধিকার না দিয়ে কোনও সংস্থার কার্যনির্বাহী পর্ষদকে স্থগিত করতে পারে। কোনও সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতীত নিজ সংস্থা বাতিল করতে পারে না।

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনিয়মের জন্য কর্তৃপক্ষের কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নির্ধারিত রয়েছেঃ

ক) যদি কোনও নিবন্ধিত সংস্থা তার নিজস্ব তহবিল পরিচালনা বা তার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও অব্যবস্থাপনা করে থাকে বা অধ্যাদেশের বিধি বা তার অধীনে প্রণীত বিধি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সাময়িকভাবে একটি লিখিত বরখাস্তের আদেশ দ্বারা কার্যনির্বাহী পর্ষদকে এবং পরিচালনা পর্ষদকে বাতিল করে দিতে পারে;

খ) যদি পরিচালনা পর্ষদ সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়, তবে সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর একজন প্রশাসক বা পাঁচজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি সুপারভাইজারি বোর্ড নিয়োগ করবে;

গ) সুপারভাইজরি বোর্ডের ইসি বা তদারকি বোর্ডের কাঠামো অনুসারে বোর্ডের সকল কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা থাকবে;

ঘ) সুপারভাইজরি বোর্ড নিয়োগের পরে, সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিদ্যমান বোর্ডের অস্থায়ী বরখাস্ত আদেশ জমা দেবে এবং নতুন সুপারভাইজারি বোর্ডের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে;

ঙ) সুপারভাইজারি বোর্ড সংস্থার বোর্ডটিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে বা এটি বাতিল এবং পুনর্গঠন করতে আদেশ দিতে পারে।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

সংস্থার সদস্যপদ বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের (১৮ বছর বা তার বেশি) মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, নাগরিক নয় এবং নাবালোকরা কোনও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বা অন্তর্ভুক্তিতে থাকতে পারবে না। এছাড়াও, সরকারি কর্মচারীদের অফিসের কর্মী (যেমন: ইসির সদস্য) হতে নিষেধ করা হয়েছে।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের অনুমোদন প্রদান করে না। সাধারণত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত সংস্থাগুলি ছোট হয় এবং স্থানীয় অনুদান এবং সরকারি অনুদান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে স্থানীয়ভাবে (নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায়) কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কার্যক্রমগুলি প্রাথমিকভাবে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে, একটি সংস্থা বিদেশি তহবিল গ্রহণের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাথে অতিরিক্তভাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির জন্য অনুদানের অনুমতিযোগ্য উৎসগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

- রাষ্ট্রীয় তহবিল (জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে);
- দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আইনি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান;
- সদস্য অন্তর্ভুক্তি ফি;
- বাংলাদেশ ভিত্তিক কর্পোরেট ফাউন্ডেশন থেকে এবং/অথবা উপহার হিসাবে প্রাপ্ত তহবিল থেকে অর্থায়ন;
- অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে আয় তবে প্রাপ্ত লভ্যাংশ কেবলমাত্র সংস্থার সংবিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হবে;
- প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে অনুদান সহায়তা।

সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয়ই প্রক্রিয়ায় নিবন্ধন বাদ দেওয়াকে স্বীকৃতি দেয়?

হ্যাঁ, তবে কোনও সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ কেবলমাত্র সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজ সংস্থাকে বিলুপ্ত করতে পারে।

▶ অনিচ্ছায় বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রগুলি কী কী?

যদি কোনও নিবন্ধিত সংস্থা তার গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে বা আইনের বিধানগুলি লঙ্ঘন করে, অথবা যদি এটি জনগণের স্বার্থ বিরোধী হয় তবে সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর যথাক্রমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং সংস্থাকে একটি যথাযথ শুনানীর জন্য সুযোগ প্রদান করবে। প্রতিবেদন এবং শুনানীর ভিত্তিতে সরকার উক্ত সংস্থাটিকে বিলুপ্ত করতে পারে।

▶ বিলুপ্ত হয়েছে এমন একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কি আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে আবেদন করতে পারে?

হ্যাঁ, সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ যার বিরুদ্ধে অধ্যাদেশের উপ-ধারা (৩) এর অধীনে বাতিলকরণ ও পুনর্গঠনের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা বিলুপ্তির আদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উচ্চ আদলতে আপিল করতে পারবে। উচ্চ আদলতের আদেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং কোনও আদালতেই এই বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে না।

▶ স্বেচ্ছায় বিলুপ্তির ক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি কী?

স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য, কোনও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার প্রায় তিন-পঞ্চমাংসের বেশি সদস্যকে সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনটি বিবেচনা করার পরে, সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সংস্থাটিকে এটি করা উপযুক্ত হবে বলে সন্তুষ্ট হলে একটি নির্দিষ্ট তারিখে বাদ দেওয়ার আদেশ দিতে পারে।

নিবন্ধিত সংস্থার বিলুপ্তি ও কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষেত্রে, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ব্যাংক এবং অর্থ, সিকিউরিটিজ বা অন্য সম্পদের অধিকারী কোনও ব্যক্তিকে সংস্থার পক্ষ থেকে স্থানীয় এখতিয়ারসহ সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বা সিভিল কোর্টের লিখিত অনুমতি ব্যতীত সম্পদগুলি কোনও অর্থ, সিকিউরিটিজ অথবা সম্পদ বিতরণ না করার আদেশ জারি করবে।

সমাজসেবা বা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সংস্থার কার্যক্রম, ঋণ এবং দায়বদ্ধতা পরিশোধ করার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করবে। তাকে সংস্থার পক্ষ থেকে আইনানুগ কার্যবিধি অনুযায়ী মামলা দায়ের এবং পরিচালনা করা এবং কোনও ঋণ এবং দায়বদ্ধতা নিষ্পত্তির জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হবে। তিনি বাকী সকল অর্থ বা সম্পদ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্য সংস্থায় স্থানান্তর করার জন্য অনুমোদিত হবেন এবং স্থানীয় আইন অনুযায়ী দেওয়ানী আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কার্যকর করা হবে।

অধ্যায় চার

সমবায় সমিতি

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পারস্পারিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য সহযোগিতা করতে চাওয়া একদল ব্যক্তি সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর অধীনে সমবায় অধিদপ্তরে (ডিওসি) সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

▶ "সমবায় সমিতি" কীভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

সমবায় সমিতি হল একটি সমিতি যা সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর অধীনে নিবন্ধিত যেখানে সদস্যরা পারস্পারিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য সহযোগিতা করে। সমবায় সমিতিগুলির প্রধান ধরণগুলি হলঃ

- প্রাথমিক সমবায় সমিতিঃ একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি সদস্য হিসাবে ব্যক্তি থাকে এবং যার উদ্দেশ্য হল বৈধ উপায়ে তার সদস্যদের সম্মিলিত স্বার্থ প্রচার বা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করা।

- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিঃ একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ রয়েছে যার উদ্দেশ্য হল উক্ত সদস্য সমিতিগুলির কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন করা।

- জাতীয় সমবায় সমিতিঃ একটি জাতীয় সমবায় সমিতি যেখানে একই উদ্দেশ্য এবং মিশন নিয়ে পরিচালিত সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি রয়েছে এবং এটি নিশ্চিত করে যে সমবায় সমিতির সদস্যরা দেশে অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মতো একই সুযোগ পাবে এবং গ্রাহকদের বাজারের সমবায়গুলিতে প্রবেশাধিকার পাওয়া নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে।

▶ সমবায় সমিতিগুলির অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রমগুলি কী কী?

আইন অনুসারে, সমবায় সমিতিগুলির কার্যক্রম হল অর্থনীতি, স্ব-সহায়তা, পারস্পারিক সহায়তা এবং কৃষিকাজ, কারিগর এবং অন্যান্য সাধারণ অর্থনৈতিক চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যোগ্যতার মান তৈরি করা যাতে তারা একটি উচ্চতর মানের জীবনযাপন, উন্নত ব্যবসা, উৎপাদনের আরও ভাল পদ্ধতি, ন্যায়সঙ্গত বিতরণ এবং বিনিময় অর্জন করতে পারে।

নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

সমবায় সমিতিগুলি সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করে।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

সমবায় সমিতিগুলির নিবন্ধন ফি নিম্নে দেওয়া হলঃ

- হত দরিদ্র, ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের দরিদ্রতা হ্রাসের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করার জন্য ৫০ টাকা;
- অন্যান্য যে কোনও প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করার জন্য ৩০০ টাকা;
- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করার জন্য ১,০০০ টাকা; এবং
- জাতীয় সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করার জন্য ৫,০০০ টাকা।

আবেদনকারীদের অবশ্যই নিবন্ধন ফি এর সাথে ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হবে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য সকল নিবন্ধন ফি অবশ্যই সরকারি ব্যাংকে প্রদান করতে হবে এবং ট্রেজারী চালানের রশিদ নিবন্ধন আবেদন ফর্মের সাথে সমবায় অধিদপ্তরে জমা দিতে হবে।

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

না। অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় নেই।

▶ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

সকল আবেদনসমূহ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে। আবেদন সর্ম্পকে তদন্ত শেষে রেজিস্ট্রার যদি সন্তুষ্ট হয় যে সমিতি এই আইন বা বিধি অনুযায়ী নিবন্ধনযোগ্য একটি সমবায় সমিতি, তাহলে তিনি আবেদনটি প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে তা মঞ্জুর করে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করবে। যদি আবেদনটি নামঞ্জুর করে তবে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাবে। আবেদনকারী এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের কাছে আপিল করতে পারবে। আপিলের শুনানী হবে এবং ৩০ কার্যদিবসের মধ্যেই তার নিষ্পত্তি করা হবে এবং এই আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে।

▶ নিবন্ধনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন?

প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধনের জন্য ফরম ১ অনুযায়ী প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের তিনটি অনুলিপি এবং কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় সমবায় সমিতিগুলির নিবন্ধনের জন্য ফর্ম ২ সহ আবেদন ফর্মটি অবশ্যই রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে।

একটি সমবায় সমিতির নিবন্ধন করার জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র প্রয়োজনঃ

১) সমবায় সমিতির সংগঠকের নাম, জাতীয় আইডি নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা (ঐচ্ছিক) এবং মোবাইল নম্বর;

২) সমবায় সমিতির প্রস্তাবিত নাম, সমবায় অফিসের ঠিকানা, সমবায় শ্রেণিবিন্যাস, প্রতিটি শেয়ারের মূল্য, মোট শেয়ার সংখ্যা, বিক্রয়কৃত শেয়ার সংখ্যা, সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা, সমবায়ের কর্ম এলাকা, সমবায়ের সদস্য সংখ্যা এবং সমবায় গঠনের উদ্দেশ্য;

৩)	সমিতির প্রস্তাবিত পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কিত তথ্য;

৪)	দ্বি-বার্ষিক প্রস্তাবিত বাজেট, আমানতের হিসাব গণনা এবং সমিতির বিস্তারিত আর্থিক তথ্য।

নিবন্ধনের জন্য, সমবায় সমিতিগুলিতে নিম্নলিখিত ন্যূনতম পরিশোধিত শেয়ার মূলধন থাকতে হবে (শেয়ারের বিনিময়ে শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ)ঃ

- দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করতে সর্বনিম্ন ৩,০০০ টাকা;
- ক্রেডিট সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য যে কোনও প্রাথমিক সমবায় সমিতির জন্য সর্বনিম্ন ২০,০০০ টাকা;
- একটি ক্রেডিট সমবায় সমিতির জন্য সর্বনিম্ন ১০,০০০,০০০ টাকা;
- কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য সর্বনিম্ন ১০০,০০০ টাকা।

কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতিগুলিকে প্রাথমিক সমবায়গুলির স্বতন্ত্র নিবন্ধন এবং কাগজপত্রের মাধ্যমে সরাসরি সমবায় অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে।

▶ অনলাইনে কি আবেদনপত্র জমা দেওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ, নিবন্ধন আবেদনপত্র অনলাইনে নিম্নের ওয়েব ঠিকানায় জমা দেওয়া যেতে পারে।

http://www.geeksntechnology.com/ors/regmission/signup

▶ সমবায় সমিতিগুলির কি নিজেস্ব অফিস থাকা বাধ্যতামূলক?

হ্যাঁ, একটি সমবায় সমিতি নিবন্ধনের যোগ্য হওয়ার জন্য এর অবশ্যই একটি সঠিক ঠিকানা এবং সাইনবোর্ডসহ সুসজ্জিত অফিস থাকতে হবে। অফিসের ইজারা চুক্তি বা অফিসের মালিকানা দলিলের একটি অনুলিপি নিবন্ধনের আবেদনপত্রের সাথে রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে?

একজন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সমবায় সমিতির দেওয়া সকল তথ্য ও হিসাব যাচাই করার জন্য সমিতি পরিদর্শন ও তদন্ত করবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে জেলা সমবায় অফিসে একটি প্রতিবেদন জমা দিবে। সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার পরে, জেলা সমবায় অফিস নিবন্ধনের শর্তাবলীসহ একটি চিঠির মাধ্যমে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করবে।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার আইনি ভিত্তিগুলি কী কী?

নিম্নের কয়েকটি কারণে নিবন্ধন আবেদন বাতিল হতে পারেঃ

১. নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনটি জমা দেওয়া না হয়;

২. আবেদনটিতে নির্ধারিত সকল তথ্য নেই;

৩. আবেদনটি বোধগম্য নয় বা অস্পষ্ট;

৪. আবেদনটির সাথে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র জমা দেওয়া না হয়;

৫. সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে অধ্যাদেশের শেষে উল্লিখিত তফসিলের অধীনে সমিতির জন্য নির্ধারিত কাজসমূহ একই না হলে বা মানা হয়না;

৬. জমা দেওয়া কাগজপত্রগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত বিধিসমূহ মেনে না থাকে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ যদি নিবন্ধন আবেদন বাতিল করে, তবে তারা বাতিলের কারণটি লিখিতভাবে জানাবে এবং আবেদনকারী সমিতি বাতিলের সিদ্ধান্ত জানতে পারার ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তরের কাছে আপিল করতে পারবে। আপিলটির শুনানী হবে এবং ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং আইনটির ১০ ধারা অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্তটিই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

▶ নিবন্ধন নবায়ন করার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

না। সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন স্থায়ী এবং এর নবায়ন করার প্রয়োজন নেই।

▶ আর্থিক বিধি-নিষেধ এবং প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানগুলি কী কী?

একটি সমবায় সমিতি তার অনুমোদিত তহবিল একটি অনুমোদিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে (বা অন্য কোনও সমবায় ব্যাংক) আমানত হিসাবে বা সরকার কর্তৃক জারি করা সিকিউরিটিজ বা অন্য যে কোনও সুরক্ষা আকারে বিনিয়োগ করতে বা জমা করতে পারে।

সমবায় সমিতির পরিচালনা বা ব্যয়ের জন্য যদি উদ্বৃত্ত অর্থ প্রয়োজন না হয়, তবে কোনও একটি সংস্থার শেয়ার, ডিবেঞ্চার/ঋণস্বীকারপত্র বা অন্যান্য সিকিউরিটিজের দশ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখার মাধ্যমে হাতে রাখা যেতে পারে।

যদি একটি সমবায় সমিতি অন্য যে কোনও সমবায় সমিতির সদস্য হয় এবং দ্বিতীয় সমবায় সমিতির কাছ থেকে আমানত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে তবে তা আমানতের আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ যে কোনও সময় কোনও সমবায় সমিতির অ্যাকাউন্ট, নগদ অর্থ, অন্যান্য সম্পত্তি এবং এ সম্পর্কিত সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করতে পারে।

প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

সমবায় সমিতিগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যাক সদস্যের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

- প্রাথমিক সমবায় সমিতিঃ সদস্য হিসাবে ন্যূনতম বিশ জন।
- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিঃ সদস্য হিসাবে সর্বনিম্ন দশটি সমবায় সমিতি।
- জাতীয় সমবায় সমিতিঃ সদস্য হিসাবে একই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে গঠিত ন্যূনতম দশটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি।

বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা (১৮ বছরের উপরে) সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারবে। সুতরাং, নাগরিক নয় এবং অপ্রাপ্ত বয়স্করা একটি সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা বা এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। সমবায় সমিতির সকল সদস্যকে সদস্যপদ চলাকালীন ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের একজন মনোনীত প্রার্থীকে নমিনী হিসাবে রাখতে হবে এবং কখনও সদস্যের মৃত্যু হলে মনোনীত ব্যক্তিরা অফিসিয়ালভাবে তার অংশের উত্তরসূরি হবে।

প্রতিটি সমবায় সমিতিকে অবশ্যই একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করতে হবে যা সমবায় সমিতির পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। পরিচালনা পর্ষদে কমপক্ষে ছয় জন সদস্য থাকতে হবে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সাধারণ সদস্য কর্তৃক একটি সাধারণ সভায় নির্বাচিত হন। নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলাকালীন, রেজিস্ট্রার পরিচালনা পর্ষদের প্রাথমিক সদস্যদের অনুমোদন দিবে। রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত প্রাথমিক পরিচালনা পর্ষদের নিবন্ধনের দুই বছরের মধ্যে একটি নিয়মিত পরিচালনা পর্ষদের গঠনের জন্য দায়বদ্ধ এবং এই সময়ে তারা সকল দায়-দায়িত্ব পালন করবে। নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদকাল হল তিন বছর। প্রতিটি পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরবর্তী পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ।

সকল সমবায় সমিতি নিম্নলিখিত হালনাগাদ করা রেজিস্টার বই সংরক্ষণ করবেঃ

(ক) সদস্য রেজিস্টার;
(খ) শেয়ার রেজিস্টার;
(গ) আমানত রেজিস্টার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
(ঘ) ঋণ রেজিস্টার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;
(ঙ) পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহের রেজিস্টার;
(চ) ক্যাশ বা নগদ বই/রেজিস্টার;
(ছ) রেজিস্ট্রার কর্তৃক নির্দেশিত বা বিধি অনুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র/বই এবং রেজিস্টার।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের বয়স ২১ বছর বা তার বেশি বয়সী হতে হবে। সরকারি কর্মীরা যে কোনও সমবায় সমিতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হতে পারবে।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

একটি সমবায় সমিতিতে নিবন্ধনের মাধ্যমে একটি সংস্থা শুধুমাত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংস্থা থেকে অনুদান গ্রহণের অনুমতি পায়। যে কোন বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের জন্য সমবায় সমিতিকে অতিরিক্তভাবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত হওয়া আবশ্যক।

সমবায় সমিতির আয়ের সহজলভ্য উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- রাষ্ট্রীয় তহবিল (জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে);
- দেশি গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আইনি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান;
- সদস্য অন্তর্ভুক্তি ফি;
- বাংলাদেশ ভিত্তিক কর্পোরেট ফাউন্ডেশন এবং/অথবা উপহারপ্রাপ্ত অনুদান;
- অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে আয় তবে প্রাপ্ত লভ্যাংশ কেবল সংস্থার বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হবে;
- প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে আর্থিক সহায়তা।

সমিতির নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▸ আইন কি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয় ক্ষেত্রে বিলুপ্তি বা বাদ দেওয়াকে স্বীকৃতি দেয়?

হ্যাঁ। তবে একটি সমবায় সমিতির পরিচালনা পর্ষদ কেবলমাত্র সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজেদের স্বেচ্ছায় বিলুপ্তি বা বাদ দিতে পারে।

▸ অনিচ্ছায় বিলুপ্তির ক্ষেত্রগুলি কী কী?

আইনের ৪৩ নং ধারা অনুসারে একটি সমবায় সমিতি বিলুপ্ত করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে যদি:

- রেজিস্ট্রার সমবায়ের অ্যাকাউন্টগুলি বাহিরের অডিট সংস্থা কর্তৃক অডিট করার পরে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেন;
- পরপর দুটি সাধারণ সভায় কোরাম পূরণ হয় না;
- সমবায় সমিতি নিবন্ধনের এক বছরের মধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করে না;
- সমবায় সমিতির কার্যক্রম এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ বা স্থগিত রয়েছে; অথবা
- প্রদত্ত শেয়ারের মূলধনের দাম যা ঘোষিত হয়েছিল তার পরিমাণের নিচে হ্রাস পায়।

▶ নিবন্ধন থেকে বাদ দেওয়া কোনও সমবায় সমিতি কি আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারে?

হ্যাঁ, উপরোক্ত কারণের যে কোনও একটি কারণে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিলুপ্ত করা একটি সমবায় সমিতি বিলুপ্তির আদেশ প্রাপ্তির তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে জেলা জজ আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারে। জেলা জজ আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং অন্য কোনও আদালতে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

▶ স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলুপ্তিকরণ পদ্ধতি কি?

স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত হওয়ার জন্য, কোনও সমবায় সমিতির কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যকে অবশ্যই বিলুপ্তির জন্য সমবায় অধিদপ্তরে আবেদন করতে হবে। স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন পাওয়ার পরে, সমবায় অধিদপ্তর পরিচালনা পর্ষদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠাতে এবং অতিরিক্ত কারণ বা বাদ দেওয়ার জন্য কাগজপত্রের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে। তারা উত্তর দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় প্রদান করবে।

আবেদন এবং অ্যাকাউন্টগুলি পরীক্ষা করে এবং সমবায় সমিতি বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে, সমবায় অধিদপ্তর একজন গ্রহীতা/রিসিভার নিয়োগ করবে। রিসিভার নিয়োগের সাথে সাথে পরিচালনা পর্ষদ বরখাস্ত হয়ে যাবে। গ্রহীতা সমবায় সমিতির সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় করে যে কোনও ঋণ পরিশোধের এবং সদস্য বা মনোনীত প্রার্থীদের বাকী শেয়ার পরিশোধ করার জন্য অনুমোদিত হবে। গ্রহীতা সমবায় অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতীত কোনও অবশিষ্ট শেয়ার বা লভ্যাংশ প্রদান করতে পারবে না।

অধ্যায় পাঁচ

যুব সংগঠন

যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যুবকদের দ্বারা গঠিত এবং যুব উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা যে কোনও সমিতি যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন, ২০১৫ এর অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে (ডিওয়াইডি) একটি যুব সংগঠন হিসাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে। একটি সংস্থা যুব সংগঠন হিসাবে প্রাথমিক নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে (একটি আইনি সত্তা হিসাবে) অথবা যুব সংগঠন হিসাবে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত আইনি সত্তা (সোসাইটি, ট্রাস্ট ইত্যাদি) হিসাবে দ্বিতীয় নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধনের মাধ্যমে স্থানীয় যুব সমিতিগুলি বিভিন্ন সরকারি তহবিল পেতে পারে এবং এই বিভাগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসহ নির্দিষ্ট যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি পেতে পারে।

▶ "যুব সংগঠন" কীভাবে আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

আইন অনুসারে, একটি যুব সংগঠনের অর্থ হল যুব কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে যুবকদের দ্বারা (১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে) প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন।

▶ যুব সংগঠনগুলির অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রম কী কী?

এই আইনের অধীনে যুব কার্যক্রমগুলির অর্থ হলঃ

ক) যুবকদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বিকাশের জন্য কার্যক্রম, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম এবং মানবকল্যাণ মনোভাব সৃষ্টিকরণ কার্যক্রম;

খ) একটি দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কর্মশক্তির উৎপাদনশীলতা এবং কাজের সুযোগ উন্নত করার কার্যক্রম;

গ) যুবকদের অসামাজিক, অনৈতিক ও অমানবিক কার্যক্রম এবং সকল ধরণের সামাজিক ব্যাধি বা খারাপ কাজ থেকে সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম;

ঘ) দেশ, সমাজ, পরিবেশ এবং মানব কল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

ঙ) জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের জন্য যুবকদের অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ করার কার্যক্রম।

নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ যুব সংগঠনের নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

যুব সংগঠনগুলিকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিবন্ধন প্রদান করে।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

যুব সংগঠনের জন্য নিবন্ধন ফি ৫০০ টাকা যা কোনও সরকারি ব্যাংকে প্রদান করতে হবে। নিবন্ধন ফি প্রদান করার ট্রেজারী চালানের রশিদ নিবন্ধন আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

উপরে উল্লিখিত নিবন্ধন ফি ছাড়াও, আবেদনকারীদের একটি যুব সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতিপত্রের জন্য ৫০০ টাকা প্রদান করতে হবে।

▶ নিবন্ধন আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

নিবন্ধন আবেদনপত্র পাওয়ার পরে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়াকরণের সময় হল ৬০ কার্যদিবস।

▶ নিবন্ধন আবেদনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন?

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীদের নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

১) নির্ধারিত ফরমেটে (ফর্ম এ) নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র;
২) নির্ধারিত ফরমেটে (ফর্ম বি) স্বীকৃতির প্রত্যায়নপত্রের জন্য আবেদন;
৩) নিবন্ধন ফি প্রদানের ট্রেজারী চালানের রশিদ;
৪) সংস্থার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমেটে সমিতির স্মারকলিপি/গঠনতন্ত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ট্যাম্পসহ স্বাক্ষরিত অনুলিপি;
৫) কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যদের তালিকা;
৬) পূর্ববর্তী বছরগুলির জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি (যদি থাকে);
৭) পূর্ববর্তী বছরগুলির হিসাবের জন্য বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনের অনুলিপি (যদি থাকে) (স্বীকৃতিপত্রের প্রত্যায়নপত্রের জন্য);
৮) হালনাগাদকৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণী;
৯) সংস্থার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের সত্যায়িত ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি।

রেজিস্ট্রার যদি নিবন্ধন আবেদন বাতিল করে তবে তিনি লিখিতভাবে বাতিল করার কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ করবে। আবেদন বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাছে আপিল করতে পারবে। আপিল শুনানী হবে এবং ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আইনের ৪ নং ধারা অনুসারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণকৃত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।

▶ অনলাইনে কি আবেদনপত্র জমা দেওয়া সম্ভব?

না, তবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফর্ম (ফর্ম এ) এবং বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার দিক নির্দেশিকাগুলি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে https://dyd.portal.gov.bd. ডাউনলোড করা যাবে।

▶ যুব সংগঠনসমূহের নিজেস্ব কোনও অফিস থাকা কি বাধ্যতামূলক?

না, তবে যুব সংগঠনের নিবন্ধনের জন্য একটি ঠিকানা প্রয়োজন হয়।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে?

নিবন্ধন আবেদনপত্রের সাথে প্রদান করা সকল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আবেদনকারী সংগঠন পরিদর্শন এবং তদন্ত করবে। তদন্তের সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে যুব সংগঠনের নিবন্ধন অনুমোদিত হবে।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখান করার আইনগত ক্ষেত্রসমূহ কী কী?

নিম্নের কয়েকটি কারণে নিবন্ধন আবেদন বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করা হতে পারেঃ

১. নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনটি জমা দেওয়া না হয়;
২. আবেদনটিতে নির্ধারিত সকল তথ্য নেই;
৩. আবেদনটি বোধগম্য নয় বা অস্পষ্ট;
৪. আবেদনটির সাথে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র জমা দেওয়া হয় না;
৫. পরিচালিত যুব কার্যক্রম অধ্যাদেশের শেষে উল্লিখিত তফসিলের অধীনে নির্ধারিত সংস্থার উদ্দেশ্যসমূহ মানা না হয়;
৬. নিবন্ধন আবেদনটির সাথে জমা দেওয়া কাগজপত্রগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত বিধিসমূহ মেনে না থাকে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধনের জন্য কোনও আবেদন বাতিল করলে আবেদনকারী সংগঠন (সিএসও) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বাতিল নোটিশ আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) কার্যদিবসের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বরাবর আপিল করতে পারবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দায়েরকৃত আপিল ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে এবং প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

এই আইনের অধীনে নিবন্ধন বাতিল করা একটি যুব সংগঠন তারপরও তার আইনগত অবস্থান ধরে রাখতে পারে যদি এটি অন্যান্য আইনি কর্তৃপক্ষের নিবন্ধনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

▶ নিবন্ধন নবায়ন করার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

যুব সংগঠন হিসাবে নিবন্ধন স্থায়ী এবং এর নবায়ন করার প্রয়োজন নেই।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

নিবন্ধিত যুব সংগঠনসমূহের জন্য অধ্যাদেশে নিম্নলিখিত আর্থিক বিধিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে [ধারা ১৮]ঃ

ক) নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে অডিট করা একাউন্টসমূহের হিসাব রাখা;

খ) সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অডিট করা একাউন্টসমূহের হিসাব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে জমা প্রদান করা;

গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পৃথকভাবে তার নিজ নামে জমা রাখা একটি ব্যাংক বা ব্যাংকের একাউন্টের সকল অর্থ গ্রহণ করা;

ঘ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সময়ে সময়ে প্রয়োজন হতে পারে এমন হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য নথিপত্র সংক্রান্ত বিবরণী বা তথ্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করা।

এছাড়াও, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে কোন যুব সংগঠনের সম্পদ বা অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোন একাউন্ট, ফাইল, নগদ অর্থ এবং অফিসিয়াল কাগজপত্র যে কোনও সময়ে পরিদর্শন ও অডিটের ক্ষমতা রাখে।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত আইনগত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

১) সর্বনিম্ন সাতজন এবং সর্বোচ্চ এগারো জন কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্য থাকতে হবে;

২) যুব নীতি ২০১৭ তে বর্ণিত কার্যক্রম অনুসারে সকল কার্যক্রম যুব উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত;

৩) "যুব" শব্দটি সংগঠনের নামের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত;

৪) একটি যুব সংগঠন গঠনের জন্য কমপক্ষে ২০ জন সদস্য প্রয়োজন যাদের সকলের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে হবে।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

যুব সংগঠনের সকল সদস্যের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে নিবন্ধন অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় যুব সংগঠনগুলি বিভিন্ন সরকারি তহবিল পেতে পারে। যুব উন্নয়নের সাথে নিবন্ধন কোনও সংস্থাকে বিদেশি অনুদান গ্রহণের অনুমতি দেয় না। যুব সংগঠনগুলির বিদেশি তহবিল গ্রহণের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন।

যুব সংগঠনগুলির জন্য অনুদানের অনুমতিযোগ্য উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- রাষ্ট্রীয় তহবিল (জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে);
- দেশি ব্যক্তি এবং আইনি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অনুদান;
- সদস্য অন্তর্ভুক্তি ফি;
- বাংলাদেশ ভিত্তিক কর্পোরেট ফাউন্ডেশন এবং/অথবা উপহারপ্রাপ্ত অনুদান;
- অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে আয় তবে প্রাপ্ত লভ্যাংশ কেবল সংস্থার সংবিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হবে;
- প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে আর্থিক সহায়তা।

সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয়ক্ষেত্রেই বিলুপ্তিকে স্বীকৃতি দেয়?

হ্যাঁ, তবে স্বেচ্ছায় বিলুপ্তির জন্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

▶ অনিচ্ছায় বিলুপ্তির ক্ষেত্রগুলি কী কী?

নিবন্ধন আবেদনের সময় প্রদত্ত কোন ভুল তথ্য প্রদান অথবা কোন খারাপ আচরণের তথ্য পাওয়া গেলে সরকার, যে কোন যুব সংগঠনের নিবন্ধন বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। আইনের ধারা দশ অনুসারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করার মাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্য বা তথ্যে সন্তুষ্ট না হলে, কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে সিদ্ধান্ত ও কারণ সম্পর্কে লিখিত কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠাবে। নোটিশ পাঠানোর ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে সংগঠনের কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়ার পরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

▶ বাদ দেওয়ার ঘোষনা করার পর কোনও সংস্থা কি আদালতে আপিল করতে পারে?

হ্যাঁ। উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্তি এবং পুনর্গঠনের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা বিলুপ্তির আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনকারী সংগঠন উচ্চ আদলতে আপিল করতে পারবে এবং উচ্চ আদলতের আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং এই আদেশ সর্ম্পকে অন্য কোন আদালতে আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

▶ স্বেচ্ছায় নিজেদের বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলুপ্তিকরণের পদ্ধতি কি?

আইনের ১১ ধারা অনুসারে, একটি যুব সংগঠন নির্ধারিত ফর্ম ‘চ’ এর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাতিলের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করতে পারে। কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত সংগঠনটি বিলুপ্তির প্রস্তাব একটি সাধারণ সভায় স্বাক্ষরিত বৈঠকের কার্যবিবরণী, সম্পদের তালিকা এবং অন্যান্য আর্থিক অ্যাকাউন্টগুলির তালিকা ‘চ’ ফরমের সাথে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রটি বিবেচনা করার পরে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আদেশ দিতে পারে যে সংগঠনটি বিলুপ্ত করা উপযুক্ত হবে কিনা বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে একটি নির্দিষ্ট তারিখের থেকে সংস্থাটি বাতিল হয়ে যাবে। এই বাদ দেওয়ার আদেশের পরে, সরকার একজন সেটেলার নিয়োগ করবে। একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল/কলেজের শিক্ষক, বা অন্য কোনও যুব সংগঠনকে সেটেলার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

অধ্যায় ছয়

সোসাইটি বা সমিতি

সোসাইটি বা সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সোসাইটি বা সমিতি হল বিজ্ঞান, সাংস্কৃতি, শিক্ষা এবং শিল্পের প্রচারের সাথে জড়িত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত যা সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ এর অধীনে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস এন্ড ফার্মস (আরজেএসসিএন্ডএফ) এর সাথে নিবন্ধনভুক্ত।

▶ "সোসাইটি বা সমিতি" আইনে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ এর ১ম ধারা অনুসারে, সাত বা ততোধিক ব্যক্তি কোন সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দাতব্য উদ্দেশ্যে অথবা এই আইনে উল্লিখিত অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে এবং তাদের সম্মতিক্রমে একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করে একটি সমিতি গঠন করতে পারে এবং রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস এন্ড ফার্মস (আরজেএসসিএন্ডএফ) এ নিবন্ধিত হতে পারে।

▶ সোসাইটি বা সমিতির অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রমগুলি কী কী?

আইনের অধীনে সমিতিগুলি নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি অনুসরণ করতে পারেঃ

- বিজ্ঞান সাহিত্য, বা শিল্পকলার প্রচার জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা;
- নির্দেশনা, প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিস্তার, রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার;
- সংস্থার সদস্য বা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার বা পাঠকক্ষ প্রতিষ্ঠা বা রক্ষণাবেক্ষণ বা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, বা পাবলিক যাদুঘর এবং চিত্রাঙ্কনের গ্যালারী এবং অন্যান্য কাজ বা শিল্পের প্রদর্শনী, প্রাকৃতিক ইতিহাসের সংগ্রহশালা, যান্ত্রিক এবং দার্শনিক উদ্ভাবন, উপকরণ বা ডিজাইন।

নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ সোসাইটিস বা সমিতিগুলির নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্ম (আরজেএসসিএন্ডএফ) এর রেজিস্ট্রার সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ এর অধীনে সমিতিসমূহকে নিবন্ধনভুক্ত করে।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য ফিসমূহঃ

১. নিবন্ধন ফিঃ ১০,০০০ টাকা;
২. নিবন্ধন দাখিলের ফিঃ ৪০০ টাকা (স্মারকলিপি বাদে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত যে কোনও কাগজপত্র জমা প্রদানের জন্য);
৩. অন্তর্ভুক্তি/নিবন্ধন সনদের অনুলিপির জন্য ফিঃ ২০০ টাকা।

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

সমিতির নাম ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নাম প্রতি ফি হল ৬০০ টাকা। এছাড়াও, সমিতির নামের অনাপত্তিপত্রের জন্য ডিজিটাল (অনলাইন) সনদের জন্য ফি হল ১,০০০ টাকা।

▶ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

অন্যান্য সিএসও এর আইনি সংস্থার চেয়ে সমিতিগুলির জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া সাধারণত দ্রুত এবং সহজ। আইন অনুসারে, সরকারকে আট থেকে দশ কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধনের আবেদনটি পর্যালোচনা করতে হবে। বাস্তবে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সাধারণত এই সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

নিবন্ধনের জন্য সমিতির নাম ছাড়পত্রের ফি পরিশোধের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নাম ছাড়পত্রের অনুমোদন পাওয়া যাবে। আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালীন নাম ছাড়পত্রের আবেদনের সময় তৈরি করা অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করে আবেদনের বর্তমান অবস্থা অনলাইনে যাচাই করা যাবে।

▶ নিবন্ধনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন?

সমিতি নিবন্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছেঃ

- নির্ধারিত ফরমেটে সমিতির স্মারকলিপি;
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিধি ও বিধিমালা; এবং
- আরজেএসসি থেকে নাম ছাড়পত্র।

সমিতির স্মারকলিপিতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

- সমিতির নাম;
- নিবন্ধিত অফিস;
- উদ্দেশ্য;
- সমিতির সাধারণ সদস্য এবং
- সমিতির কার্য নির্বাহী (পরিচালনা পর্ষদ) সদস্যগণ।

বিধি ও বিধিমালাগুলিতে (গঠনতন্ত্র) অবশ্যই নিচের ধারা থাকবেঃ

- সদস্যপদ গ্রহণের ধারা/নিয়মকানুন;
- সদস্য নবায়ন সাবস্ক্রিপশন/চাঁদা'র ধারা;
- সভা সম্পর্কিত ধারা;
- কমিটি/পরিচালনা পর্ষদের ধারা;
- অডিট করার ধারা;
- আইনি পদ্ধতি; এবং
- বাদ দেওয়ার পদ্ধতি।

বিধি ও বিধিমালা অবশ্যই তিনজন কার্যনির্বাহী (পরিচালনা পর্ষদ) সদস্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে।

প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্রগুলি হলঃ

১) সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত সমিতির নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র বা কভার লেটার;

২) সমিতির নিবন্ধনের জন্য যথাযথভাবে পাস হওয়া কার্যবিবরণী/সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখার প্রত্যায়িত অনুলিপি;

৩) সদস্যদের ঠিকানা প্রমাণের জন্য পরিচয় পত্র।

আরজেএসসি এর নিবন্ধন ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করার জন্য একজন আবেদনকারীকে অবশ্যই সংস্থার ধরণ হিসাবে 'সোসাইটি বা সমিতি' নির্বাচন করতে হবে এবং সমিতির সম্ভব্য পছন্দসই নাম দিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। যদি অনুসন্ধানে এটা নিশ্চিত হয় যে নামটি ইতিমধ্যে অন্য কেউ ব্যবহার করেনি, তাহলে সমিতিটি অনলাইনে নাম ছাড়পত্রের আবেদনটি সম্পূর্ন করতে পারবে। যদি কোনও সমিতির আবেদনকারীর ইন্টারনেট (ওয়েব) ব্যবহারের সুযোগ না থাকে তবে তারা নিম্নলিখিত দুইটি উপায়ে আবেদনটি জমা দিতে পারবেঃ

- আরজেএসসিতে কিওস্ক (বিশেষ বুথ) ব্যবহার করে ('অনলাইন জমা/সাবমিশন') অথবা
- আরজেএসসি এর কাউন্টারে নিজ হাতে জমা প্রদান।

▶ অনলাইনে কি আবেদন জমা দেওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ, সাধারণত নিবন্ধন আবেদন এবং নাম ছাড়পত্রের আবেদন উভয়ই http://app.roc.gov.bd:7781/ ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দেওয়া যেতে পারে।

▶ সমিতিগুলির কি অফিস থাকা বাধ্যতামূলক?

হ্যাঁ, নিবন্ধনের যোগ্য হওয়ার জন্য একটি সমিতির অবশ্যই সঠিক ঠিকানা এবং সাইনবোর্ডসহ একটি সুসজ্জিত অফিস থাকতে হবে।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে?

নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের সম্পর্কে তদন্ত করবে।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার আইনি ক্ষেত্রসমূহ কী কী?

আবেদনপত্রটি বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণ নিম্নরূপঃ

- যথাযথ পদ্ধতিতে আবেদন পত্র জমা দেওয়া না হয়;
- আবেদনপত্রটিতে যথাযথ তথ্য নেই;
- আবেদনপত্রটি বোধগম্য নয় বা অস্পষ্ট;
- আবেদনপত্রটি চাহিদা অনুযায়ী কাগজপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- সমিতি নিবন্ধন আইনের সাথে উল্লিখিত সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- জমা দেওয়া কাগজপত্রগুলি আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে না থাকে।

আরজেএসসি তাদের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাবে। আরজেএসসি কর্তৃক আবেদনপত্র বাতিল করা হলে, কি কারণে আবেদনপত্র বাতিল করা হলো এবং কিভাবে সংশোধন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিবে এবং পুনরায় সঠিক আবেদনপত্র বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ করে দিবে। আরজেএসসিএন্ডএফ কর্তৃক নিবন্ধনের জন্য আবেদন বাতিল করা হলে আবেদনকারী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের প্রত্যাখ্যান নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারবে। উচ্চ আদালতের আদেশ চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

▶ নিবন্ধন নবায়ন করার কি কোন প্রয়োজন রয়েছে?

সমিতি হিসাবে নিবন্ধন স্থায়ী এবং নবায়ন করার দরকার নেই।

▶ আর্থিক বিধি-নিষেধ ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানগুলি কী কী?

এই আইনে সমিতির জন্য কোন আর্থিক বিধি বিধান নেই। একমাত্র প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কে বিশদ একটি তালিকাসহ বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়া। বার্ষিক রিটার্ন বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর ১৪ দিনের মধ্যে বা জানুয়ারি মাসের শেষের মধ্যে রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে। আরজেএসসি এর সন্তুষ্টির প্রেক্ষিতে রিটার্নটি অনুমোদিত ও সংরক্ষিত হয়। তদুপরি, সমিতিগুলি অবশ্যই সংস্থার যে কোনও পরিবর্তনের জন্য রিটার্ন জমা দিতে হবে।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

ক) সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করতে একটি সংস্থার সর্বনিম্ন ৭ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য থাকতে হবে; কমপক্ষে ৭ জন কার্যনির্বাহী পর্ষদ (ইসি) সদস্য; এবং সর্বনিম্ন ২১ জন সাধারণ সদস্য থাকতে হবে;

খ) যদি কোনও পরিচালনা পর্ষদ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার কোনও উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন, প্রসারিত বা সংক্ষিপ্ত করতে চায় বা সমিতিকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনও সমিতির সাথে যুক্ত করতে চায়, সেক্ষেত্রে এই প্রস্তাবে সমিতির তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হবে এবং দ্বিতীয় বিশেষ সাধারণ সভায় সদস্যদের তিন-পঞ্চমাংশের ভোট প্রদান করতে হবে। এ ধরণের যে কোনও পরিবর্তন অবশ্যই ২১ দিনের মধ্যে আরজেএসসিএন্ডএফ এর রেজিস্ট্রারকে অবহিত করতে হবে;

গ) যাদের সদস্য অন্তর্ভুক্তির মেয়াদ ৩ মাসেরও বেশি সময় ধরে শেষ হয়েছে তাদের আর ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না বা সদস্য হিসাবে গণনা করা হবে না;

ঘ) সমিতির যে কোনও সদস্য কর্তৃক সমিতির ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে এমন অপরাধের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কোনো অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি চুরি বা অপব্যবহার, বা ইচ্ছাকৃতভাবে সমিতির কোন সম্পদ ধ্বংস করা, বা কোন দলিল, চুক্তিপত্র, বন্ড, জামানতকৃত অর্থ, রশিদ, বা অন্যান্য জালিয়াতি) সমিতির সদস্য নয় হিসাবে অন্য যেকোন ব্যক্তির মতো মামলা করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে।

আরজেএসসি বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থা সমিতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। যদি সমিতিতে কোনও বিরোধ দেখা দেয় তবে তা অবশ্যই একটি বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি করা উচিত, যা অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত জটিল, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল একটি প্রক্রিয়া।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

সমিতির বিধি ও বিধানগুলির মধ্যে বর্ণিত সমিতির পরিচালনা পর্ষদ হলো গভর্নর, কাউন্সিল, পরিচালকবৃন্দ, পর্ষদ, ট্রাস্টি বা অন্যান্য পর্ষদ। পরিচালনা পর্ষদে অবশ্যই সাত থেকে এগারো জন সদস্য থাকতে হবে।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভব্য উৎস্যসমূহ কী কী?

সমিতির আয়ের সহজলভ্য উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- রাষ্ট্রীয় তহবিল (জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে);
- দেশীয় ব্যক্তি এবং আইনি সত্ত্বার অনুদান;
- সদস্য অন্তর্ভুক্তি ফি;
- জাতীয় কর্পোরেট ফাউন্ডেশন এবং/অথবা অনুদান তহবিল এর অর্থায়ন;

- অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে আয় তবে প্রাপ্ত মুনাফা কেবল সংস্থার বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হবে;
- সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের থেকে অনুদান।

বৈদেশিক তহবিল গ্রহণের জন্য একটি সমিতিকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত হতে হবে।

সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয় ধরণের বিলুপ্তিকেই স্বীকৃতি দেয়?

হ্যাঁ, সমিতি নিবন্ধনের সময় জমা দেওয়া মূল স্মারকলিপি বা মেমোরান্ডাম এবং বিধি-বিধানের ধারাগুলির মধ্যে যতক্ষণ না বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বিধি এবং পদ্ধতি উল্লেখ করা থাকে ততক্ষণ আইনটি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয় ধরণের বাদ দেওয়াকেই স্বীকৃতি দেয়। তদুপরি, যখনই কোনও সরকারি সংস্থা এই আইনের অধীনে কোনও নিবন্ধিত সমিতির সদস্য বা অবদানকারীর সাথে জড়িত থাকে, তখন সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে এই জাতীয় সমিতিকে বাদ দেওয়া যায় না।

▶ অনিচ্ছায় বিলুপ্তির ক্ষেত্রগুলো কি কি?

একটি নিবন্ধিত সমিতি যদি তার গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে বা আইনের বিধান লঙ্ঘন করে বা যদি এটি জনগণের স্বার্থবিরোধী হয়, তবে তা বাদ দেওয়া হতে পারে।

▶ বাদ হওয়া কোনও সমিতি কি আদালতে এই সিদ্ধান্তের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে?

হ্যাঁ। পরিচালনা পর্ষদ বাদ দেওয়ার আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতে আবেদন করতে পারে এবং এক্ষেত্রে আদালতের আদেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

▶ স্বেচ্ছায় নিজেদের বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলুপ্তিকরণ পদ্ধতি কি?

স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমিতির মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেলের বিধি অনুসারে নিবন্ধিত সমিতির তিন-পঞ্চমাংশ বা তার অধিক সদস্য আরজেএসসি তে প্রতিষ্ঠানের বাদ দেওয়া বা বিলুপ্তির জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে সমিতিকে অবশ্যই বাদ দেওয়ার যথাযথ পদ্ধতিতে আরজিএসসি'তে কাগজপত্র জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। আরজেএসসিএন্ডএফ, আবেদনটি বিবেচনা করে যদি সন্তুষ্ট হয় যে এটি করা যথাযথ হবে, তবে সমিতির বিধি-বিধান অনুসারে এর সম্পত্তি, দাবিসমূহ ও দায়দায়িত্ব নিষ্পত্তির ভিত্তিতে সমিতির বাদ দেওয়ার আদেশ দিতে পারে।

সমিতির বিলুপ্তি এবং বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে এর সম্পত্তি, দাবি এবং দায়বদ্ধতার নিষ্পত্তি এবং এর সকল কিছুর নিষ্পত্তির তথ্য স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকা উচিত। যদি কোনও বিধি নির্দিষ্ট করা না থাকে, তবে তা পরিচালনা পর্ষদ বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বা সমিতির সদস্যদের মধ্যে যে কোনও বিরোধের ঘটনা ঘটলে, অবশিষ্ট সম্পত্তির নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ করা হবে।
সকল ঋণ এবং দায় পরিশোধের পরে, অবশিষ্ট যে কোন সম্পদ অবশ্যই তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের সমঝোতার মাধ্যমে অন্য সংস্থায় স্থানান্তর করতে হবে; সম্পদের অর্থ প্রদান বা সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে না। এই শর্তটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রকৃতির শেয়ারহোল্ডারদের অবদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কোনও সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অধ্যায় সাত

অলাভজনক কোম্পানি

কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

একটি অলাভজনক কোম্পানি হল গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ এমন একটি কোম্পানি যা বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, দাতব্য বা অন্য কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য প্রচার করতে চায় এবং এটি তার সদস্যদের কোনও মুনাফা প্রদান না করেই তার উদ্দেশ্যগুলি প্রচারের জন্য তার লাভ বা আয়কে ব্যবহার করে। অলাভজনক কোম্পানিগুলি কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ নং ধারার অধীনে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিস এন্ড ফার্মস (আরজেএসসিএন্ডএফ) এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে আইনি মর্যাদা লাভ করে।

▶ "অলাভজনক কোম্পানি" কীভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর ধারা ২ (১) অনুযায়ী, "কোম্পানি অর্থ হল এই আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধিত কোন কোম্পানি বা কোন বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝাবে।" একটি লিমিটেড দায়বদ্ধ কোম্পানি হল এমন একটি কোম্পানি যার শেয়ার মূলধন থাকতে পারে বা নাও পারে এবং সদস্যরা কোম্পানির বিলুপ্তি ঘটলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ কোম্পানির ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই জাতীয় কোম্পানিগুলি সরকারি কোম্পানি বা বেসরকারি কোম্পানি উভয়ই হতে পারে।

অলাভজনক কোম্পানিগুলি কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোম্পানি আইনের ধারা ২৮ এর অধীনে লিমিটেড দায়বদ্ধ কোম্পানি হিসাবে গঠিত হয় এবং এটি তাদের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে সদস্যদের কোনও মুনাফা প্রদান না করে তাদের লাভ বা আয় ব্যবহার করা হয়।

অলাভজনক কোম্পানিগুলি সরকারি বা বেসরকারি উভয়ই হতে পারে। একটি বেসরকারি কোম্পানি হল এমন একটি কোম্পানি যা এই আইনের ধারাসমূহের মাধ্যমে তার শেয়ারগুলি (যদি থাকে) স্থানান্তর করার অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে এবং কর্মচারী ছাড়া এর সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। এর শেয়ারগুলির জন্য সাবস্ক্রাইব/চাঁদা প্রদান করার জন্য জনসাধারণকে আমন্ত্রণ পাঠানো অনুমোদিত নয়। একটি সরকারি কোম্পানি এই আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি যা কোনও বেসরকারি কোম্পানি নয়। কোনও সরকারি কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর, সর্বাধিক সদস্য বৃদ্ধি করা অথবা তার শেয়ারের জন্য সাবস্ক্রিপশন/চাঁদা চাইতে তাদের জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানাতে কোনও বাধা নেই। সর্বনিম্ন ৭ জন এর সদস্য হতে পারে।

▶ অলাভজনক কোম্পানিগুলির অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রমগুলি কী কী?

কোম্পানি আইনের ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকার নিবন্ধন প্রদান করবে যদি কোম্পানিটি বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, দাতব্য বা অন্য কোনও কার্যকর উদ্দেশ্যকে প্রচার করে এবং তার সদস্যদের মুনাফা না দিয়েই তার উদ্দেশ্যগুলিকে প্রচার করার জন্য তার লাভ বা আয়কে ব্যবহার করে। এই ধরণের কল্যাণমুখী ও দাতব্য কোম্পানিগুলিকে লিমিটেড দায়বদ্ধ কোম্পানি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ অলাভজনক কোম্পানিগুলির নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আরজেএসসি হল অলাভজনক কোম্পানিগুলির নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য ফি নিম্নরূপঃ

১) কোম্পানির স্মারকলিপির জন্য ফিঃ ১,০০০ টাকা

২) ৬ টি ডকুমেন্ট ফাইল করার জন্য ফি (৫টি ফর্ম এবং ১টি মেমোরান্ডাম এবং আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশনের, প্রতিটি ডকুমেন্ট ৪০০ টাকা)ঃ ২,৪০০ টাকা

৩) ডিজিটাল সনদ ইস্যুর জন্য ফিঃ ০০ টাকা

অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	ফি (টাকায়)
১. আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন বা নিবন্ধনের জন্যঃ	
২,০০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩,০০০
> ২,০০০,০০০ থেকে ৬০,০০০,০০০ টাকা	৮,০০০
> ৬০,০০০,০০০ টাকা	২০,০০০
২. অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের জন্যঃ	
২০,০০০ টাকা পর্যন্ত	০০
২০,০০০ এর অধিক থেকে ৫০,০০০ পর্যন্ত প্রতি ১০,০০০ বা এর অংশের জন্য অতিরিক্ত	০০
৫০,০০০ এর অধিক থেকে ১০,০০,০০০ পর্যন্ত প্রতি ১০,০০০ বা এর অংশের জন্য অতিরিক্ত	০০
১০,০০,০০০ এর অধিক থেকে ৫০,০০,০০০ পর্যন্ত প্রতি ১,০০,০০০ বা এর অংশের জন্য অতিরিক্ত	৫০
৫০,০০,০০০ এর অধিক প্রতি ১,০০,০০০ বা এর অংশের জন্য অতিরিক্ত	৮০

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

কোম্পানির নামের ছাড়পত্রের প্রতিটি প্রস্তাবিত নামের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;

এছাড়াও আবেদনকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ফি প্রদান করতে হবে:

১. মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন এর জন্যঃ ৫০০ টাকা

আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশনের জন্য

অনুমোদিত মূলধন (টাকা)	স্ট্যাম্প (টাকা)
১,০০০,০০০টাকা পর্যন্ত	২,০০০ টাকা
> ১,০০০,০০০ থেকে ৩০,০০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪,০০০ টাকা
> ৩০,০০০,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা

▶ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

নিবন্ধনের প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজপত্র জমা দিলে, আরজেএসসি সাধারণত ৬-৮ কার্যদিবসের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির প্রত্যায়নপত্র (কোম্পানির নিবন্ধন সনদ) প্রদান করে। একটি কোম্পানির নিবন্ধন করতে সাধারণত আরজেএসসিতে সকল কাগজপত্র জমা দেওয়ার তারিখের পর থেকে ৩-৫ সপ্তাহ সময় লাগে।

একটি কোম্পানিকে কার্যক্রম শুরুর পূর্বে অবশ্যই কোম্পানির নাম ছাড়পত্রের অনুমোদন নিতে হবে। সাধারণত একটি নাম ছাড়পত্র পেতে তিন কার্যদিবসের প্রয়োজন হয়। নাম ছাড়পত্র পাওয়ার পরে ছাড়পত্রটি ৬ মাসের জন্য বৈধ থাকে। নাম ছাড়পত্রের সনদ প্রাপ্তির পরে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে যেখানে শেয়ারহোল্ডারদের অ্যাকাউন্ট বা হিসাব থেকে প্রাথমিকভাবে পরিশোধিত মূলধন স্থানান্তর করতে হবে। যদি কোনও বৈদেশিক বিনিয়োগ থাকে, তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিশোধিত মূলধনের জন্য সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সদ্য খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্ধারিত সময় ৫ সপ্তাহ।

▶ নিবন্ধনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন?

নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র অন্তর্ভুক্ত করতে হবেঃ

১) মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন বা স্মারকলিপি/চিঠি এবং সংস্থার ধারা বা আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশন (আরজেএসসি অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ধারাটি ৪০০ শব্দ এবং ৭টি ধারার মধ্যে থাকতে হবে) এর মূলকপি ও ২ টি অনুলিপি;

২) ফরম I পূরণ- কোম্পানির নিবন্ধন ঘোষণা;

৩) ফরম VI পূরণ- নিবন্ধিত অফিসের অবস্থান বা তার যে কোন পরিবর্তনের নোটিশ;

৪) ফরম IX পূরণ- পরিচালকদের সম্মতিপত্র [ধারা ৯২];

৫) ফরম X পূরণ- পরিচালক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তালিকা;

৬) ফরম XII পূরণ- পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপনা এজেন্টদের তথ্য এবং সেখানে কোন পরিবর্তন (ঠিকানা, ই-টিন, এনআইডি, পাসপোর্টের কপি, ছবি) এর তথ্য;

৭) নামের ছাড়পত্রের প্রমাণ;

৮) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত (ফটোকপি) বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প এবং ট্রেজারী চালানের রশিদ।

▶ অনলাইনে কি আবেদন জমা দেওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ, আরজেএসসি এর অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সুবিধা রয়েছে। যদি আরজেএসসি ক্লায়েন্ট বা ব্যবহারকারীর ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ না থাকে তবে সে আরজেএসসি-তে কিওস্ক বুথ সুবিধা ব্যবহার করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারে বা আরজেএসসি কাউন্টারের মাধ্যমে হাতে হাতে আবেদনপত্রটি জমা দিতে পারে।

▶ অলাভজনক কোম্পানির কি অফিস থাকা বাধ্যতামূলক?

হ্যাঁ, বাংলাদেশে কোনও সংস্থার নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা হিসাবে স্থানীয় ঠিকানা প্রদান করতে হবে। নিবন্ধিত ঠিকানা অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট অফিসের ঠিকানা (একটি আবাসিক বা বাণিজ্যিক ঠিকানা) হতে হবে। ঠিকানাটি শুধু পি.ও. বক্স হতে পারবে না।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক পদ্ধতি আছে?

ক) সংস্থার পরিচালকগণ কোনও তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সাথে প্রস্তাবিত সংস্থার নামে একটি অস্থায়ী ব্যাংক হিসাব বা অ্যাকাউন্ট খুলবে। এতে শর্তে থাকবে যে সংস্থাটি আরজেএসসিতে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়ে গেলে অ্যাকাউন্টটি নিয়মিত করা হবে।

খ) জমাকৃত মূলধন অবশ্যই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।

গ) আবেদনপত্রের সাথে ব্যাংক থেকে নগদীকরণ সনদ জমা দিতে হবে। সনদপত্রটিতে উল্লেখ থাকবে যে মূলধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রস্তাবিত সংস্থার অস্থায়ী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যথাযথভাবে প্রেরণ করা হয়েছে।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার আইনি ভিত্তি কী কী?

নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণ নিম্নরূপঃ

১) ফৌজদারি অপরাধঃ পরিচালকদের রেকর্ডে কোন ফৌজদারি অপরাধের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকলে নিবন্ধন আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে।

২) পরিচালকদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এ কোন অর্থ বছরে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া হয় নি বা আয়কর প্রদান করেনি।

৩) কর্ম এলাকা লঙ্ঘনঃ কিছু নির্দিষ্ট এলাকা/জায়গায় ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যে এলাকাটি কোম্পানির ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত না হলে, নিবন্ধন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

আরজেএসসি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তা হলে এটি নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করবে। যদি এটি নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করে তবে তারা প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিতে যোগাযোগ করবে। আবেদনকারী সংস্থা জেলা আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারবে। জেলা আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।

▶ নিবন্ধন নবায়ন করার কি কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধন স্থায়ী এবং এর নবায়ন করার প্রয়োজন নেই।

▶ আর্থিক বিধি-নিষেধ ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানগুলি কী কী?

একটি নিবন্ধিত অলাভজনক কোম্পানি তার সদস্যদের কোনও লভ্যাংশ প্রদান না করে এর মুনাফা বা অন্যান্য আয় অবশ্যই তার উদ্দেশ্যর (জনহিতকর কার্যক্রম) বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করবে।

বাংলাদেশি কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন হল ১ টাকা। পেইড-আপ/পরিশোধিত মূলধন (শেয়ার মূলধন হিসাবেও পরিচিত) কোম্পানি হিসাবে অন্তর্ভুক্তির পরে যেকোন সময় বাড়ানো যেতে পারে।

অনুমোদিত মূলধন হল শেয়ারহোল্ডারদের সর্বাধিক পরিমাণ শেয়ার মূলধন যা কোম্পানিকে শেয়ার (বরাদ্দ) দেওয়ার জন্য অনুমোদিত হয়। কোনও আবেদনকারীকে অবশ্যই কোম্পানির স্মারকলিপি বা তথ্য সমৃদ্ধ চিঠি ও সমিতির নিবন্ধনগুলিতে অনুমোদিত মূলধনটি উল্লেখ করতে হবে। অনুমোদিত মূলধনের কিছু অংশ ইস্যু করা নাও হতে পারে। বাংলাদেশে অনুমোদিত মূলধনের জন্য সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন সীমা নেই।

আরজেএসসি থেকে নিবন্ধন প্রত্যায়নপত্র পাওয়ার পরে একটি কোম্পানিকে অবশ্যই নিম্নলিখিত তালিকা পূরণ করতে হবে:

ক) ট্রেড লাইসেন্সঃ কোম্পানিগুলোকে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কোম্পানিকে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং যথাযথ ফি সহ নিকটতম সিটি কর্পোরেশনে আবেদন করতে হবে।

খ) কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)ঃ কোম্পানিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নির্ধারিত ওয়েবসাইট থেকে ই-টিআইএন গ্রহণ করতে হবে।
গ) ভ্যাট নিবন্ধন সনদঃ একটি নতুন অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিকে ভ্যাট নিবন্ধন সনদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
ঘ) অগ্নি নির্বাপক সনদঃ অগ্নি নির্বাপক সনদ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ প্রদান করে।
ঙ) পরিবেশ ছাড়পত্রের সনদঃ কোম্পানিটি কোন শিল্প প্রকল্পে জড়িত থাকলে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে পরিবেশ ছাড়পত্রের সনদ গ্রহণ করতে হবে।
চ) বিনিয়োগে বিনিয়োগ/ইনভেস্টমেন্ট ইন কাইন্ডঃ কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর আওতায় 'বিনিয়োগে বিনিয়োগ/ইনভেস্টমেন্ট ইন কাইন্ড' ধারণাটি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় নি। তবে বাস্তবে, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোনও কোম্পানির অংশীদার বা পরিচালক বা প্রস্তাবিত অংশীদার কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিতে কোনও কোম্পানির উল্লেখযোগ্য অংশ বিনিয়োগ করা হয় তখন এটিকে বিনিয়োগে বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এ জাতীয় "বিনিয়োগে বিনিয়োগ" ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

- গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি কোম্পানির কমপক্ষে একজন পরিচালক এবং একজন গ্যারান্টার থাকতে হবে। একজন একক ব্যক্তি উভয় পদই গ্রহণ করতে পারে অথবা একাধিক পরিচালক এবং গ্যারান্টার থাকতে পারে। সকল পরিচালক এবং গ্যারান্টার সম্পর্কিত তথ্য পাবলিক রেকর্ডে থাকবে।

- ১৮ বছরের বেশি বয়সী যে কোনও ব্যক্তি কোনও কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য যোগ্য।
- আইনটিতে একটি বেসরকারি কোম্পানির জন্য সর্বনিম্ন দুই এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন শেয়ারহোল্ডার এবং দুজন পরিচালককে নির্ধারিত করা হয়েছে। একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সাত সদস্য এবং তিনজন পরিচালক থাকতে হবে, যার সর্বোচ্চ সংখ্যক শেয়ারহোল্ডারের কোন সীমা নেই।
- সমিতির নিবন্ধনগুলিতে বর্ণিত হিসাবে একজন পরিচালককে অবশ্যই যোগ্যতার সমতুল্য শেয়ারের মালিক হতে হবে।
- যে কোনও কোম্পানি, একটি গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখার মাধ্যমে, যে কোনও শেয়ারহোল্ডারের পরিচালককে তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাদ দিতে পারে এবং সাধারণ কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখার মাধ্যমে যে কোনও শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের সেই জায়গায় অন্য একজনকে নিয়োগ করতে পারে। অপসারণকারী পরিচালককে পরিচালনা পর্ষদ পুনরায় পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দিতে পারবে না।
- নিবন্ধিত সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের প্রতি তিন মাসে একবার এবং বছরে কমপক্ষে চার বার সভা করতে হবে।
- কোনও কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ একটি সাধারণ সভার সম্মতি ব্যতীত কোম্পানির কোনও সম্পদ/সম্পত্তি বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করতে বা কোনও পরিচালকের দায়বদ্ধতার অর্থ প্রদান করতে পারে না।
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ কোনও একটি সাধারণ সভায় কোম্পানির সম্মতি ব্যতিরেকে করা যায় না এবং নিয়োগের মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি হতে পারবে না।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বা সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তিস্বত্তা বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি (natural person) পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবে। পরিচালকগণ দেশি বা বিদেশি হতে পারবে। কোন ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে যোগ্য হবে না, যদি সে বা-(ক) আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে; (খ) দেউলিয়া বলে ঘোষিত হওয়ার পর তার দেউলিয়াত্বের অবসান না হলে; (গ) তিনি দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হওয়ার জন্য আবেদন করে থাকে; (ঘ) কোম্পানিতে তার দ্বারা এককভাবে কিংবা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে ধার করা শেয়ারের শেয়ার-মূল্য পরিশোধ না করলে; (ঙ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে। অধিকিন্তু, পরিচালক হিসাবে অযোগ্যতার অতিরিক্ত কারণ নির্ধারণ করে কোম্পানি তার সংবিধানে প্রয়োজনীয় বিধান বা ধারা যুক্ত করতে পারবে।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

নিবন্ধনের সময়, একটি অলাভজনক কোম্পানির অবশ্যই ১০০ শতাংশ স্থানীয় বা বিদেশি শেয়ারহোল্ডিং থাকতে হবে। একটি অলাভজনক কোম্পানির নতুন শেয়ার থাকতে পারে, অথবা বাংলাদেশি কোম্পানির অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়াটি পেরিয়ে যাওয়ার পরে বিদ্যমান যে কোন সময় অন্য ব্যক্তির কাছে বিদ্যমান শেয়ার হস্তান্তর করা যেতে পারে।

অলাভজনক সংস্থাগুলির জন্য অনুদানের অনুমতিযোগ্য উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে:

- স্টক ঋণ
- জমাকৃত উপার্জন
- ব্যাংক ঋণ
- সরকারি খাত
- ব্যবসা সম্প্রসারণ স্কিমের তহবিল
- গৃহীত মূলধন
- কোন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তহবিল (ফ্র্যাঞ্চাইজিং)

সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয় ক্ষেত্রে বিলুপ্তিকে স্বীকৃতি দেয়?

হ্যাঁ, নিবন্ধন লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি, অলাভজনক কোম্পানিগুলি অনিচ্ছায় আদালতের মাধ্যমে বিলুপ্ত হতে পারে বা কোনও আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত হতে পারে অথবা স্বেচ্ছায় আদালতের তত্ত্বাবধানে বাদ দেওয়া হতে পারে।

কোনও কোম্পানি বিলুপ্ত হবে যদি কোম্পানি তার ঋণ পরিশোধ না করে, তার বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হয় অথবা একটি বিশেষ কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখার মাধ্যমে কোম্পানিটি আদালত কর্তৃক বাদ দেওয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেখানে কোনও সংস্থা বিলুপ্ত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখবে যা অফিসিয়াল গেজেটের পাশাপাশি পত্রিকায়ও একটি নোটিশ প্রকাশিত করতে হবে।

▶ অনিচ্ছায় বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রগুলো কি কি?

আরজেএসসি যে কোনও সময় নিবন্ধন বাতিল করতে পারে যদি কোনও নিবন্ধিত কোম্পানি তার গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে; কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর বিধানগুলি বা এর সাথে সম্পর্কিত বিধি লঙ্ঘন করে অথবা তাদের কার্যক্রম জনগণের স্বার্থ বিরোধী হয়। একটি লাইসেন্স বাতিল করার আগে, আরজেএসসি সিদ্ধান্তের কারণগুলি প্রকাশ করে কোম্পানিকে অবহিত করবে এবং কোম্পানিকে নিজের পক্ষ থেকে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করবে।

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনিয়মের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেঃ

১. নিবন্ধিত অলাভজনক কোম্পানি যদি তার তহবিল পরিচালনায় যে কোনও অনিয়মের জন্য বা এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী হয়, বা কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর বিধিমালা বা তার অধীনে প্রণীত আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে কর্তৃপক্ষ কার্যনির্বাহী পর্ষদ (ইসি) এবং পরিচালনা পর্ষদকে লিখিত/বরখাস্ত আদেশের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে অপসারণ করবে।

২. যদি পরিচালনা পর্ষদ সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয় তবে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ একজন প্রশাসক বা পাঁচজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি সুপারভাইজারি বোর্ড গঠন করবে।

৩. প্রশাসনিক (ইসি) বা সুপারভাইজারি বোর্ডের কাঠামো অনুসারে সুপারভাইজারি বোর্ড এর পর্ষদের সকল কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা থাকবে;

৪. নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান পাঁচজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডে অস্থায়ীভাবে বিলুপ্তির আদেশ জমা দেবে এবং নতুন সুপারভাইজারি বোর্ডে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। বোর্ড সিএসও এর পরিচালনা পর্ষদকে পুনর্বহাল বা বিলুপ্ত করতে এবং পুনর্গঠিত করার আদেশ দিতে পারে।

▶ কোনও বাদ দেওয়া অলাভজনক কোম্পানি কি আদালতে এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে আপিল করতে পারে?

হ্যাঁ। উপ-ধারা (৩) এর অধীনে যে পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করার ও পুনর্গঠনের আদেশ দেওয়া হলে, তারা প্রাপ্ত বিলুপ্তির আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের আদেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অন্য কোনও আদালত এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে পারবে না।

▶ স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাতিল বা বিলুপ্তিকরণ পদ্ধতি কি?

কোনও কোম্পানির স্বেচ্ছায় নিজেদের বাদ করা কোম্পানির সদস্য বা এর পাওনাদারদের মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে। যদি কোনও সংস্থা বাদ দেওয়া হয় তবে এর সম্পদগুলি অর্থে রূপান্তরিত করতে হয় এবং ঋণ নিষ্পত্তি করতে ব্যবহার করা হবে। পাওনাদারদের সন্তুষ্ট করার পরে, অবশিষ্ট অর্থ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন বা সংস্থার ধারাসমূহ অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডারদের চুক্তি অনুযায়ী শেয়ারগুলি অন্য কোনও কোম্পানিতে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

এই শেয়ারগুলির জন্য হস্তান্তরকারী কোম্পানি কর্তৃক দামের মত সমমানের পরিমাণ বা অন্যান্য বিবেচ্য মূল্য প্রদান বা স্থানান্তর করতে আদালত স্থানান্তরকারী কোম্পানিকে নোটিশ পাঠাবে।

যদি কোনও মতবিরোধী শেয়ারহোল্ডার থাকে যারা এই স্কিমটি বা চুক্তিতে সম্মতি জানায় না বা নিবন্ধনের ধারা অনুসারে কোনও শেয়ারহোল্ডার যা হস্তান্তরকারী কোম্পানিতে তার শেয়ার হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয় বা অস্বীকার করে, তাদের শেয়ার বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া হবে।

নিবন্ধিত অলাভজনক কোম্পানির কার্যক্রম বাদ দেওয়া এবং বিলুপ্তির জন্যঃ

- নিবন্ধিত অলাভজনক কোম্পানির কার্যক্রম বাদ দেওয়া এবং বিলুপ্তির ঘটনায়, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের বা স্থানীয় এখতিয়ার প্রাপ্ত সিভিল কোর্টের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনও অর্থ, জামানত এবং সম্পদ বিতরণ না করার জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ব্যাংকে এবং সিএসওর পক্ষে অর্থ, জামানত বা অন্যান্য সম্পদের অধিকারী যে কোনও ব্যক্তিকে একটি আদেশ জারি করবে।
- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ অলাভজনক কোম্পানির কার্যক্রম, ঋণ এবং দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করবে। তাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের এবং প্রতিরক্ষা করতে এবং অন্যান্য আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা এবং কোম্পানির পক্ষে কোন ঋণ ও দায়-দায়িত্ব মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হবে।
- তিনি একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা অন্য কোম্পানিতে বাকী সকল অর্থ বা সম্পদ স্থানান্তর করার জন্য অনুমোদিত হবেন। নিযুক্ত ব্যক্তির দেওয়া আদেশ আদালতের ডিক্রি হিসাবে স্থানীয় এখতিয়ার প্রাপ্ত সিভিল কোর্টের দ্বারা প্রয়োগ করা হবে।

অধ্যায় আট

ট্রাস্ট

ট্রাস্ট আইন ১৮৮২ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয় যখন সম্পদ বা সম্পত্তির মালিক তার সম্পদ বা সম্পত্তি অন্যের সুবিধার্থে উৎসর্গ করে। ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ কর্তৃক ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তা ব্যক্তিগত বা বেসরকারি হতে পারে (যেখানে সুবিধাটি নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে) বা পাবলিক বা সরকারি (যেখানে সুবিধাটি বৃহত্তর জনসাধারণের পক্ষে হয়)।

▶ "ট্রাস্ট" কীভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

আইনে ট্রাস্টকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "সম্পত্তির মালিকানার সাথে সর্ম্পকিত দায়িত্ব এবং মালিক কর্তৃক গৃহীত ও ঘোষিত আস্থা থেকে উদ্ভুত বা অন্য ব্যক্তি কিংবা নিজের সুবিধার্থে এতদ্বারা ঘোষিত ও গৃহীত একটি বাধ্যবাধকতা।" ট্রাস্টকে একটি উপহার বা একটি উইলের মাধ্যমে উভয়ই হিসাবে ঘোষনা করা যায় এবং স্থাবর এবং অস্থাবর উভয়ই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকারের ট্রাস্ট পরিচালিত হয়। একটি ব্যক্তিগত ট্রাস্ট হল যেখানে কিছু নির্বাচিত ব্যক্তিকে কিছু সুবিধা দেওয়ার কথা বলা থাকে। একটি সরকারি বা পাবলিক ট্রাস্টে, ট্রাস্টের সুবিধাকে বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য প্রদান করা হয়। জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বা শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা ট্রাস্টগুলি হল সরকারি ট্রাস্ট। এটি একটি দাতব্য অথবা ধর্মীয় ট্রাস্টও হতে পারে।

তবে ট্রাস্ট আইন ১৮৮২ এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বেসরকারি ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি সম্পর্কিত আইন সংজ্ঞায়িত ও সংশোধন করার জন্য এই আইন করা হয়েছিল। এই ধারাটিতে তাই বেসরকারি ট্রাস্টকে বিশেষভাবে ফোকাস করা হবে।

▶ ট্রাস্টের অনুমিতযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রমগুলি কী কী?

আইনের ৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র আইনি উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করা যেতে পারে। আইনের ধারা ৪ মেনে চলার জন্য একটি বেসরকারি ট্রাস্ট বৈধ সম্পত্তির মালিকানার অবস্থা পরিবর্তন নিয়মের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত নয়।

নিবন্ধন এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ ট্রাস্টের নিবন্ধন প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

একটি ট্রাস্টের দলিল আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধিত হওয়ার সাথে সাথেই সংস্থাটি কাজ শুরু করতে পারে। নিবন্ধনের সময় দাতব্য উদ্দেশ্যে গঠন করা ট্রাস্টের দলিল অন্যান্য দলিল থেকে আলাদা করা হয় না।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

নিবন্ধন ফি ৫,০০০ টাকা এবং ভ্যাট ১৫%। যা কোন সরকারি ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। নিবন্ধন ফি এর জন্য প্রদানকৃত ট্রেজারী চালানের রশিদ এবং নিবন্ধন ফিতে ভ্যাট প্রদানের রশিদ নিবন্ধন আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

▶ আর কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

না। আর কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় নেই।

▶ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া এবং সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর, একটি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য প্রক্রিয়াকরণ করতে ন্যূনতম সাত কার্যদিবস সময় লাগে।

▶ নিবন্ধন আবেদনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন?

একটি দাতব্য ট্রাস্টের নিবন্ধন প্রক্রিয়াঃ

১. ট্রাস্টের জন্য একটি যথাযথ নাম।
২. ট্রাস্টের প্রতিষ্টাতা এবং ট্রাস্টি নির্ধারণ।
৩. ট্রাস্টের স্মারকপত্র এবং ট্রাস্টের বিধি ও বিধান।
৪. ট্রাস্টের সংবিধান।
৫. নিবন্ধনের জন্য আবেদন জমা দেওয়া।

ট্রাস্ট আইনের অধীনে ট্রাস্টের দলিল স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধন করার জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র জমা দেওয়া প্রয়োজনঃ

- প্রয়োজনীয় মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের উপর ট্রাস্টের দলিল;
- দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারীর পরিচয় প্রমাণে নিজে সত্যায়িত করা পরিচয়পত্রের অনুলিপি;
- দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং প্রত্যেক ট্রাস্টির পরিচয় প্রমাণে নিজে সত্যায়িত করা পরিচয়পত্রের অনুলিপি;
- ট্রাস্ট দলিলের সকল পৃষ্ঠায় ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাতার স্বাক্ষর;
- ট্রাস্টের নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানার প্রমাণ, যার সাথে অবশ্যই ট্রাস্টের দলিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;
- ট্রাস্টের নাম অনুসারে নিবন্ধিত সম্পত্তির মালিকানার প্রমাণ এবং পাশাপাশি ট্রাস্টের দলিলে উল্লেখ করা ট্রাস্টের সম্পত্তির মূল্য;
- স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধনের জন্য ফি, যা রাজস্ব বোর্ডে করের বিধি অনুসারে মূল্য নির্ধারিত এবং নিবন্ধনের সময় গণনা করা হয় (এটি আগে গণনা করা যায় না); এবং
- ট্রাস্ট দলিলে ট্রাস্টের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম পরিচালনার ভৌগলিক এলাকার কথা উল্লেখ থাকতে হবে।

▶ অনলাইনে কি আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে?

না। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে না।

▶ ট্রাস্টসমূহের কি নিজেস্ব কোনও অফিস থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে?

নিবন্ধন পাওয়ার জন্য ট্রাস্টের অফিসের সঠিক একটি ঠিকানাসহ সুসজ্জিত অফিস এবং সাইনবোর্ড থাকতে হবে।

▶ নিবন্ধনের জন্য এ সম্পর্কিত আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে কি?

রেজিস্ট্রার যাচাইয়ের জন্য অফিসিয়াল চিঠি প্রেরণ করে নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা যাচাই করেন।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার আইনগত বিষয়সমূহ কী কী?

একটি ট্রাস্ট দলিলের নিবন্ধন বাতিলের কোন সুযোগ নেই।

▶ নিবন্ধন নবায়ন করার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

না। ট্রাস্ট হিসাবে নিবন্ধন স্থায়ী এবং নিবন্ধন নবায়ন করার কোন প্রয়োজন নেই।

▶ বিধি-নিষেধ এবং প্রতিবেদন প্রদানের বিধানসমূহ কী কী?

ট্রাস্টগুলি কোনও নির্দিষ্ট আর্থিক বিধি বা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক শর্তাবলীসমূহ কী কী?

একটি বেসরকারি ট্রাস্টের সর্বনিম্ন দুজন ট্রাস্টি দরকার; সর্বাধিক কতজন ট্রাস্টি হতে পারে তার কোন সীমা নেই।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হওয়ার জন্য কি কোনও ধরণের যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

ট্রাস্টিরা বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বিদেশি নাগরিকও হতে পারেন। সরকারের চাকুরীজীবীদের ট্রাস্টি বা সেটেলার হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নিষেধ নেই।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

দাতব্য ট্রাস্টসমূহ স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক উভয় দাতাসমূহের থেকে অনুদান গ্রহণের অনুমতি পেতে পারে। তবে কোন বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের জন্য একটি ট্রাস্টকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অতিরিক্ত আরেকটি নিবন্ধন নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

ট্রাস্টের নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি সংস্থাসমূহকে স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় বিলুপ্তির স্বীকৃতি দেয়?

ট্রাস্ট আইনের আওতায় তৈরি করা একটি ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে; এছাড়াও যখন এর উদ্দেশ্য বেআইনি হয়ে যায়; যখন ট্রাস্টের সম্পত্তি ধ্বংসের কারণে এর উদ্দেশ্য পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে; বা যখন কোনও বাতিলযোগ্য ট্রাস্ট স্পষ্টভাবে বাতিল বা প্রত্যাহার হয়ে যায়।

▶ অনিচ্ছায় বিলুপ্তি বা বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রগুলি কী কী?

প্রযোজ্য নয়।

▶ বাদ দেওয়া কোন ট্রাস্ট সিদ্ধান্তের জন্য কি আদালতে আপিল করতে পারবে?

প্রযোজ্য নয়।

▶ স্বেচ্ছায় বিলুপ্তির ক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি কী?

- একটি নিবন্ধিত ট্রাস্টের বিলুপ্তি ঘোষনা এবং কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য, স্থানীয় এখতিয়ারভুক্ত সিভিল কোর্ট অথবা নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া অর্থ, সিকিউরিটিজ অথবা সম্পত্তি বিতরণ না করার জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিবে এবং কোন ব্যক্তিকে যার কাছে ট্রাস্টের অর্থ, সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে তাকে একটি আদেশ ইস্যু করবে।

- নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ট্রাস্টের কার্যক্রম, ঋণ এবং দায়বদ্ধতা মীমাংসা করার জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিবে। তাকে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা ও মামলা মোকাবেলা এবং অন্যান্য আইনি মামলা দেখাশোনা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। এছাড়া কোন ঋণ ও দায়বদ্ধতা মীমাংসা করার জন্য সিএসওর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হবে।
- তিনি একই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মরত অন্য একটি ট্রাস্টে অবশিষ্ট সকল অর্থ বা সম্পদ স্থানান্তর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এবং নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ স্থানীয় আদালতের ডিক্রি হিসাবে এখতিয়ার প্রাপ্ত সিভিল কোর্ট দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে।

অধ্যায় নয়

ওয়াক্‌ফ

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইংরেজী 'ট্রাস্ট' ধারণার মত বাংলাদেশে মুসলিম আইনে 'ওয়াক্‌ফ' নামে একটি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। ওয়াক্‌ফ একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ স্থির এবং দীর্ঘকাল ধরে রাখা। স্থাবর এবং অস্থাবর কোন সম্পত্তির মালিক চাইলে দাতব্য কিংবা মহৎ উদ্দেশ্যে যেকোনো দলিল আকারে ঘোষণার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তার সম্পত্তি হস্তান্তর বা দান করতে পারে। ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

▶ "ওয়াক্‌ফ" কিভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ অনুসারে, "ওয়াক্‌ফ বলতে একজন ব্যক্তি কর্তৃক স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করা যে কোনও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিকে মুসলিম আইন দ্বারা ধার্মিক, ধর্মীয় বা দানশীল হিসাবে স্বীকৃত যে কোনও উদ্দেশ্যে এবং উল্লিখিত উদ্দেশ্যে অন্য কোন অর্থ প্রদান বা অনুদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ব্যবহারকারী এবং অমুসলিম কর্তৃকও ওয়াক্‌ফ গঠিত হয়।"

স্থাবর এবং অস্থাবর কোন সম্পত্তির মালিক চাইলে দাতব্য কিংবা মহৎ উদ্দেশ্যে যেকোনো দলিল আকারে ঘোষণার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর বা দান করতে পারে। এইভাবে হস্তান্তরিত বা দানকৃত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ নামে পরিচিত এবং যিনি সম্পত্তি হস্তান্তর করে তিনি ওয়াকিফ বা দাতা হিসাবে পরিচিত। ওয়াকফের বিধি বিধান অনুসারে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ একজন ট্রাষ্টি দ্বারা পরিচালিত হয় যিনি মুতাওয়াল্লি নামে পরিচিত।

ওয়াক্‌ফ সরকারি বা বেসরকারি উভয়ই হতে পারে। সরকারি ওয়াক্‌ফ তার প্রাপ্ত আয়ের ৫০ শতাংশেরও বেশি ধর্মীয় এবং দাতব্য কাজের জন্য ব্যবহার করে। বেসরকারি ওয়াক্‌ফগুলিতে সেইসব সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার সুবিধা ওয়াক্‌ফের সুবিধাভোগীদের জন্য নির্দেশিত।

▶ ওয়াক্ফ এর অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রম কী কী?

ইসলামী আইন অনুসারে, একটি ওয়াক্ফ কুরআনের বাণী এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ কর্তৃক অনুপ্রাণিত কোন ধর্মীয়, শিক্ষামূলক বা দাতব্য কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত।

নিবন্ধন ও আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ ওয়াক্ফ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

ওয়াক্ফের নিবন্ধন হল ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে (ওডব্লিউএ) ওয়াকফের তালিকাভুক্তিকে বলা হয়। বাংলাদেশের ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম, যে সকল ওয়াক্ফ ওডব্লিউএ'র নিকট নিবন্ধিত। দ্বিতীয়টি হলো, যে সকল ওয়াক্ফ বেসরকারি ট্রাস্ট হিসাবে তৈরি করা হয়েছে এবং ওডব্লিউএ'র নিকট নিবন্ধিত নয়। সবশেষে, কিছু ওয়াক্ফ ওডব্লিউএ'র নিকট নিবন্ধিত না হয়ে কেবল মুতাওয়াল্লি বা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

নিবন্ধন আইনের অধীনে সাব রেজিস্ট্রার অফিসে ওয়াক্ফ এস্টেটের প্রস্তাবিত নামে একটি ওয়াক্ফ সম্পত্তির দলিল নিবন্ধনের ফি প্রয়োজনীয় মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের উপর নির্ভর করে। ওয়াক্ফ সম্পত্তিটি ওডব্লিউএ'তে নিবন্ধনের জন্য কোনও ফি প্রয়োজন নেই।

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে?

না। অন্য কোন প্রত্যক্ষ ব্যয় নেই।

▶ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ নির্ধারিত ফরমেটে আবেদনপত্র জমা দেওয়া এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরে ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি ওডব্লিউএর নিকট নিবন্ধিত হতে চার মাস সময় লাগে।

▶ নিবন্ধনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন?

নিবন্ধনের জন্য, ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লি ওডব্লিউএ'র নিকট একটি আবেদনপত্র জমা দেয়।

নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্রগুলি প্রয়োজনঃ

- ক) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন;
- খ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিবরণ;
- গ) এ জাতীয় সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক মোট আয়;
- ঘ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে জমির রাজস্ব, হার এবং বার্ষিক প্রদেয় করের পরিমাণ;
- ঙ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বাৎসরিক অনুমানযোগ্য আয়-ব্যয়ের হিসাব;
- চ) ওয়াক্‌ফের অধীনে অর্থের বণ্টনের পরিমাণঃ
  - ১) মুতাওয়াল্লির বেতন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ভাতা;
  - ২) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে;
  - ৩) দাতব্য উদ্দেশ্যে; এবং
  - ৪) অন্যান্য উদ্দেশ্যে।
- ছ) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে নিবন্ধিত ওয়াক্‌ফ দলিল, অথবা যদি এ জাতীয় কোনও দলিল না করা হয় বা এর কোন অনুলিপি না পাওয়া যায়, এমন কোন নথি যাতে যেখানে আবেদনকারী হিসেবে তাদের পরিচিতি, ওয়াক্‌ফের উৎস, ধরণ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়;

জ) স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে জমির রেকর্ড বা ওয়াক্ফ সম্পত্তির অনুরূপ নথির অনুলিপি;

ঝ) আবেদনকারীর সাম্প্রতিক ছবি; এবং

ঞ) আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের অনুলিপি।

আবেদন প্রাপ্তির পরে প্রশাসক নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ের মাধ্যমে আবেদনের বৈধতা এবং যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবে। সন্তোষজনক প্রতিবেদন এবং ডিসি ও স্থানীয় ওয়াক্ফ অডিট কর্মকর্তা থেকে অনাপত্তি সার্টিফিকেট (এনওসি) প্রাপ্তির পরে প্রশাসক ওয়াক্ফ সম্পত্তি নিবন্ধনের জন্য কাজ শুরু করবে। প্রশাসক তখন তার রেজিস্টারে ওয়াক্ফ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করবে, এতে দলিল, মুতাওয়াল্লির নাম এবং মুতাওয়াল্লির কার্যালয়ের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধিগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

▶ অনলাইনে কি আবেদন জমা দেওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ,
http://online.forms.gov.bd/onlineApplications/apply/MTQyLzM4LzE2
ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়া যায়।

▶ ওয়াক্ফগুলির কি অফিস থাকা বাধ্যতামূলক?

না। অফিস থাকা বাধ্যতামূলক নয়।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে?

হ্যাঁ, ওয়াক্ফ এস্টেটের নাম নথিভুক্ত করার পরে ওডব্লিউএ প্রয়োজন অনুসারে প্রশাসনিক শর্তাবলীর অধীনে ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রশাসক ও পরিচালনার জন্য একজন অফিসিয়াল মুতাওয়াল্লি নিয়োগ করতে পারে।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যাত করার আইনি ভিত্তি কী কী?

যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তি সরকারের খাস (মূল) সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড করা থাকে এবং ডিসি নিবন্ধন (নথিভুক্তকরণ) বিষয়ে এই অভিযোগ করে যে, উল্লিখিত সম্পত্তি কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকারের মালিকানাধীন রয়েছে, আবেদনকারীকে সেই অনুযায়ী জানানো হবে এবং এক্ষেত্রে যদি আবেদনকারী আদালতের কোনও সিদ্ধান্ত বা মতামত উপস্থাপন করতে না পারে, তাহলে নিবন্ধনের আবেদন বাতিল হয়ে যাবে।

▶ নিবন্ধনের নবায়নের কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

ওয়াক্ফ হিসাবে নিবন্ধন স্থায়ী এবং এক্ষেত্রে নবায়ন করার কোন প্রয়োজন নেই।

▶ আর্থিক বিধি-নিষেধ ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানগুলো কী কী?

প্রত্যেক মুতাওয়াল্লিকে ওয়াক্ফ প্রশাসন বরাবর ওয়াক্ফের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দাখিল করতে হয়। প্রশাসক অডিটর নিয়োগের মাধ্যমে দাখিলকৃত আয়-ব্যয়ের বিবৃতির উপর অডিট করতে পারে।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

ওডব্লিউএ'র প্রশাসকের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির একমাত্র ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করে। অনিবন্ধিত ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে, সম্পত্তিটি ওয়াকিফ (দাতা) কর্তৃক নিযুক্ত একজন ট্রাস্টি কর্তৃক পরিচালিত হয়।

সরকার বাংলাদেশের জন্য ওয়াক্ফসমূহের জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করবে। প্রশাসককে অবশ্যই একজন মুসলিম হতে হবে এবং বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। প্রশাসককে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে এবং পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য হতে হবে। সরকার, প্রশাসকের সাথে পরামর্শক্রমে, প্রয়োজন অনুযায়ী ডেপুটি এবং সহকারী প্রশাসক নিয়োগ করতে পারে।

এই অধ্যাদেশের বিধানমালা অনুসারে ওয়াক্‌ফ এবং এর তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং এর ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রশাসককে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকার ওয়াক্‌ফ'স কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে প্রশাসক এবং সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দশ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

যদি কোন প্রশাসক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হয় কিংবা ওয়াক্‌ফ পরিচালনার জন্যে স্পষ্টত অযোগ্য প্রমাণিত হয় তাহলে সরকার তাকে যেকোনো সময় চাইলে অপসারণ করতে পারে। কমিটির সদস্যদেরকেও সরকার চাইলে একই অভিযোগে কোন ধরণের বৈষম্য ছাড়াই অপসারণ করতে পারে। পাশাপাশি, প্রশাসক কিংবা কমিটির কোন সদস্যকে অপসারণ করলে সেটা গেজেটের মাধ্যমে জানাতে হবে।

ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের নিয়ম-কানুন মানতে যদি কোন মুতাওয়াল্লি ব্যর্থ হয় তাহলে প্রশাসক ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লিকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের হাতে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্তির পর থেকে সম্পত্তির সকল দলিলাদি ও ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনকে রাখতে হবে।

যদি কোন মুতাওয়াল্লি তার দায়িত্ব পালনে অসততার আশ্রয় নেয় তাহলে তাকে আর্থিকভাবে জরিমানা কিংবা কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়া হবে। যদি সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কোন ক্ষতির কারণ হয় তাহলে তাকে ওয়াক্‌ফ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগতে পারে। পাশাপাশি দরকার হলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসন তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়েও দিতে পারে।

আইন অনুসারে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির ট্রাস্টিদের সম্পূর্ণ সম্মতি ব্যতীত এবং সুবিধাভোগীদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় কারণ ব্যতীত কখনও বিক্রি, উন্নত বা হস্তান্তর করা যাবে না। ওয়াক্ফের প্রশাসকের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২-এ ওয়াক্ফ সম্পত্তির হস্তান্তর বা অবৈধ উন্নয়নের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

প্রশাসক এবং যে কোনও উপ-সহকারী প্রশাসক অবশ্যই নাগরিক কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীনে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান এবং সরকারি কর্মকর্তা হতে হবে। ওয়াক্ফ কমিটির দশ সদস্যের মধ্যে একজন শিয়া সম্প্রদায়ের মুতাওয়াল্লি এবং তিনজন সুন্নি সম্প্রদায়ের মুতাওয়াল্লিস হবে; বাকী ছয়জন মুসলিম আইন সম্পর্কে দক্ষ মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট, শ্রদ্ধেয় এবং দানশীল নাগরিক। কমিটির সদস্যদের নিয়োগের পরে সরকার কমিটি সদস্যদের নাম সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে এবং পুনরায় নিয়োগের জন্য যোগ্য হতে হবে।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

ওয়াক্ফের তহবিলের উৎসের মধ্যে রয়েছেঃ

- ওয়াক্ফ সম্পত্তি বা ওয়াক্ফ এস্টেট থেকে যে কোনও আয়;
- প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত ওয়াক্ফ তহবিলের বিনিয়োগ থেকে কোনও মুনাফা।

ওয়াক্ফ নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি ওয়াক্ফ এর বিলুপ্তিকে স্বীকৃতি দেয়?

১৯৬২ এর অধ্যাদেশে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি স্বাভাবিকীকরণের বা ওয়াক্ফ বাতিলের কোন ব্যবস্থা নেই, যেহেতু সম্পত্তি স্থায়ীভাবে দান করা হয়। কিন্তু যদি ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি অভীষ্ট মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হয় কিংবা সম্পত্তি পরিচালনায় অসততার আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলে ওয়াক্ফ প্রশাসন চাইলে ওই সম্পত্তির পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারে। এ ধরণের ঘটনার প্রেক্ষিতে ওয়াক্ফ প্রশাসক কিংবা ওয়াকিফ (দানকারী) পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে।

অধ্যায় দশ

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৬ (এমআরএ ২০০৬) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০; ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২; স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১; সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অথবা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এই আইনগুলির মধ্যে যে কোনও একটির অধীনে নিবন্ধিত এবং আইনি মর্যাদার অধিকারী কোনও সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (এমআরএ) থেকে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারে।

▶ "ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান" কিভাবে আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৬ (এমআরএ ২০০৬) অনুসারে, "ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা" যা এই আইনের অধীনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিবন্ধিত এবং যা- সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০; ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২; স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১; সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ বা কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এই আইনগুলির মধ্যে যে কোনও একটির অধীনে নিবন্ধিত।

▶ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অনুমতিযোগ্য লক্ষ্য এবং কার্যক্রম কী কী?

সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কার্যক্রম হচ্ছে এমআরএতে বর্ণিত শর্তের অধীনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। এমআরএ অনুসারে, "ক্ষুদ্রঋণ" অর্থ এই আইনের অধীনে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।

নিবন্ধন ও আইনগত বাধ্যবাধকতা

▶ কোন কর্তৃপক্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (এমআরএ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি অ্যাক্ট ২০০৬ (এমআরএ ২০০৬) এর অধীনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নিবন্ধন প্রদান করে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য এমআরএ এর মাঠ পর্যায়ে কোন অফিস নেই। এমআরএ কেন্দ্রীয়ভাবে ই-রেগুলেটরি সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

▶ নিবন্ধন ফি কত?

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স এবং বাৎসরিক ফি নিম্নরূপঃ

ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকায়)	বাৎসরিক ফি (টাকায়)
১,০০০,০০০ এর উপরে	৫০০,০০০	২৫,০০০
১০০,০০০ এর উপর হতে ১,০০০,০০০ পর্যন্ত	২০০,০০০	১৫,০০০
২৫,০০০ এর উপর হতে ১০০,০০০ পর্যন্ত	২৫,০০০	১০,০০০
২৫,০০০ পর্যন্ত	১০,০০০	৫,০০০

▶ অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় আছে কি?

না। অন্য কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ব্যয় নাই।

▶ নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কত দিন সময় লাগে?

এমআরএ এর বিধি অনুসারে, আবেদনকারীর কাছ থেকে লাইসেন্স ফি প্রাপ্তির দশ দিনের মধ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদন বাতিল হয়ে গেলে, ৩০ দিনের মধ্যে এমআরএ আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

▶ নিবন্ধনের জন্য কি ধরণের কাগজপত্র প্রয়োজন হয়?

আবেদনকারী সংস্থাকে অবশ্যই নাম; ঠিকানা; অন্যান্য সংস্থার সাথে নিবন্ধন; ব্যাংক অ্যাকাউন্টসহ আর্থিক তথ্য; তহবিলের উৎস এবং প্রস্তাবিত নিরাপত্তা আমানত; ঋণ এবং শাখার অবস্থান; ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা; সদর দপ্তর; এবং পরিচালনা এবং কর্মচারীর তথ্যসহ একটি আবেদন ফর্ম প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি আবেদনকারী সংস্থাগুলোকে অবশ্যই নিম্নলিখিত কাগজপত্রগুলো জমা দিতে হবে [এমআরএ বিধি, ২০১০]ঃ

১. সংস্থার সাধারণ পর্ষদের সভার কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্তসমূহ লিখে রাখার অনুলিপি;
২. সংস্থার সত্যায়িত সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, নিবন্ধন সনদসহ আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েসন ও মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েসন;
৩. সংস্থাটির গঠনতন্ত্র এমআরএ ২০০৬ এর সাথে সংঘাতপূর্ণ কোনও আইনকে বা অন্য কোন বিধি, আইন ও নির্দেশাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে না বিষয়ক ঘোষণাপত্র;
৪. সংস্থার সংবিধানের সত্যায়িত অনুলিপি;
৫. নির্ধারিত ফরমেট অনুসারে সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত জীবনবৃত্তান্ত, সাথে এক কপি সত্যায়িত ছবি যা ৬ মাসের বেশী পুরাতন নয়;

৬. সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি এবং বিদেশি নাগরিকত্ব প্রাপ্ত সদস্যদের পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি;

৭. এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ পর্ষদের সক্রিয় সদস্যদের তালিকা;

৮. এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত পরিচালক পর্ষদের সক্রিয় সদস্যদের তালিকা;

৯. সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো/পদমর্যাদা অনুযায়ী কে কার অধিনে কাজ করবে তার পদবীর তালিকা;

১০. প্রধান কার্যালয়ের ভাড়া চুক্তি বা মালিকানা চুক্তির অনুলিপি;

১১. বিদ্যমান শাখা সম্প্রসারণ নীতির অনুলিপি, যদি থাকে;

১২. যদি সংস্থাটি এর আগে অডিট করা হয়, তবে বিগত ৩ বছরের সংস্থার সকল প্রোগ্রামের অডিট করা একীভূত আর্থিক প্রতিবেদনের অনুলিপি;

১৩. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রথম ৩ বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী ও লিখিত আকারে জমা খরচের বিস্তারিত বিবরণ;

১৪. যদি কোনও উদ্যোক্তা বা অন্য কোনও ব্যক্তি দ্বারা তহবিল সরবরাহ করা হয়, তবে উদ্যোক্তা বা ব্যক্তি এবং সংস্থার মধ্যে চুক্তির একটি অনুলিপি;

১৫. উদ্যোক্তাদের দ্বারা ঘোষণা-ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাকে যে ঋণ বা অনুদান প্রদান করা হয়েছিল তা তাদের আয়ের বৈধ উৎস থেকে।

জমা দেওয়া সকল নথিপত্রগুলো মূল বা সত্যায়িত অনুলিপি হতে হবে। তথ্য ও কাগজপত্র যাচাই করার পর, এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করে।

▶ অনলাইনে কি আবেদন জমা দেওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ,
http://www.mra.gov.bd/index.php?option=com_events&view=registration ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দেওয়া যায়।

▶ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কি অফিস থাকা বাধ্যতামূলক?

হ্যাঁ, নিবন্ধনের যোগ্য হওয়ার জন্য সংস্থার অবশ্যই সঠিক ঠিকানা এবং সাইনবোর্ড সহ একটি সুসজ্জিত অফিস থাকতে হবে। অফিসের ইজারা/ভাড়া চুক্তির অনুলিপি বা অফিসের মালিকানা দলিলের অনুলিপি নিবন্ধনের আবেদনের সময় নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হবে।

▶ নিবন্ধন সম্পর্কিত কি আর কোন অতিরিক্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আছে?

হ্যাঁ, এমআরএ আবেদনের সাথে সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্যায়ন ও তদন্ত করবে এবং সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সেই অনুযায়ী লাইসেন্স ফি প্রদানের জন্য অনুরোধ করবে।

▶ নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার আইনি ভিত্তি কী কী?

নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার জন্য নির্দিষ্ট কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১. যথাযথ পদ্ধতিতে আবেদনপত্র জমা দেওয়া না হয়;
২. আবেদনপত্রটিতে যথাযথ তথ্য নেই;
৩. আবেদনপত্রটি বোধগম্য নয় বা অস্পষ্ট;
৪. আবেদনপত্রটি চাহিদা অনুযায়ী নথিপত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
৫. এমএফআই কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের জন্য সংস্থাটির উদ্দেশ্য অধ্যাদেশের শেষে উল্লিখিত তফসিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে;
৬. জমা দেওয়া নথিপত্রগুলো আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলো মেনে না থাকলে।

এমআরএ অবশ্যই তাদের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাবে, কি কারণে প্রত্যাখ্যান করা হলো এবং কিভাবে সংশোধন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিবে এবং বুঝতে ভুল হলে বা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় সঠিক আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ করে দিবে। যদি এমআরএ নিবন্ধনের জন্য কোনও আবেদন প্রত্যাখ্যান করে তবে আবেদনকারী প্রত্যাখ্যান নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের আদেশ চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

এই আইনের আওতায় যদি কোন সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্তির নিবন্ধন প্রত্যাখ্যাত হয় তবে এটি যদি উপরে উল্লিখিত অন্তর্ভুক্তির আইনগুলির যে কোনটির অধীনে নিবন্ধিত হয় তাহলে তার আইনগত অবস্থান ঠিক থাকবে।

▶ নিবন্ধন নবায়নের কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

না, কিন্তু বার্ষিক লাইসেন্স ফি অবশ্যই প্রদান করতে হয়।

▶ আর্থিক বিধি-নিষেধ ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিধানগুলো কি কি?

প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, এমআরএ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ করবে। নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত এমএফআইগুলিকে পর্যায়ক্রমে অনলাইনে প্রয়োজনীয় ডেটা বা উপাত্ত জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

ক) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী বৎসরের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে বার্ষিক হিসাব বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন করবে এবং বার্ষিক লাভ-লোকসান হিসাব ও লিখিত আকারে জমা খরচের বিস্তারিত বিবরণের শীট প্রস্তুত করবে এবং তার একটি কপি এমআরএ এর নিকট দাখিল করবে।

খ) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তার হিসাব রক্ষণ বিষয়ে এমআরএ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে।

গ) এমএফআইগুলি আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণ বা অনুদান এমআরএ দ্বারা অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না।

ঘ) এমএফআইগুলো অবশ্যই আর্থিক সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমার মধ্যে আর্থিক সংস্থার নিকট প্রতিবেদন জমা দিবে এবং প্রদত্ত ঋণ বা অনুদান সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রম, এলাকা পরিদর্শন এবং রেকর্ড বা দলিলপত্র পরীক্ষা করার বিষয়ে সহযোগিতা করবে।

ঙ) সকল ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হলো এমআরএ আইনের শর্ত অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র জনসাধারণকে ঋণ সহায়তা প্রদান, তাদের পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান, সদস্যদের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, ঋণ বা অনুদান গ্রহণ, উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করা, পরিসেবার মূল্য গ্রহণ এবং ঋণ গ্রহীতা এবং সদস্যদের জন্য বীমা পরিসেবা সরবরাহ করার কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব থাকবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এই ধারার বিধান ও এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম গ্রহণ, লেন-দেন, শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে বা অন্য কোন প্রকার সেবা প্রদান করতে পারবে না [ধারা ২৪]।

চ) বিদেশি অনুদান পাওয়ার জন্য এমএফআই এর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধিত হতে হবে।

ছ) প্রত্যেক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের একটি সংরক্ষিত তহবিল থাকবে এবং উক্ত তহবিল নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। এমআরএ এর লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে সংরক্ষিত তহবিল হতে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

জ) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এমআরএ এর অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন লভ্যাংশ প্রদান করতে পারবে না। কর মওকুফ বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কোন লভ্যাংশ বিতরণ করতে পারবে না।

ঝ) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এর সদস্য ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে কোন আমানত গ্রহণ করতে পারবে না। কোন সদস্যের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করলে উক্ত সদস্যকে তাৎক্ষণিকভাবে আমানত গ্রহণের প্রমাণস্বরূপ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তিকে প্রদত্ত পাশ বহিতে যথাযথ এন্ট্রি প্রদানসহ রশিদ প্রদান করবে।

ঞ) কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে আমানত ব্যবহার বা বিনিয়োগ করতে পারবে না, অথবা ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন খাতে আমানত বিনিয়োগ করতে পারবে না।

▶ প্রশাসনিক এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলি কী কী?

সাধারণ পর্ষদের গঠন ও কার্যাবলির জন্য বিশেষ বিধি নিম্নরূপঃ

১. প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ পর্ষদ থাকবে।

২. সাধারণ পর্ষদে সংগঠনের উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে সর্বনিম্ন ১৫ এবং সর্বাধিক ৩১ জন সদস্য মনোনীত হবে, যাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই জন নারী সদস্য থাকবে।

৩. সাধারণ পর্ষদ ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালাগুলোর চূড়ান্ত অনুমোদন দিবে।

৪. সাধারণ পর্ষদ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজেট অনুমোদন করবে এবং বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য বাহ্যিক অডিটের নিয়োগ করবে।

৫. সাধারণ পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অডিট করা আর্থিক প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন করবে।

পরিচালনা পর্ষদের গঠন ও কার্যাবলিঃ

১. প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে।
২. পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ হবে তিন বছর এবং সর্বনিম্ন পাঁচ জন এবং সর্বোচ্চ দশ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হবে যাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই জন নারী সদস্য থাকবে।
৩. সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবে।
৪. পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন, যিনি পদাধিকারবলে সাধারণ সংস্থারও চেয়ারম্যান হবে।
৫. কোন ব্যক্তি পর পর তিন মেয়াদের অধিক পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হতে পারবে না।
৬. পরিচালনা পর্ষদ এমন নীতিমালা তৈরি করবে যা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার আইন ও বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।
৭. পরিচালনা পর্ষদ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের জন্য বাজেট তৈরি করবে এবং সাধারণ পর্ষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাঃ

১. প্রতিটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিয়োগ করবে যিনি পরিচালনা পর্ষদের সচিব এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

২. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতন এবং ভাতার অধিকারী হবে।

৩. সিইও সংগঠনের বিধিবিধানের এখতিয়ারের মধ্যে থেকে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।

৪. সিইও সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আলাদাভাবে বেতন এবং ভাতা বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধা ভোগ করবে না।

এমআরএ লাইসেন্স সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্থানান্তরযোগ্য নয়। কোনও এমএফআই এমআরএ এর পূর্ব অনুমোদন ছাড়া তার গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, সংশোধন, প্রসারিত বা বাতিল করতে পারবে না।

অভ্যন্তরীণ পরিচালনা পদ্ধতিঃ

১. এমআরএ যদি মনে করে যে, কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক ও আমানতকারীর জন্য ক্ষতিকর কার্যক্রম রোধকল্পে বা এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বা জনস্বার্থে অপসারণ করা প্রয়োজন, তা হলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়, কারণ লিপিবদ্ধ করে, আদেশ দ্বারা উক্ত চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে।

২. আইনের ৩৫ ধারা অনুসারে, লাইসেন্স ব্যতীত বা লাইসেন্স বাতিলের পরেও যদি কোনও ব্যক্তি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়; বা সনদ প্রাপ্তির জন্য পেশকৃত আবেদনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করলে; বা সনদে উল্লিখিত কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে; বা এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ উপেক্ষা করে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করলে; বা এই আইন বা বিধির অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করলে; বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করলে; বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে, উল্লিখিত ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক ৫০০,০০০ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হতে পারে।

৩. এই আইনের অধীন কোন পরিদর্শন, তদন্ত বা অডিটকালে কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী জিজ্ঞাসাবাদে বাঁধা দিলে বা অসত্য সাক্ষ্য দিলে, কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীনে যুক্তিসংগত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করে, এককালীন অনধিক এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা করতে পারবে।

৪. কোন ব্যক্তি এই আইন বা তার দ্বারা প্রণীত কোন বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত লঙ্ঘন বা কৃত অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়ের না করে উক্ত লঙ্ঘন বা অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় অনধিক ৫০০,০০০ টাকার প্রশাসনিক জরিমানা করতে পারবে।

৫. এমআরএ কোনও সন্দেহভাজন কার্যক্রম বুঝতে পারলে যে কোনও এমএফআই-তে তদন্ত পরিচালনা করতে পারে। উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এমন যে কোন জায়গায় প্রবেশ করে তল্লাশী করতে বা সংশ্লিষ্ট দলিল, নথিপত্র, বহি, হিসাব ও রেকর্ডপত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

▶ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য কি কোনও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। একই ব্যক্তি একসাথে পাঁচটির অধিক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদের সদস্য হতে পারবে না। কোনও বেতনভুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সাধারণ পর্ষদ বা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হতে পারবে না [ধারা ২৭]।

দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে বা কোন সময় দেউলিয়া ছিল বা নৈতিকতা বিষয়ক কোন অপরাধ বা দুর্নীতি বা তহবিল সংক্রান্ত তদরুপ কাজ করেছে এমন কোন ব্যক্তি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রধান অর্থ কর্মকর্তা নির্বাচিত বা নিযুক্ত হতে বা থাকতে পারবে না।

মাতা-পিতা, কন্যা-পুত্র, স্ত্রী-স্বামী এবং সহোদর ভাই-বোন একই সাথে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হতে পারবে না এবং একই প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যৌথ স্বাক্ষরকারীও হবে না।

তহবিলের উৎসসমূহ

▶ তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ কী কী?

এমএফআইগুলির জন্য অনুদানের অনুমতিযোগ্য উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

ক) স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত চুক্তির অধীনে সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত অনুদান;

খ) অনুমোদিত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক অনুদান (আর্ন্তজাতিক অনুদান অবশ্যই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত);

গ) ঋণগ্রহীতাদের থেকে প্রাপ্ত আমানত;

ঘ) আইনত স্বীকৃত স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণ (দ্রষ্টব্য: বিদেশি উৎস থেকে প্রাপ্ত সকল ঋণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার অনুমতি সাপেক্ষে);

ঙ) ঋণ প্রদান সংক্রান্ত সেবা থেকে প্রাপ্ত আয়;

চ) এমএফআই এর সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত সদস্য ফি থেকে প্রাপ্ত আয়;

ছ) সহযোগী সংস্থার লাভজনক আয়;

জ) ব্যাংক আমানত এবং দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত সুদ;

ঝ) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রদত্ত গৃহ ঋণ এবং পরিবহণ ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুদ;

ঞ) বাদ দেওয়া ঋণ বা অন্য কোন সম্পদ বিক্রি হতে আয়; এবং

ট) এমআরএ কর্তৃক নির্ধারিত আয়ের অন্যান্য খাতসমূহ।

সংস্থার নিবন্ধন বাদ দেওয়া এবং বাতিলকরণ

▶ আইন কি স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় উভয় ধরণের বিলুপ্তিকেই স্বীকৃতি দেয়?

হ্যাঁ, তবে স্বেচ্ছায় বিলুপ্তির জন্য এমআরএ এর অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

▶ অনিচ্ছাজনিত বিলুপ্তির ক্ষেত্রগুলো কি কি?

এমআরএ নিম্নলিখিত কারণে লাইসেন্স বাতিল করতে পারেঃ

ক. লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী লঙ্ঘন;

খ. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাদ দেওয়া বা তার কার্যক্রম বন্ধ করা হলে;

গ. লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বা নথি সরবরাহ করলে;

ঘ. এমনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা যাতে আমানতকারীদের স্বার্থহানি হয়;

ঙ. আইনের ধারা ৪৪ (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া; এবং

চ. আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য প্রতিষ্ঠানটি দন্ডিত হলে।

যদি এমএফআই এর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায় এবং এমএফআই তার দায় পরিশোধে অক্ষম হয়, বা এমএফআই কে ২০০৬ এর এমআরএ আইনের কোনও বিধান লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা করা হয় সেক্ষেত্রে এমআরএ এর আবেদনের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের আদেশে এমএফআই এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

লাইসেন্স বাতিল করার পূর্বে এমআরএ দ্বারা অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করতে হবে; লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পরে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আর কোনও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না।

▶ লাইসেন্স বাতিল হয়েছে এমন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কি আদালতে আপিল করতে পারে?

এমএফআই বাতিল নোটিশ জারির ৩০ দিনের মধ্যে এমআরএ-তে আবেদন করতে পারবে। এই জাতীয় আপিলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এমআরএ কর্তৃক নেওয়া সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

▶ স্বেচ্ছায় সংস্থার কার্যক্রম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলুপ্তিকরণ পদ্ধতি কি?

স্বেচ্ছায় এমএফআই এর লাইসেন্স বাতিলের জন্য অবশ্যই এমএফআই এর তিন-পঞ্চমাংশ বা তার অধিক সদস্যকে এমআরএ-তে আবেদন করতে হবে। এমআরএ আবেদনটি বিবেচনা করে সংস্থাটির এমএফআই লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে আদেশ দিতে পারে।

যে কোনও এমএফআই এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমআরএ সংস্থাটির এমএফআই-সম্পর্কিত সম্পদের বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

দ্বিতীয় ভাগ

সিএসও এবং এর কার্যক্রমকে প্রভাবিত করা অন্যান্য আইন

অধ্যায় এগারো

কর আইন

▶ সিএসওগুলিকে কি আয়কর দিতে হবে?

সাধারণত, সকল সিএসওগুলি ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের আওতায় কর্পোরেট আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে রয়েছে অনুদান, দান, উপার্জিত আয় যা অলাভজনক বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু, সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট এমএফআই গুলো অব্যাহতি না পেলে, লাভ-উপার্জনের কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আয় অবশ্যই দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে এবং লভ্যাংশ আকারে কোনও ব্যক্তিকে বিতরণ করা যাবে না।

তদুপরি, একটি সমবায় সমিতির নিম্নলিখিত আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবেঃ

ক) পণ্য বা উৎপাদিত বস্তু বিক্রয়, অর্থ ঋণদান, বা সরাসরি সেই সমবায় সমিতির সদস্যদের সম্পত্তি অথবা জমি ভাড়া দেওয়া এবং সেই সদস্যদের কর্তৃক ব্যক্তিগত ব্যবহার দ্বারা উৎপাদিত আয়;

খ) নিম্নোক্ত কার্যক্রম দ্বারা প্রাপ্ত সমবায় সমিতির মোট আয়ঃ

১. কৃষি বা পল্লী ঋণ;

২. কুটির শিল্প;

৩. সমবায় সমিতির সদস্যদের দ্বারা উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিপণন;

৪. সমবায় সমিতির সদস্যদের কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে কৃষি সরঞ্জাম, বীজ, গবাদি পশু বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়; অথবা

৫. সমবায় সমিতির সদস্যদের দ্বারা উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিপণনে যে সকল পণ্য প্রযুক্তিগত বা কারখানায় উৎপাদন হয় না কিন্তু সাধারণ কৃষি কাজের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়;

গ) অন্যান্য সমবায় সমিতির বিনিয়োগ থেকে সুদ এবং লভ্যাংশ থেকে আয়; এবং

ঘ) সমবায় সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিকট উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা বা সহায়তা করার জন্য সদস্যদের নিকট সংরক্ষণাগার বা গুদাম ভাড়া থেকে আয়।

▸ সিএসও এর মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনা কি?

সাধারণত, সিএসও গুলোকে পণ্য ও পরিসেবা ক্রয় করার সময় ভ্যাট প্রদান করতে হয়। যদি এনবিআর কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত না হয়, সকল সিএসও গুলো আইন অনুযায়ী (মূল্য সংযোজন কর এবং পরিপূরক শুল্ক আইন, ২০১২, ভ্যাট রেগুলেশন ২০১৫ এবং ভ্যাট এসআরও ২০১৯) উৎসে ভ্যাট কর্তন করবে এবং বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় ভ্যাট কর্তনের রশিদসহ জমা দিতে হবে। সাধারণ ভ্যাট হার ১৫%।

সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে কিছু দাতা তহবিল (ইউএসএআইডি থেকে প্রাপ্তগুলিসহ) ভ্যাট থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এনবিআর অনুমোদিত দাতাদের ভ্যাট কুপন সরবরাহ করে যা এই দাতাদের কাছ থেকে তহবিল গ্রহণকারী সিএসওগুলিকে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং পরিসেবা ক্রয় করার সময় ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়।

▶ দাতারা কি সিএসওগুলিতে অনুদানের জন্য কোনও কর ছাড় প্রাপ্ত হয়?

কর্পোরেশন এবং ব্যক্তি উভয়ই অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক অনুমোদিত ২২ ধরণের জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে প্রদেয় অনুদানের জন্য কর রেয়াতের আবেদন করতে পারবে। এই অনুদান গুলোর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধাশ্রমের জন্য অনুদান, বনায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যত্ন, খাবার পানির ব্যবস্থা, অনাথ ও পথশিশুদের জন্য শিক্ষা, চরম দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য। কর্পোরেট দাতারা তাদের অনুদানের বিপরীতে করযোগ্য আয়ের ১০% রেয়াত পেতে পারে। ব্যক্তিগত দাতারা তাদের অনুদানের বিপরীতে করযোগ্য আয়ের ২০% রেয়াত পেতে পারে, তবে উভয় ক্ষেত্রেই তা ১ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবে না। এনবিআর এর পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে কর রেয়াতের আবেদন করতে হবে।

অধ্যায় বারো

সিএসও এবং এর কার্যক্রমগুলিকে প্রভাবিত করা অন্যান্য জাতীয় আইন এবং নির্দেশিকা

প্রায় সকল জাতীয় আইনই সিএসও-তে পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে- শ্রম আইন, অভিবাসন আইন, নিবন্ধনকরণের প্রয়োজনীয়তা, কর, অর্থ সংগ্রহের বিধি, ফৌজদারি আইন ইত্যাদি। নিম্নে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজগুলিকে প্রভাবিত করে এমন কিছু আইনি এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য জেলাগুলির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিবেচনা করে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে, যার ফলে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (সিএইচটি-চিটাগাং হিল ট্রাক্স্) গঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে কাজ করার জন্য সিএইচটি বিষয়ক মন্ত্রণালয় রয়েছে। সিএইচটিতে কর্মরত সিএসওগুলিকে সিএইচটি আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সিএইচটি আঞ্চলিক পরিষদে নিবন্ধন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে, পাশাপাশি সিএইচটি-তে কাজ করার জন্য অনাপত্তি সার্টিফিকেট (এনওসি) প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আহ্বায়ক এবং জেলা প্রশাসক কমিটির সদস্য সচিব হবেন। এনজিওগুলিকে অবশ্যই নিয়মিত তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিটির আহ্বায়ককে জমা দিতে হবে।

বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৬ (এফডিআরএ ২০১৬) সিএইচটি-তে কার্যক্রম পরিচালনা করা এনজিও গুলোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে নির্দেশ করেঃ

১. সিএইচটি-তে এনজিওদের নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক পরিষদের নির্দেশনা অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সিএইচটি আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুযায়ী তাদের সাথে আলোচনা করবে। স্থানীয় সিএসওগুলির কোনও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিএইচটি আঞ্চলিক পরিষদের কাছ থেকে সরাসরি অনুমোদনের প্রয়োজন।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকার নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, ধর্ম, কৃষ্টির প্রতি যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করবে এবং এর উপর আঘাত আসতে পারে এরকম কোন প্রচার প্রচারনা বা কার্যক্রম পরিচালনা করবে না, বরং এগুলোর সাথে সমন্বয় রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলাসমূহে কর্মরত এনজিও কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয় তদারকী করবে। নির্দিষ্ট সময়ে বা প্রকল্প মেয়াদ সমাপ্তির পর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অধিদপ্তর এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত এলাকায় সংশ্লিষ্ট এনজিও'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে পারবে।

অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এমএলপিএ, ২০১২) এবং অর্থপাচার প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩

এনজিও/এনপিওগুলো (অলাভজনক সংস্থা) কে ৩০/০৯/২০১০ ইং তারিখে অর্থপাচার প্রতিরোধ আইনের অধীনে রিপোর্টিং সংস্থা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মানি লন্ডারিং প্রোটেকশন অ্যাক্ট (এমএলপিএ), ২০১২ এর ধারা ২ (প) অনুযায়ী 'বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা' (এনজিও) অর্থ সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০; স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১; বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৭৮; বৈদেশিক অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২; মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথোরিটি আইন, ২০০৬ এর অধীন অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যারা- (ক) স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে; এবং/অথবা (খ) যে কোন ধরণের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে।
এমএলপিএ, ২০১২ এর ধারা ২ (ঙ) এবং এটিএ, ২০০৯ এর ধারা ২ (২৩) অনুসারে, 'অলাভজনক সংস্থা' (এনপিও) অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ এর অধীনে নিবন্ধিত কোনও প্রতিষ্ঠান।

এমএলপিএ, ২০১২ এর অধীনে এনজিও এবং এনপিও সহ প্রতিবেদন জমাদানকারী সংস্থাসমূহের নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব থাকবেঃ

ক) গ্রাহকদের সম্পূর্ণ এবং সঠিক তথ্য বজায় রাখা;

খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হলে বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

গ) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করা; এবং

ঘ) বিএফআইইউ-তে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (এসআরটি) জমা দেওয়া।

এমএলপিএ, ২০১২ এর অধীনে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ জারি করা হয়েছিল। বিধিগুলোতে আইনটির যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ এর অধীনে এনপিও/ এনজিও সমূহ নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে [বিধি ২৭], যথাঃ

ক. নিজস্ব লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ;

খ. সংস্থার কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি, দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সহ উল্লিখিত সংরক্ষিত তথ্যাদি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা;

গ. নিজস্ব বৈদেশিক শাখার (যদি থাকে) কার্যক্রম ও কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

ঘ. নিয়োগের আগে নির্বাচিত প্রার্থীদের পরিচিতিমূলক সহায়ক তথ্য, প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য জড়িত থাকার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই;

ঙ. গ্রাহকদের (যে কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অন্যান্য এনপিও/ এনজিও বা অন্য কোনও সংস্থা) পরিচিতিমূলক সহায়ক দলিলাদিসহ সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গ্রাহকের সহিত সম্পর্ক অবসান হওয়ার তারিখ থেকে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসর উক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ;

চ. প্রয়োজনীয় সহায়ক দলিলাদি সহ অডিট করা বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ন্যূনতম পাঁচ বৎসর সংরক্ষণ;

ছ. সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে হবে;

জ. সকল তহবিলের ব্যয় এনপিও/ এনজিও এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মর্মে নিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্যে বার্ষিক স্বতন্ত্র অডিট পরিচালনা করতে হবে;

ঝ. সন্ত্রাসবাদের অর্থ পাচার এবং অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে ত্রৈমাসিক বৈঠক করবে এবং তাদের সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করবে। এ সকল সভা এবং পরিচালিত প্রশিক্ষণের নথিপত্র সংরক্ষণ করবে;

ঞ. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসিআর - ১২৬৭ এবং ইউএনএসসিআর - ১৩৭৩ সহ অন্যান্য সকল সভার কার্যবিবরণী বা সিদ্ধান্তসমূহের লিখিত বিবরণ) তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোনো তহবিল গ্রহণ করবে না;

ট. ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এর অধীন কোনো দেশ বা দেশের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে তহবিল গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় তদন্ত তরান্বিত (এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স) নিশ্চিত করা;

ঠ. দাতাগণের পরিচিতিমূলক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

ড. বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, দান বা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করবে, ছাড়পত্রটি সংরক্ষণ করবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত দাতার কোনও অনুদান ফেরত দেবে না।

গ. এনপিও/ এনজিও এর করণীয়ঃ

১. গ্রাহককে প্রদত্ত তহবিল যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এনপিও/ এনজিও গুলো তাদের নিকট কোনো ঘটনা বা লেনদেন সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত হলে বা ধারণা হলে উহা বিএফআইইউ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অতিসত্ত্বর বিএফআইইউ বরাবরে রিপোর্ট করা;

২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান ব্যবস্থার সহিত সাংঘর্ষিক কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো দাতা কর্তৃক অনুরোধ প্রাপ্ত হলে বা অন্য কোনো সন্দেহ থাকলে অবিলম্বে তা বিএফআইইউ বরাবরে রিপোর্ট করা;

ত. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুরোধকৃত তথ্য এবং অন্যান্য কাগজপত্র/ নথি সরবরাহ করবে।

এমএলপিএ, ২০১২ আইন অমান্যের দন্ড

এমএলপিএ, ২০১২ এর ২৫ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে, যদি কোনও প্রতিবেদনকারী সংস্থা এমএলপিএ, ২০১২ এর ২৫ ধারার উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকঃ

১. রিপোর্টিং সংস্থাকে কমপক্ষে ৫০,০০০ টাকা, কিন্তু ২,৫০০,০০০ টাকার অধিক নয় জরিমানা আরোপ করতে পারে; এবং

২. উল্লিখিত সংস্থা বা এর যে কোনও শাখা, পরিসেবা কেন্দ্র, বুথ, বা এজেন্টদের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে বা, ক্ষেত্রমতে, সংস্থাটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবে।

উল্লিখিত বিধানগুলির পাশাপাশি এমএলপিএ, ২০১২ এর ২৩ অনুচ্ছেদে জরিমানার জন্যও কিছু বিধান রয়েছে। এগুলো হলোঃ

১. যদি কোনও রিপোর্টিং সংস্থা এই বিভাগের আওতায় সময় মতো চাহিদা মাফিক তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। যদি কোনও সংস্থাকে এক আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা করা হয়, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিত সংস্থা বা এর যে কোনও শাখা, পরিসেবা কেন্দ্র, বুথ, বা এজেন্টদের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে বা, ক্ষেত্রমতে, সংস্থাটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবে।

২. যদি কোনও রিপোর্টিং সংস্থা এই বিভাগের আওতায় চাহিদা মাফিক তথ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা তথ্য বা বিবৃতি সরবরাহ করে, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সর্বনিম্ন ২০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। যদি কোনও সংস্থাকে এক আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি জরিমানা করা হয়, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিত সংস্থা বা এর যে কোনও শাখা, পরিসেবা কেন্দ্র, বুথ, বা এজেন্টদের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে বা, ক্ষেত্রমতে, সংস্থাটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবে।

৩.	এই আইনের অধীনে যদি কোনও রিপোর্টিং সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া কোনও নির্দেশনা মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য ১০,০০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। যদি কোনও সংস্থা এক আর্থিক বছরে তিনবারের বেশি এ কাজ করে, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিত সংস্থা বা এর যে কোনও শাখা, পরিসেবা কেন্দ্র, বুথ, বা এজেন্টদের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে বা, ক্ষেত্রমতে, সংস্থাটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবে।

৪.	এমএলপিএ, ২০১২ এর উপ-ধারা ২৩ (১) এর ধারা (গ) এর অধীনে কোনও রিপোর্টিং সংস্থা যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের লেনদেন স্থির বা স্থগিত করার ক্ষেত্রে জারি করা আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এধরণের সংস্থার ব্যাংক হিসাবে থাকা টাকার সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করতে পারে, কিন্তু তা কোন ভাবেই ব্যাংক হিসাবে থাকা টাকার চেয়ে দ্বিগুন হতে পারবে না।

৫.	এই আইনের ধারা ২৩ এবং ২৫ এর অধীনে যে কোনও ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্টিং সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারা আরোপিত কোনও জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সত্তা, বা রিপোর্টিং সংস্থার নামে রক্ষিত অ্যাকাউন্ট থেকে জরিমানা আদায় করতে পারে, এবং কোন অনাদায়ী অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক তা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে পারে এবং আদালত সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৬. যদি কোনও রিপোর্টিং সংস্থাকে উপ-ধারা ২৩ (৩), (৪), (৫) এবং (৬) এর অধীনে জরিমানা করা হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্বশীল মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, বা সংস্থার চুক্তি ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বনিম্ন ১০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে, এবং প্রয়োজন হলে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারে।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯

এনজিও/এনপিওগুলিকে ১৭/০১/২০১২ ইং তারিখে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের (এটিএ) অধীনে রিপোর্টিং সংস্থা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটিএ, ২০০৯ এর ধারা ২ (২৩) এবং ২ (২৪) এর অধীনে “অলাভজনক সংস্থা” এবং “বেসরকারি সংস্থা” এর আইনি সংজ্ঞাগুলি এমএলপিএ, ২০১২ এ যথাক্রমে ধারা ২ (ই) এবং ২ (র) এ একই রকম রয়েছে। (দেখুন পৃষ্ঠা ৫৭)

এটিএ, ২০০৯ (২০১৩ সালে সংশোধন) এর অধীনে এনজিও এবং এনপিও সহ প্রতিবেদন জমাদানকারী সংস্থাসমূহের নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব থাকবেঃ

ক) সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও দায়িত্ব গ্রহণ;

খ) বিএফআইইউ-তে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (এসআরটি) জমা দেওয়া;

গ) পরিচালনা পর্ষদ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করবে; এবং

ঘ) পরিচালনা পর্ষদ বিএফআইইউ এর দিকনির্দেশনার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করবে।

এই আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিশদ প্রক্রিয়া বর্ণনা করে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ জারি করা হয়েছে। এনজিও/ এনপিওগুলোর জন্য সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এর অধীনে কোনও অতিরিক্ত নির্দেশনা জারি করা হয়নি।

এটিএ, ২০০৯ এর আওতায় দন্ড

এটিএ, ২০০৯ এর ধারা ১৬ (৩) অনুসারে, যদি কোনও রিপোর্টিং সংস্থা ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন বিধানগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়ঃ

- উল্লিখিত রিপোর্টিং সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অনধিক ২,৫০০,০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকবে এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের মধ্যে উল্লিখিত সংস্থা বা এর যে কোনও শাখা, পরিসেবা কেন্দ্র, বুথ, বা এজেন্টদের কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করতে পারে বা, ক্ষেত্রমতে, সংস্থাটির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন বা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবে।

ধারা ১৬ (৪) অনুসারে, রিপোর্টিং সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ, বা পরিচালনা পর্ষদের অনুপস্থিতিতে কোনও প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই ডাকা হোক না কেনো, ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হনঃ

- পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, অথবা প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অনধিক ২,৫০০,০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করতে দায়বদ্ধ থাকবে, এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যক্তিকে তার কার্যালয় থেকে অপসারণ করতে পারে বা ক্ষেত্রমতে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবে।

ধারা ১৬ (৫) অনুসারে, যদি কোনও রিপোর্টিং সংস্থা উপ-ধারা (৩) এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত কোন জরিমানা প্রদান করতে বা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় বা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দ্বারা, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, উপ-ধারা (৪) এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা প্রদান করতে বা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক রিপোর্টিং সংস্থা থেকে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত যে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উক্ত টাকা আদায় করতে পারবে। এবং কোন অনাদায়ী অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক তা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এই আইনটির বিধিমালার অধীনে নাগরিকরা তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারে এবং যদি তারা সরকারের জবাবে সন্তুষ্ট না হন তবে আপিল প্রক্রিয়া রয়েছে। আইনটি নাগরিকদের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রতিটি সরকারি অফিস থেকে তথ্যের জন্য অনুরোধ করার অনুমতি দেয়। এই আইনটি বেসরকারি সংস্থা, যেমন কোম্পানির, সরকারের তহবিলে পরিচালিত কার্যক্রমের তথ্য প্রদানকে বাধ্য করে। এটি বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) কেও অন্তর্ভুক্ত করে যারা সরকারি বা বৈদেশিক সহায়তা থেকে তহবিল গ্রহণ করে।

যে কোনও সংস্থাকে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোনো স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাবনা, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন উপকরণ, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যেকোন তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উপরন্তু, কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে। এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে। সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।

এই আইনে আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা যায় না এবং এক্ষেত্রে তথ্যের সংরক্ষণের জন্য জোর দেওয়া হয় যেখানে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের তালিকা এবং সূচিপত্রসমূহ প্রস্তুত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। আইন কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে জোর দিয়েছে যা যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক লোক সেবা ব্যবহার করতে পারবে। তথ্য অধিকার (প্রকাশনা ও প্রচার) বিধিমালায়, তথ্য প্রকাশের সময়সীমা এবং তথ্য প্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

আইনের ধারা ১০ অনুযায়ী এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে এবং পরে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ এই আইন জারীর ৬০ দিনের মধ্যে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা (ডিআইও) নিয়োগ করবে। এছাড়াও, আইন কার্যকর হওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত প্রতিটি অফিসে একজন করে ডিআইও/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা উক্তরূপ নিয়োগ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা বাড়াতে এবং ডিজিটাল অপরাধ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সমর্থন করার জন্য প্রণীত হয়েছিল। এই আইনটি সামাজিক মাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থার মতো সিএসও-র কাজগুলিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে এবং অন্যান্য সিএসও-র মত প্রকাশের অধিকারের বৈধ অনুশীলনকেও শাস্তির আওতায় আনতে পারে। আইনের বিধান অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যাহত করতে পারে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এমন কোন বিবৃতি অনলাইনে প্রচার করলে দীর্ঘ সময়ের জন্য কারাদন্ড বা অর্থদন্ড হতে পারে।

আইনের আওতায় বিভক্ত বিধিমালাগুলো যা সিএসওগুলোর মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করতে পারেঃ

- ধারা ২১ "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা জাতির পিতার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা ও প্রচারণা" চালালে অনধিক যাবজ্জীবন (১৪ বছর) কারাদণ্ডের অনুমোদন দিয়েছে।
- ধারা ২৫ (ক) "আক্রমণাত্মক বা ভীতিজনক" তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অনধিক তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের অনুমোদন দিয়েছে- পূর্ণাঙ্গ পরিভাষা আইনে সংজ্ঞায়িত হয়নি।

- ধারা ২৮ "ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত দেয়" এমন বিবৃতির জন্য অনধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের অনুমোদন দিয়েছে।
- ধারা ৩১ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোনও বিবৃতি অনলাইনে প্রচার করার জন্য অনধিক ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান আরোপ করেছে।
- ধারা ৩১ এ আরো অন্তর্ভুক্ত আছে "বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে" এমন বিবৃতি।
- ধারা ২৯ বাংলাদেশের দন্ডবিধির বিধান অনুসারে অনলাইনে মানহানি করাকে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

এই আইন অনলাইনে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত "দেশের বা উহার কোনো অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে", তাহলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীকে উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষেত্রে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে এবং কোনো পুলিশ কর্মকর্তার যদি এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, "এই আইনের অধীনে কোনও অপরাধ" করা হয়েছে বা করা হচ্ছে তাহলে সে ওয়্যারেন্ট ছাড়াই তল্লাশী এবং গ্রেফতার করতে পারবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার বা সততার কৌশল (এনআইএস) ২০১২

'ভিশন ২০২১' লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি সহযোগী উদ্যোগ হিসেবে দ্বিতীয় জাতীয় শুদ্ধাচার বা সততার কৌশল (এনআইএস) ২০১৭-২০২১ গ্রহণ করেছে (https://cabinet.gov.bd/site/page/7d7633ee-62b1-4d12-8e14-6590ae973106/National-Integrity-Strategy-)। এনআইএস এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে যে সততার বিষয়টি সকল প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে নিশ্চিত করা উচিত।

শীর্ষস্থানীয় এনজিওগুলি (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সমন্বয়ে), এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সহযোগিতায় এনজিওগুলোর জন্য এনআইএস বাস্তবায়নের একটি খসড়া পরিকল্পনা পদ্ধতি তৈরি করেছে, যা সরকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বিভিন্নভাবে এই বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পদ্ধতি এনজিওসমূহের জন্য ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিওগুলির মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক ইভেন্ট পরিচালনা করেছে এবং একটি খসড়া গাইডলাইন তৈরি করেছে। এনজিওসমূহ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জাতীয় সততার কৌশল ইউনিট (এনআইআইইউ) এর সাথে সংলাপের মাধ্যমে গাইডলাইনটি খসড়া করা হয়েছিল যেখানে এনজিওগুলোকে তাদের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে সততার প্রচারের প্রতি সংবেদনশীল করা এবং এনজিওগুলোর জন্য এনআইএস গাইডলাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। গাইডলাইনটিতে ছয়টি কর্ম পরিকল্পনা রয়েছেঃ

ক. গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সংলাপের প্রচার;

খ. এনজিও গুলোতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি;

গ. এনজিও গুলোর জন্য সততার কৌশল প্রবর্তন;

ঘ. এনজিওগুলির জন্য একটি আদর্শ হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন;

ঙ. কর্মকর্তা এবং পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ সংক্রান্ত স্বচ্ছ নীতি বা নিয়মের প্রবর্তন; এবং

চ. এনজিওসমূহ এবং সরকারের কাজের মধ্যে সদৃশ্য এড়ানো।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কনভেনশন (ইউএনসিএসি)

২০০৭ সালে বাংলাদেশ ইউএনসিএসি-র একটি সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং তাই ধারা ১৩- সমাজের অংশগ্রহণ এর অধীনে সরকার দুর্নীতি দমন আন্দোলনে নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য জায়গা তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউএনসিএসি এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হিসেবে সরকার ২০০৯ সালে সংশ্লিষ্ট অ্যাক্টরদের (বিবেচিত অ্যাক্টরদের মধ্যে সরকার, সংসদ, পর্যবেক্ষণ সংস্থা, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি পরিবারগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল) সম্বোধন করে এবং প্রশাসনের উন্নতিতে ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও কর্তব্যগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার জন্য এবং পাশাপাশি পর্যালোচনা প্রক্রিয়াটির বিশ্বাসযোগ্যতা এবং কার্যকারিতার জন্য ইউএনসিএসি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজ সংস্থার অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলি বিভিন্নভাবে এই প্রক্রিয়াটিতে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার জন্য দায়বদ্ধ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ এর এজেন্ডা

জাতিসংঘের দলিল, ট্রান্সফরমিং আওয়ার ওয়ার্ল্ডঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এর এজেন্ডাতে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজ সংস্থা (সিএসও) ভূমিকা সম্পর্কে একটি উৎসর্গীকৃত লক্ষ্য (স্টেকহোল্ডার অংশীদারিত্বের উপর) এবং একটি সুস্পষ্ট ধারা (পর্যালোচনা পদ্ধতি) রয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারও (জিওবি) এসডিজি বাস্তবায়নে সিএসও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), তার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নথিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) একীভূতকরণ করেছে যেখানে বলা হয়েছে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ সংস্থাসহ সকল স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য বিশ্বজুড়ে গৃহীত ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে অবদান রাখতে ‘এসডিজি এর জন্য নাগরিকদের প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ’ জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা নাগরিক সমাজ সংস্থার একটি উদ্যোগ। এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) সরবরাহ এবং এটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

সরকার সিএসও সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে “সমগ্র সমাজ” পদ্ধতির অনুসরণ করে কাজ করছে। বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে ‘স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের’ অংশগ্রহণের বিষয়ে এনজিও, সিএসও, ব্যবসায়, উন্নয়ন অংশীদার, জাতিগত সংখ্যালঘু, পেশাদার গোষ্ঠী, শ্রম সমিতি, নারী সমিতি এবং মিডিয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল স্টেকহোল্ডার বা অংশীদারদের থেকে আরও বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আলোচনা সভা গুলোতে সচেতনতা, আগ্রহ এবং প্রতিশ্রুতি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এছাড়া এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিওগুলিকে নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে বার্ষিক এসডিজি কর্ম পরিকল্পনা জমা দিতে হয়। কর্ম পরিকল্পনায় অর্থের উৎস নির্দিষ্ট করে এসডিজির সাথে সম্পর্কিত এনজিওর সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা

যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কার্যকর নীতি ও আইনি কাঠামোর অভাবে হাইকোর্ট ২০১০ সালে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য এবং যৌন হয়রানির জন্য অভিযোগ বক্স স্থাপনের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলগুলিকে নির্দেশনা জারি করেছিল। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক সকল এনজিও এবং অন্যান্য সিএসও এর জন্য যৌন হয়রানির অভিযোগ এবং প্রতিকার কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক।

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কাজ করা প্রায় সকল বড় বড় এনজিও এ লক্ষ্যে নীতিমালা তৈরি করেছে এবং তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো একটি কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে এবং তাদের অফিসে একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করেছে।

তৃতীয় ভাগ

সিএসওকে প্রভাবিত করা
আন্তর্জাতিক আইন এবং মানদন্ড

অধ্যায় তেরো

নাগরিক সমাজ সংস্থাকে প্রভাবিত করা আন্তর্জাতিক আইন ও নির্দেশিকা

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (ইউডিএইচআর) (১৯৪৮) এর ২০ নং ধারায় সংস্থার স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া হয়েছেঃ

১) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সংস্থা গঠনের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

২) কাউকেই কোনও সংস্থার সদস্য হতে বাধ্য করা যাবে না।

বাংলাদেশ ২০০০ সালে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) এ সম্মতি প্রদান ও অনুমোদন করায় এর বিধানগুলি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মেনে চলাবাধ্যতামূলক হয়। আইসিসিপিআর-এর ২২ নং অনুচ্ছেদে নিম্নের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছেঃ

১) প্রত্যেকেরই নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের এবং যোগদানের অধিকারসহ অন্যের সাথে মেলামেশার স্বাধীনতার অধিকার থাকবে।

২) আইন কর্তৃক নির্ধারিত এবং জাতীয় সুরক্ষা বা জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা বাহিনী (জনগণের আদেশ), জনসাধারণের সুরক্ষার স্বার্থে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় যেগুলি ব্যতীত, স্বাস্থ্য বা নৈতিকতা বা অন্যের অধিকার এবং স্বাধীনতার সুরক্ষা এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদে এ সকল অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ সদস্যদের আইনি নিষেধাজ্ঞাগুলি চাপানোতে বাধা দেওয়া হবে না।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলি সংস্থার স্বাধীনতার অধিকারকে শক্তিশালী করে। বাংলাদেশ এ ধরণের অনেকগুলি চুক্তি অনুমোদন করেছে। লক্ষণীয়ভাবেঃ

- বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিইএসসিআর)-এর অনুমোদন দিয়েছে। সিইএসসিআর-এর ৮ নং অনুচ্ছেদে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের এবং যোগদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে বর্ণগত বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ (সিইআরডি) অনুমোদন করেছে, যা "জাতি, বর্ণ বা জাতীয় বা জাতিগত উৎসের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য ছাড়াই" সংস্থায় যুক্ত হওয়ার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকারকে আরও সুরক্ষিত করে (অনুচ্ছেদ ৫)।
- একইভাবে, নারীদের বিরুদ্ধে সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণের সনদ (সিইডিএডব্লিউ)"দেশের সরকারি ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বেসরকারি সংস্থাগুলি এবং সমিতিতে অংশ নেওয়া ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে সুরক্ষা দেয়" (অনুচ্ছেদ ৭)। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সিইডিএডব্লিউ অনুমোদন করে।

- বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অব রাইট টু অর্গানাইজ (১৯৪৮) সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সনদ (৮৭ নং) অনুমোদন করে। আইএলও কনভেনশন পূর্ববর্তী অনুমোদন ছাড়াই নিজস্ব মতের পাশাপাশি শ্রমিক ও নিয়োগকারীদের সংস্থাসহ ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা ও যোগদানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। যা শ্রমিক এবং নিয়োগকারীদের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে অনুমোদিত হওয়ার অধিকার প্রদান করে (অনুচ্ছেদ ২ এবং অনুচ্ছেদ ৫)।

- শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত সনদ (সিআরসি) শিশুদের এবং যুবকদের অ্যাসোসিয়েশনের স্বাধীনতার অধিকারকে আরও অধিক সুরক্ষা প্রদান করে (অনুচ্ছেদ ১৫)। সকল অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সনদ (সিএমডব্লিউ) এর মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীরা এবং তাদের পরিবারগুলি আইনিভাবে প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্য যে কোনও সংস্থায় যোগদান করতে এবং অংশ নিতে পারে (অনুচ্ছেদ ২৬)। বাংলাদেশ ২০১১ সালে সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ (সিএমডব্লিউ) এবং ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সম্পর্কিত সনদ (সিআরসি) অনুমোদন করেছে।

- অবশেষে, বাংলাদেশ ২০০৭ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত সনদ (সিআরপিডি) অনুমোদন করেছে, যা এনজিও এবং সংস্থাগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গঠন, যোগদান এবং অংশগ্রহণের সমান অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করে (অনুচ্ছেদ ২৯)।

সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনের মাধ্যমে সংস্থার স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে, যা স্বীকৃত অধিকারের সীমাবদ্ধতার পরিমাণ হতে পারে সে সর্ম্পকিত কোনও বিধিবিধানের বিরুদ্ধে একটি অনুমান বা ধারণা রয়েছে। অতএব, সকলের সম্মতিক্রমে একটি স্বাধীন সংস্থার বিধিনিষেধটি বৈধ হয় যদি তা নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পূরণ করেঃ

১) এটি "আইন দ্বারা নির্ধারিত" - অর্থাৎ বিধিনিষেধটি আইনসভা সংস্থা কর্তৃক কার্যকর হয় যা কোন প্রশাসনিক আদেশে নয়; এবং কোনও ব্যক্তি বা সিএসওর পক্ষে বিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বিধান উল্লেখ রয়েছে;

২) এটি কেবলমাত্র চারটি অনুমতিযোগ্য কাজের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়- জাতীয় নিরাপত্তা বা জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতার সুরক্ষা, বা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার সুরক্ষা; এবং

৩) এটি "একটি গণতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয়" - এর অর্থ হল সীমাবদ্ধতার উপরে উল্লিখিত তালিকাভুক্ত বিষয়ের সাথে সমানুপাতিক এবং "ভিন্নতা, সহনশীলতা এবং মহানুভবতা" জন্য বিষয়টি ক্ষতিকর নয়।

আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্র এবং জাতিসংঘের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, বেশ কয়েকটি মূলনীতি সংস্থার স্বাধীনতার সুযোগ প্রদান করে। অন্যদের মধ্যে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ

- ব্যক্তি এবং দল নিবন্ধনভুক্ত না হয়েও কার্যক্রম পরিচালনা করতে স্বাধীন হওয়া উচিত এবং এটি অপরাধমূলক নিষেধাজ্ঞার বিষয় হওয়া উচিত নয়।
- একই সাথে, সংস্থাগুলির স্বেচ্ছাসেবীর ভিত্তিতে আইনি সত্তার অবস্থা অনুসন্ধান এবং সুরক্ষিত করার অধিকার রয়েছে।
- সংস্থাগুলির স্বাধীনতা কোনও সংস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কোনও একটি সংস্থার সারা জীবনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, একবার গঠিত হয়ে গেলে, সংস্থার অন্যায্য রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশ বা তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তভাবে পরিচালনার অধিকার রয়েছে।

সংস্থার স্বাধীনতা, সম্পদের অনুসন্ধান এবং সুরক্ষার সামর্থ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল নিবন্ধনভুক্ত নয় বা নিবন্ধনভুক্ত সকল সংস্থার দেশি, বিদেশি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার তহবিল এবং সম্পদগুলি অনুসন্ধান এবং সুরক্ষিত করার অধিকার রয়েছে।

ব্যক্তি এবং নাগরিক সমাজ সংস্থার মধ্যে যারা নিজেদের এই উপরে উল্লিখিত মূল অধিকার লঙ্ঘনের শিকার বলে মনে করে তাদের কাছে প্রচুর বিকল্প এবং আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হল জাতিসংঘের চুক্তি পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলির স্বতন্ত্র অভিযোগ পদ্ধতি।

এর মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত হল আইসিসিপিআর-এর চুক্তি নিরীক্ষণকারী সংস্থা হিউম্যান রাইটস কমিটি (এইচআরসি)। এইচআরসি সদস্য দেশগুলির ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করে যারা ১৯৭৬ এর ঐচ্ছিক দলিল বা প্রোটোকলকে আইসিসিপিআর-এর কাছে অনুমোদন দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাংলাদেশ ঐচ্ছিক দলিল বা প্রোটোকলটি অনুমোদন করেনি, তাই অভিযোগ প্রদানের এই সুযোগটি বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ সংস্থা এবং ব্যক্তিরা পাচ্ছে না।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ সিইডিএডব্লিউ'তে ঐচ্ছিক দলিল বা প্রোটোকলটি অনুমোদন করেছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কমিটিতে সিইডিএডব্লিউ এর কাছে অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ জমা দিতে পারে। [১]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত কমিটির (সিআরপিডি) ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রয়োজ্য। এভাবে শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত সনদ (সিআরসি) এর চুক্তি নিরীক্ষণ সংস্থায় একটি অভিযোগ জমা দেওয়াও সম্ভব হতে পারে। ব্যক্তি এবং নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহ একই প্রক্রিয়ায় [২] মানবাধিকার কাউন্সিলের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির কাছেও অভিযোগ জমা দিতে পারে।

[১] For more information, see CEDAW, UN OHCHR, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx; see also Human Rights Treaty Bodies, Procedure for complaints by individuals under the human rights treaties, UN OHCHR, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#procedureOPCEDAW.
[২] See, e.g., Human RightsCouncil Complaint Procedure, UN Human Rights Council, https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/complaintprocedure/pages/hrccomplaintprocedureindex.aspx

এছাড়া তারা স্বতন্ত্র মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের কাছেও অভিযোগ দিতে পারে যিনি একটি বিষয়ভিত্তিক বা দেশীয় প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদন জমা প্রদান করে। বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ সংস্থা ও ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংস্থার স্বাধীনতার অধিকার এবং বিশেষ মতামত ও মত প্রকাশের অধিকারের সুরক্ষার বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির কাছ থেকে সেই বিষয় সর্ম্পকিত আমন্ত্রণপত্রগুলি বিবেচনা করতে পারে। [৩]

পরিশেষে, নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলি বাংলাদেশের মানবাধিকারের অবস্থা সর্ম্পকিত সর্বজনীন পর্যায় পর্যালোচনা (ইউপিআর)'তে অংশ নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারে। ইউপিআর হল মানবাধিকার কাউন্সিলের একটি প্রক্রিয়া যা নিয়মিতভাবে প্রতিটি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। সিএসও'রা পর্যালোচনা চলাকালীন সময়ে অন্যান্য দেশ কর্তৃক বিবেচিত এবং উল্লেখ করা বিষয় সর্ম্পকে তথ্য জমা দিতে পারে। রাষ্ট্রের পর্যালোচনাগুলির ফলাফল বিবেচনা করার সময় নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহ ইউপিআর ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনগুলিতে এবং মানবাধিকার কাউন্সিলের নিয়মিত অধিবেশনে বিবৃতি দিতে পারে। [৪]

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সংস্থার স্বাধীনতা রক্ষার রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির কাছে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংস্থার স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি নিম্নের লিংকে দেখুন:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/AnnualReports.aspx.

[৩] See, e.g., Guidelines for submitting complaints to the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, UN OHCHR, https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/Complaints.aspx.
[৪] For more, see 3rd UPR cycle: contributions and participation of "other stakeholders" in the UPR, UN Human Rights Council, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx.

ইংরেজি শব্দসংক্ষেপের পূর্ণরূপ

BFIU	–	Bangladesh Financial Intelligence Unit
CHT	–	Chittagong Hill Tracts
CSO	–	Civil Society Organization
CEDAW	–	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CEO	–	Chief Executive Officer
CERD	–	Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
CESCR	–	Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
CMW	–	Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD	–	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CRC	–	Convention on the Rights of the Child
DSS	–	Department of Social Services
DWA	–	Department of Womens Affairs
DC	–	Deputy Commissioner
DFID	–	Department for International Development
DIO	–	Designated Information Officer
DYD	–	Department of Youth Development
EC	–	Executive Committee
EDD	–	Enhanced Due Diligence
FATF	–	Financial Action Task Force
GED	–	General Economics Division
GOB	–	Government of Bangladesh
HRC	–	Human Rights Committee
INGO	–	International NGO
ICCPR	–	International Covenant on Civil and Political Rights
ICNL	–	International Center for Not-for-Profit Law
ILO	–	International Labour Organizations
MRA	–	Micro-credit Regulatory Act
MoHA	–	Ministry of Home Affairs

MLPA	–	Money Laundering Protection Act
MFI	–	Microfinance Institution
NGO	–	Non Government Organization/ N.G.O)
NOC	–	No Objection Certificate
NPO	–	Non Profit Organization
NBR	–	National Bureau of Revenue
NGOAB	–	NGO Affairs Bureau
NIIU	–	National Integrity Implementation Unit
NIS	–	National Integrity Strategy
NPO	–	Not-for-Profit Organization
NSI	–	National Security Intelligence
OWA	–	Office of the Waqfs Administrator
PO	–	Post Office
PAR	–	Promoting Advocacy and Rights
RJSC&F	–	Registrar of Joint Stock Companies and Firms
SDG	–	Sustainable Development Goals
SRO	–	Statutory Regulatory Order
SSO	–	Social Service Office
TRP	–	Technical Review Panel
TIN	–	Tax Identification Number
UNO	–	Upazila Nirbahi Officer
USAID	–	United States Agency for International Development
UDHR	–	Universal Declaration of Human Rights
UNCAC	–	UN Convention against Corruption
UNSCR	–	United Nations Security Council Resolutions
UPR	–	Universal Periodic Review
VAT	–	Value Added Tax
WASH	–	Water, Sanitation and Health